NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

২ দুর্গাপুজোর লম্বা ছুটিতেও সক্রিয় থাকবে নবান্ন

হাওড়ায় পুজোর মুখে গাঁজা উদ্ধার, ধৃত ৩ ২

কলকাতা ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ৭ আশ্বিন ১৪৩২ মঙ্গলবার উনবিংশ বর্ষ ১০৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 23.09.2025, Vol.19, Issue No. 105, 8 Pages, Price 3.00

উৎসবে 'ডবল ধামাকা' জিএসটি

অরুণাচলে উন্নয়নের প্রশ্নেও কংগ্রেসকে বিঁধলেন মোদী

ইটানগর, ২২ সেপ্টেম্বর: জাতির উদ্দেশে ভাষণ থেকে অরুণাচলের সভা। মোদীর মুখে বজায় রইল জিএসটি-কথা। সোমবার অরুণাচল প্রদেশ সফরে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে ৫ হাজার কোটি টাকার একাধিক প্রকল্পের শিলান্যাসের পাশাপাশি জিএসটি-কে 'ডবল ধামাকা' বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। এদিন তিনি বলেন, 'জিএসটি-র সাশ্রয় উৎসব শুরু হয়ে গিয়েছে। এই উৎসবের মাসে সাধারণ মানুষ একেবারে ডবল ধামাকা পেলেন। যাতে তাদেরই সাশ্রয়ের সুবৃদ্ধি ঘটবে। নতুন জিএসটি কাঠামোর দৌলতে মহিলারা তাদের রান্নাঘরের সামগ্রীতে প্রচুর টাকা বাঁচাতে পারবেন।'

বরাবর মোদী সরকারের দিকে সাধারণ মানুষের উপর বাড়তি করের বোঝা চাপানোর অভিযোগ তুলেছে বিরোধী শিবির। কিন্তু তৃতীয়বার ক্ষমতায় আসতেই দেশে অর্থনৈতিক পরিসরে এমন কিছু বদল ঘটিয়েছে এনডিএ সরকার। যা কোথাও গিয়ে সেই অভিযোগগুলিকে ধুয়ে-মুছে একেবারে সাফ করে দিয়েছে, বলেই মত একাংশের। অরুণাচলে গিয়ে নিজের সভা থেকেও ঘুরপথে সেই কথাটাই মনে করালেন মোদী। পূর্বতন কংগ্রেস সরকারের দিকে শুল্ক-তির ছুড়ে দিলেন তিনি। বললেন, 'কংগ্রেস সাধারণ মানুষের উপর বাড়তি করের বোঝা চাপিয়ে রেখেছিল। কিন্তু আমাদের সরকার সেই বোঝাকে সময়ের সঙ্গে প্রায় সরিয়ে দিয়েছে। জনসাধারণ স্বস্তি

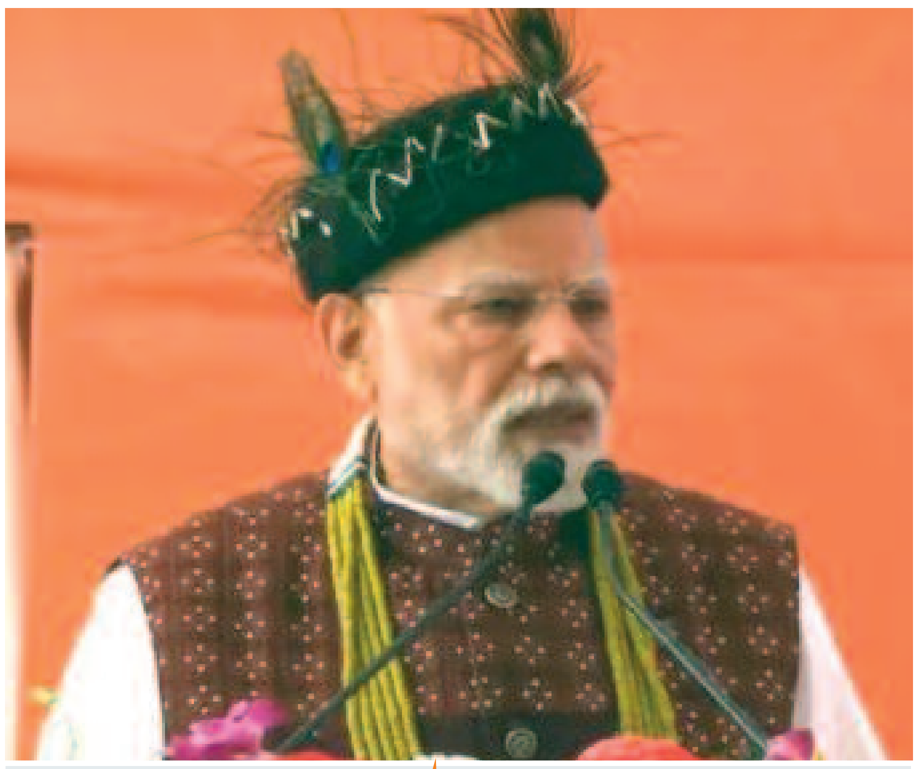

অরুণাচল প্রদেশেই ভারতে উদিত সূর্যের প্রথম কিরণ এসে পড়ে। কিন্তু, উন্নয়নের আলোর রেখা পড়তে কয়েক যুগ কেটে গেল। ২০১৪ সালের আগেও আমি এখানে এসেছিলাম। প্রকৃতি এখানে অকৃপণ সম্পদে সাজিয়ে তুলেছে অরুণাচল প্রদেশকে। কিন্তু, দিল্লি থেকে যারা শাসন করে গিয়েছে, তারা আপনাদের তুচ্ছ করে গিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

পেয়েছে।'

তাঁর সংযোজন, 'কংগ্রেসের একটা বদভ্যাস রয়েছে। তাঁরা কিছু উন্নয়নমূলক কাজ করতে চায় না। কোনও কাজ যদি তাদের কাছে খুব কঠিন হয়, তা হলে তা তারা আর ধরেও দেখেন না। কংগ্রেস পার্টি যুগ যুগ ধরে উত্তর-পূর্ব ভারতকে উপেক্ষা করে এসেছে। আর কংগ্রেসের এই বদভ্যাসের কারণেই অরুণাচল প্রদেশকে ভুগতে হয়েছে। ভুগতে হয়েছে গোটা উত্তর-পূর্ব ভারতকে। এই পাহাড়-বনাঞ্চলে ঘিরে থাকা জায়গায় যখন উন্নয়ন আনতে তারা পারত না। তখনই সেই জায়গাকে প্রান্তিক, পিছিয়ে পড়া বলে ঘোষণা করে দিত। অরুণাচল প্রদেশেই ভারতে উদিত সূর্যের প্রথম কিরণ এসে পড়ে। কিন্তু, উন্নয়নের আলোর রেখা পড়তে কয়েক যুগ কেটে গেল। ২০১৪ সালের আগেও আমি এখানে এসেছিলাম। প্রকৃতি এখানে অকৃপণ সম্পদে সাজিয়ে তুলেছে অরুণাচল প্রদেশকে। কিন্তু, দিল্লি থেকে যারা শাসন করে গিয়েছে, তারা আপনাদের তুচ্ছ করে গিয়েছে। কংগ্রেস ভাবত, এখানে কম লোকের বসবাস, মাত্র ২টি লোকসভা আসন। কেন এদিকে নজর দেব।'

এই জনসভার আগে মোদী স্থানীয় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও উদ্যোগীদের সঙ্গে কথা বলেন। স্থানীয় জিনিস বিক্রির উপর জোর দেন। দোকানদারদের 'গর্ব সে কহো ইয়ে স্বদেশী হ্যায়' লেখা প্ল্যাকার্ড তুলে দেন। বলেন, এই প্ল্যাকার্ড দোকানে টাঙিয়ে রাখতে।

রাজ্যের হলফনামা পেশ ডিএ মামলায়

নয়াদিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর: শীর্ষ আদালতের নির্দেশ মেনে রাজ্যের ডিএ মামলায় সোমবার হলফনামা জমা দিল রাজ্য সরকার। সেই লিখিত বক্তব্যে রাজ্য সরকারের তরফে আইনজীবী কপিল সিবল জানান, দেশের এমন ১০ রাজ্য আছে যারা এআইসিপিআই অর্থাৎ অল ইন্ডিয়া কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্স মেনেই ডিএ বা মহার্ঘ ভাতা দেয় না।

সোমবার এই মামলার শুনানি হয় বিচারপতি সঞ্জয় কারোল এবং বিচারপতি বিপুল মনুভাই পাঞ্চোলির ডিভিশন বেঞ্চে। সেখানে হাজির ছিলেন সরকারি কর্মচারিদের পক্ষে আইনজীবী করুণা নন্দী। তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হলফনামায় দাবি করা যুক্তির পাল্টা যুক্তি দিতে যান। কিন্তু বিচারপতিরা জানান, যেহেতু রাজ্যের সরকারি কর্মীদেরও হলফনামা জমা দেওয়ার সময় এখনও আছে, তাই তাঁরা সওয়াল করতে পারবেন। এদিকে কয়েকদিন পরেই সুপ্রিম কোর্টে দীপাবলির ছুটি পড়ে যাবে। সুতরাং ছুটি শেষ হওয়ার পরই আদালত এই মামলার রায় দেবে বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও মামলার শুনানি শেষ হওয়ার পর রাজ্যের সরকারি কর্মীদের তরফে থাকা অন্যতম আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য জানিয়েছিলেন, তিনি আশা করছেন চলতি বছরেই চূড়ান্ত রায় শোনাবে সুপ্রিম কোর্ট।

প্রসঙ্গত, গত ৮ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্টে ডিএ মামলার শুনানি শেষ হয়েছে। তবে রায়দান স্থগিত রেখেছে কোর্ট। সরকার ও সরকারি কর্মীদেরও কোর্টে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই প্রক্রিয়ায় চলছে এখন। ২০২২ সালে কলকাতা হাইকোর্ট রাজ্য সরকারি কর্মীদের পক্ষে রায় দেয়। জানিয়ে দেয়, মহার্ঘ ভাতা সরকারি কর্মীদের অধিকার। কেন্দ্রীয় হারে তা দিতে হবে। সেই সময় ২৫ শতাংশ বকেয়া মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত সরকারকে। তারপর সুপ্রিম কোর্টে যায় রাজ্য সরকার। আদালতের কাছ থেকে আরও ছ'মাস সময় চাওয়া হয়। সেই আবেদনের ভিত্তিতে শুনানি চলতে থাকে সুপ্রিম কোর্টে।

রাজ্যের তরফে বারবার সুপ্রিম কোর্টে বলা হয়, রাজ্যের আলাদাভাবে নিজের সাধ্যমতো ডিএ দেওয়ার অধিকার রয়েছে। ডিএ কখনও অধিকার নয়। কিন্তু রাজ্য সরকারি কর্মীদের আইনজীবীরা পাল্টা যুক্তি দেন, ডিএ আইনি অধিকার। বেশিরভাগ রাজ্য সরকার তাদের কর্মীদের অল ইন্ডিয়া কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্স মেনে ডিএ দেয়। তাই পশ্চিমবঙ্গ সরকারকেও দিতে হবে।

'অধিকৃত কাশ্মীর ভারতের অংশ হবে বিনা যুদ্ধেই'

নয়াদিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর: 'পাক অধিকৃত কাশ্মীরকে নিজের অংশ করতে কোনও আগ্রাসনের প্রয়োজন নেই। একদিন অধিকৃত কাশ্মীর নিজে থেকেই বলবে আমি ভারতের।' সোমবার মরক্কো সফরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমনটাই জানালেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। পাক অধিকৃত কাশ্মীরের বর্তমান পরিস্থিতি সেই পথেই এগোচ্ছে বলে বার্তা দিলেন রাজনাথ। শুরু তাই নয় হুঁশিয়ারির সুরে জানালেন, অপারেশন সিঁদুর এখনও শেষ হয়নি। পাকিস্তান বাড়াবাড়ি করলে সিঁদুরের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধাপ ফের শুরু হতে পারে।

শুধু অধিকৃত কাশ্মীর নয়, অপারেশন সিঁদুর যে কোনও দিন শুরু হতে পারে বলে বার্তা দিয়েছেন রাজনাথ। তিনি বলেন, 'ভারত যেকোনও সময় অপারেশন সিন্দুরের দ্বিতীয় বা তৃতীয় ধাপ শুরু করতে পারে। পাকিস্তান যদি সন্ত্রাসী হামলা চালানোর বা অনুপ্রবেশকারীদের পাঠানোর সাহস দেখায়, তাহলে ভারত আবারও অপারেশন সিন্দুর শুরু করতে দ্বিধা করবে না।'

৫ বছর আগে জম্মু ও কাশ্মীরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অনুষ্ঠানে নিজের ভাষণের কথা স্মরণ করিয়ে রাজনাথ সিং বলেন, '৫ বছর আগে সেনার অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় আমি বলেছিলাম, আমাদের পাক অধিকৃত কাশ্মীরে কোনও হামলা চালানোর প্রয়োজন নেই। ওটা আমাদেরই, পিওকে একদিন নিজে থেকেই বলবে আমি ভারতের অংশ।' মরক্কোয় প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি আরও বলেন, 'সেখানকার মানুষই বর্তমান প্রশাসনের থেকে স্বাধীনতার দাবি তুলেছেন। পিওকের সেই স্লোগান আপনারাও নিশ্চয়ই শুনেছেন।'

পিওকে, অপারেশন সিঁদুর ছাড়াও ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্কনীতি নিয়েও মুখ খুলেছেন রাজনাথ। অপারেশন সিঁদুর প্রসঙ্গে রাজনাথ বলেন, 'চাইলে আমরা (পাকিস্তানের) যে কোনও সেনাঘাঁটি বা লোকালয়ে হানা দিতে পারতাম। কিন্তু আমরা সেটা চাইনি। ভারতকে আমরা নীতিবিচ্যুত হতে দিইনি।' পহেলগাঁওয়ে ধর্ম পরিচয় জেনে সন্ত্রাসবাদীরা গুলি চালিয়েছিল বলে অভিযোগ ওঠে। সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে রাজনাথ বলেন, 'আমরা কাউকে ধর্মপরিচয়ের জন্য মারিনি। তাদের ক্রিয়াকলাপের জন্য হত্যা করেছি।'

ট্রাম্প ভারতের অধিকাংশ পণ্যের উপর মোট ৫০ শতাংশ আমদানি শুল্ক আরোপ করলেও ভারত কেন তড়িঘড়ি এই বিষয়ে বিবৃতি দেয়নি, তা নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল রাজনাথকে। এই প্রশ্নের উত্তরে রাজনাথ বলেন, 'আমরা প্রতিক্রিয়া জানাইনি। যারা বড় মন আর বড় হৃদয়ের হয়, তারা সঙ্গে সঙ্গে সব বিষয়ে জবাব দেয় না।'

কৃতিত্ব রাজ্যেরই, ফের দাবি মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার থেকে নয়া জিএসটি কার্যকর হয়েছে দেশজুড়ে। এর ফলে একাধিক পণ্য সস্তা হয়েছে। সরাসরি যার সুফল ভোগ করবেন রাজ্য-সহ গোটা দেশের মানুষ। যদিও এর কৃতিত্ব কখনই কেন্দ্রের নয় বলে ফের একবার স্পষ্ট বার্তা রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের। 'জিএসটি কৃতিত্ব রাজ্যেরই। কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও অবদান নেই', পুজো উদ্বোধনে গিয়ে ফের একবার মোদী সরকারকে তোপ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এদিন দুপুরে খিদিরপুর ২৫ পল্লীর দুর্গাপুজোর উদ্বোধন করেন তিনি। সেই মঞ্চ থেকেই ফের একবার জিএসটি নিয়ে কেন্দ্র যেভাবে কৃতিত্ব নিচ্ছে তা নিয়ে তীব্র কটাক্ষ ছুড়ে দেন।

এদিন ২৫ পল্লী-সহ শহরের একাধিক পুজোর উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই মঞ্চ থেকেই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'চিঠি লিখে প্রথম আমি দাবি করেছিলাম বিমা থেকে জিএসটি তুলে নেওয়া উচিৎ। জিরেতে জিএসটি ছিল, হিরেতে নয়। এজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের এক পয়সাও খরচ হয়নি। সব টাকা গিয়েছে রাজ্য সরকারের কোষাগার থেকে।' নাম করে প্রধানমন্ত্রীকে একহাত নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'কৃতিত্ব নিচ্ছে একজন, আত্মনির্ভরতার কথা বলছেন। এজন্য ২০ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব ক্ষতি হবে।' কিন্তু এজন্য রাজ্যকে কোনও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে না বলে দাবি প্রশাসনিক প্রধানের।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, '১০০ দিনের কাজ বন্ধ, আবাসের টাকা বন্ধ, রাস্তার টাকা বন্ধ, জলস্বপ্নের টাকা বন্ধ, সর্বশিক্ষা অভিযানের টাকা বন্ধ। এর মধ্যে আবারও ২০ হাজার টাকার ক্ষতি।' তাঁর কথায়, 'মানুষের সুবিধা হয়েছে, আমি খুশি হয়েছি। এজন্য দিল্লি সরকার কিংবা পার্টির কোনও কৃতিত্ব নেই।' পাশাপাশি জিএসটি নিয়ে যে ধোঁয়াশা রয়েছে তা ব্যাখ্যা দিয়ে একটি বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথাও বলেন। মমতা বলেন, 'এটা আমাদের জিএসটি থেকে কাটা হয়েছে। এখন একটাই ট্যাক্স। টাকা গিয়েছে আমাদের, নাম নিচ্ছে ওরা।'

এদিন শহরের একাধিক পুজোর উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঘুরে দেখেছেন মণ্ডপ। বিকেলে পুজো উদ্বোধনে বেহালার বড়িশা ক্লাবে যান তিনি। সঙ্গে স্থানীয় বিধায়ক রত্না চট্টোপাধ্যায়-সহ অন্যান্যরাও ছিলেন। এদিন বড়িশায় মুখ্যমন্ত্রীর পাশে দেখা গেল পহেলগাঁও কাণ্ডে নিহত বিতান অধিকারীর বাবা-মাকে। সেখানেই মুখ্যমন্ত্রী জানান, তিনি বৃদ্ধ দম্পতির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন। মুখ্যমন্ত্রীকে পাশে পেয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন বিতানের বাবা-মা। চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি তাঁরা। তাঁদের সামলে নেন মুখ্যমন্ত্রীই। বলেন, 'এখন কাঁদলে হবে না। শরীর খারাপ হবে। একটা ছেলে গিয়েছে ঠিকই। কিন্তু এত ছেলে রয়েছে আপনার।' এরপরই তিনি দলের স্থানীয় নেতাদের নির্দেশ দেন, সবসময় দম্পতির খোঁজ রাখার।

সোমবার গড়িয়াহাট হিন্দুস্তান ক্লাব সর্বজনীন দুর্গাপুজোর উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী। সঙ্গে ছিলেন প্যাটন গ্রুপের সঞ্জয় বুধিয়া। ছবি: অদিতি সাহা

চতুর্থীর কলকাতায় পুজোর উদ্বোধন অমিতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের রাজনীতি ও পুজো মণ্ডপে একসঙ্গে বড় চমক। চলতি বছর দুর্গাপুজোর চতুর্থীর দিন, অর্থাৎ ২৬ সেপ্টেম্বর শুক্রবার দুপুরে কলকাতায় আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর আমন্ত্রণে তাঁর এই সফর বলে জানা গিয়েছে।

শাহ প্রথমে যোগ দেবেন শহরের অন্যতম জনপ্রিয় মণ্ডপ সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের দুর্গাপুজোয়। বহু বছর ধরেই এই পুজো পরিচিত বিজেপি নেতা সজল ঘোষের উদ্যোগ হিসেবে। অভিনব থিমের জন্য মণ্ডপটি রাজ্যের সর্বত্র আলোচিত হয়। রামমন্দির থেকে লালকেল্লা, একাধিক ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক ছোঁয়া এসেছে এই মণ্ডপে। এবারের ৯০তম বর্ষে থিম রাখা হয়েছে 'অপারেশন সিঁদুর', যার উদ্বোধন করবেন অমিত শাহ নিজে।

এরপর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যাবেন পূর্বাঞ্চলীয় সংস্কৃতি কেন্দ্রের (ইজেডসিসি) পুজো উদ্বোধনে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় আয়োজিত এই পুজোতেও তাঁর উপস্থিতি বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে।

রাজনৈতিক মহলের মতে, উৎসবের আবহে অমিত শাহর এই সফর রাজ্যের বিজেপি শিবিরে বিশেষ উৎসাহ জোগাবে। পুজো উদ্বোধনে তাঁর বার্তা রাজনৈতিকভাবেও তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে বলেই অনেকে মনে করছেন।

পাইলটের ত্রুটি'তে ইঙ্গিত দুর্ভাগ্যজনক

বিমান বিপর্যয়ে মন্তব্য সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর: এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান বিপর্যয়ে 'পাইলটের ত্রুটি'র দিকে ইঙ্গিত দুর্ভাগ্যজনক। সোমবার এমনটাই জানাল সুপ্রিম কোর্ট। এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান দুর্ঘটনার ঘটনায় আদালতের নজরদারিতে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিতে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। শীর্ষ আদালতের বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি এনকে সিংয়ের বেঞ্চে মামলাটি শুনানির জন্য ওঠে। সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার এবং ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ সিভিল অ্যাভিয়েশন (ডিজিসিএ)-কে নোটিস পাঠিয়ে মতামত জানতে চেয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

গত ১২ জুন গুজরাতের আমদাবাদে বিমান দুর্ঘটনায় ২৬০ জনের মৃত্যু হয়। উড়ানের কিছু ক্ষণের মধ্যেই ভেঙে পড়ে বিমানটি। গত জুলাই মাসে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ 'এয়ারক্র্যাফট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো' (এএআইবি) দুর্ঘটনার বিষয়ে একটি প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ করে। তাতে ককপিটে দুই পাইলটের কথোপকথনের একটি অংশের কথা উল্লেখ রয়েছে। রিপোর্টে উঠে এসেছে, বিমানের জ্বালানি সুইচ আচমকা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তা নিয়ে দুই পাইলটের মধ্যে কথাও হয়েছিল। তখন পাইলটদের মধ্যে এক জন অপরকে প্রশ্ন করছেন,

'কেন তুমি বন্ধ করে দিলে?' অপর জন উত্তর দেন, 'আমি করিনি।' তবে কোন পাইলট কী বলেছিলেন, তা প্রাথমিক রিপোর্টে স্পষ্ট নয়। তদন্তকারী সংস্থা এএআইবি-র থেকেও সোমবার এই মামলার বিষয়ে মতামত জানতে চেয়েছে আদালত।

সোমবার ওই মামলার শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, 'পাইলটদের ত্রুটি'র দিকে ইঙ্গিত করা দুর্ভাগ্যজনক এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন। মামলাকারী পক্ষ কেন এত তথ্য জনসমক্ষে আনতে চাইছে, তা নিয়েও প্রশ্ন সুপ্রিম কোর্টের। আদালতের বক্তব্য, 'আগামিকাল যদি কোনও একজন পাইলটের দিকে আঙুল তোলা হয়, তখন তাঁর পরিবারকে এর ফল ভুগতে হবে। তার পরে চূড়ান্ত তদন্ত রিপোর্টে দেখা যায় কারও ত্রুটি নেই? তখন কী হবে।'

নিজের দেশেই পাক সেনার বিমান হানা!

নিহত ৩০ নিরীহ নাগরিক

ইসলামাবাদ, ২২ সেপ্টেম্বর: নিজের দেশেই বিমানহানা চালাল পাক সেনা! খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের একটি গ্রামে জঙ্গি দমনে একাধিক বোমা ফেলল শাহবাজ শরিফের সেনা। যদিও সেখানে মৃত্যু হয়েছে ৩০ জন সাধারণ নাগরিকের। তার মধ্যে মহিলা এবং শিশুও রয়েছে।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলি জানিয়েছে, রবিবার রাত ২টো নাগাদ পাকিস্তানি বিমান বাহিনীর ফাইটার জেট ৮টি এলএস-৬ বোমা ফেলে খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের তিরহা উপত্যকার মাত্রে দারা গ্রামে। মুহূর্তে ধ্বংস্তূপে পরিণত হয় গোটা এলাকা। 'তেহরিক-ই তালিবান পাকিস্তান' জঙ্গিদের খতম করার উদ্দেশে বোমা ফেলা হয়েছিল, যদিও শিশু ও মহিলা-সহ ৩০ জন সাধারণ

নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে বলেই প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি। আহত হয়েছেন অনেকে। একাধিক ইমারত ভেঙে পড়ায় তার নিচে মানুষ আটকে থাকতে পারে বলে আশঙ্কা। ফলে মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে, মনে করছে উদ্ধারকারীরা।

খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে পাক সেনার হানাদারি নতুন ঘটনা নয়। পারভেজ মুশারফের আমলেও 'তেহরিক-ই তালিবান পাকিস্তান' (টিটিপি) জঙ্গিদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছে। জঙ্গিদমনে চলতি বছরের শুরুতে এবং জুন মাসেও খাইবার পাখতুনখোয়ায় ড্রোন হামলা পাক সেনা। নিরীহ সাধারণদের কথা না ভেবেই সেনা অভিযান চালাচ্ছে বলে অভিযোগ। এদিকে, স্থানীয় পুলিশ আধিকারিক জাফর খান জানিয়েছেন, তিরা উপত্যকার একটি ভবনে ঘাঁটি গেড়েছিল টিটিপি-র দুই জঙ্গি নেতা আমন গুল এবং মাসুদ খান। পুলিশ বা নিরাপত্তা বাহিনীর হাত থেকে বাঁচতে তারা সাধারণ মানুষকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করছিল। ওই জঙ্গি-ডেরায় তৈরি করা হচ্ছিল বোমা। ফলে বোমা তৈরির নানা উপাদানও সেখানে মজুত করা ছিল। সেখান থেকেই বিস্ফোরণ ঘটেছে। আশপাশের অনেকগুলি বাড়ি বিস্ফোরণের অভিঘাতে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। অন্তত ১০ জন সাধারণ নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে এই বিস্ফোরণে। এ ছাড়া, নিহতদের মধ্যে বেশ কিছু জঙ্গিও রয়েছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম -পদবী

গত 17/09/2019 S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 53 নং এফিডেভিট বলে আমি Pradip Kumar Sil S/o. Krishna Chandra Sil ও Pradip Kumar Shil S/o. Krishnachandra Shil & Pradip Kr. Shill S/o. K. Ch. Shill সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 19/09/2025 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 13442 নং এফিডেভিট বলে আমি Aloke Kumar Batabyal S/o. Debprosad Batabyal ও Alok Kr Batabyal S/o. D. P. Batabyal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 04/09/2025, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 6944 নং এফিডেভিট বলে আমি Heeralal Mahato S/o. Nanhak Mahato ও Hiralal Mahato S/o. N. Mahato সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 04/09/2025, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 6945 নং এফিডেভিট বলে আমি Rajballi Mahato S/o. Rampriti Mahato ও Raj Balli Show S/o. B Show সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 19/08/2025, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 6432 নং এফিডেভিট বলে আমি Triloki Yadav S/o. Sultan Yadav ও Triloke Yaadv S/o. Lt. S Yadav সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 10/09/2025, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে 12998 নং এফিডেভিট বলে আমি Rabindra Nath Das ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Debendranath Das ও D. D. DAS সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম -পদবী

গত 13/06/2025, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 4877 নং এফিডেভিট বলে আমি Paresh Mallick S/o. Late Panchanan Mallick & Paresh Mallik S/o. Late Panchanan Mallik ও নরেশ চন্দ্র মল্লিক পিতা পঞ্চানন মল্লিক সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 19/09/2025 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 13505 নং এফিডেভিট বলে আমি Bhapatosh Krishna Paul & Bhabatosh Krishna Paul ও আমার পিতা Sukha Ranjan Paul & S. R. Paul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 16/09/2025, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 8620 নং এফিডেভিট বলে আমি Subrata Shom ও Subrato Shom S/o. Late Hrisikesh Shom সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 19/09/2025 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 13444 নং এফিডেভিট বলে আমি Abhijit Bose ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Asit Kumar Bose ও Asit Bose সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম -পদবী

গত 13/04/2023 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 5861 নং এফিডেভিট বলে আমি Abdul Rahaman Mallik S/o. Rayhan Mallik ও Abdul Rahamamallik S/o. R A Mallik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 19/09/2025 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 13445 নং এফিডেভিট বলে আমি Arup Kumar Saha ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Ranajit Kumar Saha ও Ranjit Kumar Saha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম -পদবী

গত 15/09/2025 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চুঁচুড়া, হুগলী, কোর্টে 9115 নং এফিডেভিট বলে আমি Ashik Mondal S/o. Late Abdul Gani Mondal, R/o. Haral, Haraldaspur, Pandua, Hooghly, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার জন্ম সার্টিফিকেটে ও পাসপোর্টে আমার পিতার সঠিক নাম Abdul Gani Mondal-এর পরিবর্তে Goni Mondal, ও আমার স্কুল সার্টিফিকেটে Abdul Goni Mondal এবং আমার পাসপোর্টে আমার মাতার সঠিক নাম Nurunnesa Begam-এর পরিবর্তে Nurwan Nisa Bibi লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমার পিতা Abdul Gani Mondal, Goni Mondal ও Abdul Goni Mondal এবং আমার মাতা Nurunnesa Begam ও Nurwan Nisa Bibi সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম -পদবী

গত 27/08/2025 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 8068 নং এফিডেভিট বলে আমি Silviya Mousom D/o. Jakir Hussain Mullick, R/o. Hazipur, Dhaniakhali, Hooghly-712302,, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার জন্ম সার্টিফিকেটে (Regn. No. 1554 dtd. 16/12/2005), আমার সঠিক নাম Silviya Mousom D/o. Jakir Hussain Mullick-এর পরিবর্তে Silvia Khatun D/o. Jakir Hossan Mollick লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমি Silviya Mousom D/o. Jakir Hussain Mullick & Silvia Khatun D/o. Jakir Hossan Mollick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 27/08/2025 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 8069 নং এফিডেভিট বলে আমি Alviya Mousom D/o. Jakir Hussain Mullick, R/o. Hazipur, Dhaniakhali, Hooghly-712302, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার জন্ম সার্টিফিকেটে (Regn. No. 1553 dtd. 16/12/2005), আমার সঠিক নাম Alviya Mousom D/o. Jakir Hussain Mullick-এর পরিবর্তে Alivia Khatun D/o. Jakir Hossan Mollick লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমি Alviya Mousom D/o. Jakir Hussain Mullick & Alivia Khatun D/o. Jakir Hossan Mollick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 12/09/2025, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 9005 নং এফিডেভিট বলে আমি Md Abul Kalam S/o. Abdul Jalil (old name), R/o. Gholsara, Sanihati, Dadpur, Hooghly-712305, W.B. নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Md Abul Kalam Sekh S/o. Abdul Jalil Sekh (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Md Abul Kalam S/o. Abdul Jalil & Md Abul Kalam Sekh S/o. Abdul Jalil Sekh, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 15/09/2025 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 9058 নং এফিডেভিট বলে আমি Nurjahan Bibi W/o. Nawsad Ali Sarkar, R/o. Naopara, Ballaldighi, Pandua, Hooghly-712135, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যার (Mabia Khatun) জন্ম সার্টিফিকেটে (Certificate No. B/2025/1368338, Regn. dtd. 31/01/1996), আমার সঠিক নাম Nurjahan Bibi-এর পরিবর্তে Nurjahau Bibi লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমি Nurjahan Bibi & Nurjahau Bibi W/o. Nawsad Ali Sarkar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি Abdul Baki 07.08.2025 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বারাসাত কোর্টে ৩৬৫৯ নং এফিডেভিটে আমার পিতা Abdul Adud Mandal, Abdul Wadud সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

L.I.C. এর 423902255 পলিসিতে আমার নাম মিনতি মন্ডল পিতা- অনুকুল মন্ডল ছিল। ১২-৯-২৫ তারিখে বহরমপুর কোর্টে এফিডেভিট করে আমি সুনিতী মন্ডল স্বামী স্বপন মন্ডল নামে পরিচিত হলাম।

CHANGE OF NAME

I, Subhash Shaw S/O Sudarshan Shaw, R/O 41/11 N S ROAD PO & PS RISHRA HOOGHLY 712248 . Vide affidavit (No 96) dated 08/09/2025 in the court of Notary Serampore Hooghly declare that Subhash Shaw S/O Sudarshan Shaw and Subhas Show S/O Sudarshan Shaw is the same and one identical persom

নাম-পদবী

আমি Jahira Bibi Sk আমার পুত্রের জন্ম সার্টিফিকেটে আমার নাম ভুল বশতঃ Jahira Bibi লেখা আছে, ইং- ১৯/০৮/২০২৫ তারিখে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টের এফিডেভিট বলে Jahira Bibi Sk ও Jahira Bibi উভয়ে একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম। আমার নাম Jahira Bibi Sk গ্রাম পিতাম্বরপুর, পোষ্ট- ডোমপুকুর, থানা- চাপড়া, নদীয়া।

নাম-পদবী

আমি দীপা রাই, পিতা- কর্ণ বাহাদুর রাই, গ্রাম ওয়াশাবাড়ি টি গার্ডেন, থানা- মাল, জেলা- জলপাইগুড়ি, পিন- ৭৩৪৫০১, ১৫/৪/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্টে এফিডেভিট বলে আমি নিজের ইচ্ছাতে হিন্দু ধর্ম থেকে মুসলিম ধর্মগ্রহণ করিলাম। আমি দীপা রাই থেকে রাবিয়া সুলতানা হলাম। বর্তমান ঠিকানা- গ্রাম- সুধাকরপুর, পোষ্ট- গোটপাড়া, থানা- নাকাশী পাড়া, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১২৬।

নাম -পদবী

গত 29/07/2025, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 6150 নং এফিডেভিট বলে আমি Shaikh Azizul Haque S/o. Shaikh Sirajul Haque (old name), R/o. Chelua, Kalachara, Dhaniakhali, Hooghly-712405, W.B. নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sk Azizul Haque S/o. Sk Sirajul Haque (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Shaikh Azizul Haque S/o. Shaikh Sirajul Haque & Sk Azizul Haque S/o. Sk Sirajul Haque সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 15/09/2025 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 9057 নং এফিডেভিট বলে আমি Nurjahan Bibi W/o. Nawsad Ali Sarkar, R/o. Naopara, Ballaldighi, Pandua, Hooghly-712135, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যার জন্ম সার্টিফিকেটে (Regn. No. 10 dtd. 16/02/1999), আমার কন্যার সঠিক নাম Mst Rabiya Basari-এর পরিবর্তে Mosammat Rabiya Basari ও আমার (মাতার) সঠিক নাম Nurjahan Bibi-এর পরিবর্তে Noorjahan Bibi লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমি Nurjahan Bibi & Noorjahan Bibi ও আমার কন্যা Mst Rabiya Basari ও Mosammat Rabiya Basari D/o. Nawsad Ali Sarkar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আমি Arun Kumar Saha S/O- Nepal Chandra Saha ঠিকানা Vill- Haranathpur, P.O- Aranghata, P.S- Dhantala, Dist- Nadia, W.B, Pin- 741501 আমার Madhyamik Certificate (No. 7371-0665), Admit Card (No. 0006-132), Marsheet (No. 541887) এ আমার নাম Arun Kr Saha S/O- Nepal Ch Saha আছে। গত 19/09/25 তারিখে নোটারি পাবলিক, রানাঘাট, নদীয়া এর এফিডেভিট বলে Arun Kumar Saha S/O- Nepal Chandra Saha এবং Arun Kr Saha S/O- Nepal Ch Saha একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর -১ ব্লক ও কোতয়ালী থানার অধীন ৯২ নং কৃষ্ণনগর মৌজায় কৃষি খতিয়ান ৩২৮৭৭ এর আর এস দাগ ১৪০১৭ ও হাল দাগ ১৯৩৪২ তে সাং কাঁসারিপাড়া এন সি ঘোষ সরণী,পোস্ট কৃষ্ণনগর,থানা কোতয়ালী,জেলা নদীয়ার নিবাসী খণেশ দুর্লভ,পিতা মৃত বিষ্টু দুর্লভ ১৯৯২ সালের ৩৬৫৯ নং কবলা দলিলে উক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তির মালিকানা আছেন! এবং হারান দুর্লভ ও নারান দুর্লভ, সর্ব পিতা খণেশ দুর্লভ সর্ব ঠিকানা ঐ ৯২ নং কৃষ্ণনগর মৌজায় কৃষি খতিয়ান ১৭২১৯/২ ও আর খতিয়ান যথাক্রমে ৪০৯০,৬২২৫ ও ৬২১৯ এর হাল দাগ যথাক্রমে ১৯৩৩৯,১৯৩৪৪ ও ১৯৩৪৩ এ যথাক্রমে ৩.১০ শতক,৫.৩০ শতক ও ৯.৯০ শতক এর মালিকানা আছেন ২০০৭ সালে A.D.S.R KRISHANAGAR এর কবলা দলিল ৬৫৯০ এর সূত্রে ! উহারা সকলে মিলিয়া সাং কাঁসারিপাড়া এন সে ঘোষ সারণী,পোস্ট কৃষ্ণনগর জেলা নদীয়ার নিবাসী মানু দুর্লভ,পিতা কার্তিক দুর্লভ কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ! মানু দুর্লভ সেই ক্ষমতার বলে সাং যুগপুর ১ নং কলোনী,পোস্ট যুগপুর,থানা নাকাশিপাড়া, জেলা নদীয়ার নিবাসী তাপস দাস,পিতা অচিরাম দাস কে ৩২৮৭৭ নং কৃষি খতিয়ানের হাল দাগ ১৯৩৪২ তে ৩.৩০ শতক বা দুই কাঠা বিক্রয় দিয়েছেন ! দলিলের বিবরণ :- আমমোক্তার দলিল - ২৮০১/২০১৩,বহি।V, A.D.S.R KRISHNANAGAR, তারিখ ১৮.০৩.২০১৩ কবলা দলিল :- ২৬৩৯/২০১৭, বহি,D.S.R NADIA, তারিখ ০৪.০৪.২০১৭! কবলা গ্রহীতা বর্তমানে ঐ সম্পত্তি রেকর্ড করিতে ইচ্ছুক! এ বিষয়ে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর -১ নং B.L & L.R.O OFFICE এ যোগাযোগ করুন! অন্যথ্যাই আইন অনুসারে ব্যবস্থ্যা নেওয়া হবে !

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

হুগলী ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
২০২৪/৭৮ নং অ্যাক্ট ৩৯ মোকর্দ্দমা

দরখাস্তকারী:স্বামী অম্বিকানন্দ ওঃ অম্বিকানন্দ পিতা- স্বামী গহনন্দ গিরি, সভাপতি- শ্রী শ্রী রাজ রাজেশ্বরী বগলামুখী শক্তিপীঠ ট্রাষ্ট, সাকিম- রাজরাজেশ্বরী বগলামুখী, নাটাগড়, শক্তিপীঠ, নাটাগড়ি, পোঃ দীগড়া, থানা- বলাগড়, জেলা- হুগলী, পিন – ৭১২৫১২।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, **অধুনামৃতা সাধনা রায়**, পিতা- মৃত ফকির চন্দ্র রায়, স্বামী- মৃত পঞ্চানন রায়, নাটাগড়ি, পোঃ- দিগড়া, থানা- বলাগড়, জেলা- হুগলী দরখাস্তকারী উপরোক্ত মোকর্দ্দমা অত্র আদালতে দাখিল করিয়াছেন।

এতদবিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে ঐ প্রকাশনার ৩০ দিনের মধ্যে তিনি স্বয়ং বা নিযুক্তিও উকিলবাবুর মাধ্যমে ঐ আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় এই মোকর্দ্দমার আইনানুগ আদেশ হইবে।

তপশীল সম্পত্তির বিবরণ

সমস্ত সম্পত্তি জেলা ও সাব-রেজিস্ট্রার অফিস - হুগলী, ব্লক-বলাগড়, মৌজা-নাটাগড়ি, জে.এল. নং ৩৪, খতিয়ান নং ৯৬৭, দাগ নং ১৭৫ এর অধীনে অবস্থিত, জমির পরিমান প্রায় ০.১৮ একর, জমির শ্রেণী-বাস্তু।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
কুনাল দত্ত (উকিলবাবু)

আদালতের অনুমত্যানুসারে
পার্থসারথী পাল (সেরেস্তাদার)
হুগলী ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত,
০১.০৮.২৫

বিজ্ঞপ্তি

পাওয়ার দাতা:- ১) দেবাংশু সরকার ২) সুমন্ত সরকার উভয়ের পিতা- স্বর্গীয় অজিত কুমার সরকার ৩) সোমা সরকার, স্বামী-বঙ্কুবিহারী সরকার (পিতা- স্বর্গীয় অজিত কুমার সরকার) সিনেমা রোড, বাঁকুড়া। পাওয়ার প্রহীতা:-শ্রী সঞ্জয় চন্দ, পিতা-শ্রী বীরেন চন্দ, সাং- কুমার ডাঙ্গা, ওন্দা, বাঁকুড়া। পাওয়ার নং-Book-1 এর 5521 D.S.R Bankura dated- 15/09/2023 পরিমান-১.২ শতক। দলিল নং-2989 date- 21/08/2025 A.D.S.R Onda, পরিমান-১.২ শতক। কোবালা গ্রহীতা-কুমার ডাঙ্গা দুর্গোৎসব কমিটির সম্পাদক বিবেকানন্দ সরকার, পিতা-মদন মোহন সরকার। কুমার ডাঙ্গা, ওন্দা, বাঁকুড়া। তপশীল-জেলা-বাঁকুড়া, মৌজা-কুমার ডাঙ্গা, জে.এল নং-১৪৫, L.R খতিয়ান-নং-১১/৩, দাগ নং-৩৮৭, বাস্তু পরিমান- .০২ শতক ও দাগ নং- ৩৮৮ বাস্তু পরিমান-০১ শতক, মোট পরিমান-১ শতক, ২০। উক্ত বিষয়ে দাতাগণের বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার এর পর ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L & L.R.O অফিস এর নিকট আপত্তি জানাইতে পারিবেন। অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

SANDIP DAS, Advocate, District Judge's Court, Bankura

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা অবগতির জন্য জানানো যায় যে আমার মক্কেল **কার্ত্তিক শীট** পিতা বাসুদেব শীট সাকিম- নামো আঁচুড়ী শালবনী বাঁকুড়া, ০৬/০৯/২০২৪ বাঁকুড়া D.S.R OFFICE এর ১০৫৫০২/২০২৪ নং কোবালা দলিল মূলে ১। **শ্রী সুধন পাল** ২। **শ্রী মাধব পাল** ৩। **শ্রী জগন্নাথ পাল** সর্বপিতা মনোহর পাল সর্বসাকিম- যোগেশপল্লী বাঁকুড়া। ৪। **শ্রীমতী মঞ্জু কারক** পিতা মনোহর পাল স্বামী শ্রী ধীরেন কারক সাকিম- মিথিলা, পোঃ- কেশিয়াকোল, থানা ও জেলা- বাঁকুড়া। ৫। **শ্রীমতী অপর্না নন্দী** পিতা ৺মনোহর পাল স্বামী শ্রী নির্মল চন্দ্র নন্দী সাকিম, পোঃ ও থানা- তালডাংরা, জেলা- বাঁকুড়া। ৬। **শ্রীমতী মনিকা পাল** পিতা শ্রী মদনমোহন কুণ্ডু ওরফে মদন কুণ্ডু স্বামী শ্রী মিওন পাল সাকিম- কাটজুড়িডাঙ্গা বাঁকুড়া, পোঃ- কেন্দুয়াডিহি, থানা ও জেলা- বাঁকুড়া। ৭। **শ্রীমতী রূপা আঠা** পিতা শ্রী মদনমোহন কুণ্ডু ওরফে মদন কুণ্ডু স্বামী শ্রী বিজয় আঠা সাকিম- কোদালিয়া, পোঃ- কোষ্ঠিয়া, থানা- বেলিয়াতোড়, জেলা- বাঁকুড়া। ৮। **শ্রীমতী সোমা দে** পিতা শ্রী মদনমোহন কুণ্ডু ওরফে মদন কুণ্ডু স্বামী শ্রী শ্যামল দে সাকিম- বিক্রমপুর, পোঃ- লোদনা, থানা- ওন্দা, জেলা- বাঁকুড়া। ৯। **শ্রী আকাশ শীট** পিতা শ্রী প্রদীপ শীট সাকিম- বড়কুড়া, পোঃ- গৌরীপুর, থানা ও জেলা- বাঁকুড়া। ১০। **শ্রীমত্যা মীরা কুন্ডু** স্বামী বিশ্বনাথ কুন্ডু ১১। **শ্রী দয়াময় কুন্ডু** ১২। **শ্রী রাজীব কুন্ডু** উভয়ের পিতা ৺বিশ্বনাথ কুণ্ডু ১০ নাগাদ ১২ নং দাতাগনের সাকিম ও পোঃ-শালবনী, থানা ও জেলা- বাঁকুড়া। ১৩। **শ্রীমতী কল্পনা কুণ্ডু** পিতা ৺বিশ্বনাথ কুন্ডু স্বামী শ্রী জয়দেব কুণ্ডু সাকিম-নতুনগ্রাম, পোঃ- বিহারজুড়িয়া, থানা- গঙ্গাজলঘাটী, জেলা- বাঁকুড়া। ১৪। **শ্রীমতী ঝুনু দে** পিতা বিশ্বনাথ কুন্ডু স্বামী শ্রী নবীন দে সাকিম- কাটজুড়িডাঙ্গা, বাঁকুড়া, পোঃ- কেন্দুয়াডিহি, থানা ও জেলা- বাঁকুড়া। ১৫। **শ্রীমত্যা শিবানী কুনড়** স্বামী শ্রী চৈতন্য কুনড় সাকিম- দোলদেড়িয়া, পোঃ-শালবনী, থানা ও জেলা- বাঁকুড়া। উক্ত ১ নাগাদ ১৫ নং দাতাগনের পক্ষে গত ইংরাজী ২৩/০৬/২০২৩ তারিখে বাঁকুড়া ডি.এস.আর অফিসের ১০৩৭৭১/২০২৩ নং রেঃকৃত আমমোক্তারনামা দলিল মূলে নিযুক্তীয় আমমোক্তার ও স্বয়ং ১৬। **শ্রী দেবু কুন্ডু** পিতা চৈতন্য কুণ্ডু জাতি হিন্দু ভারতীয় নাগরিক, পেশা- চাকুরী, সাকিম- দোলদেড়িয়া, পোঃ- শালবনী, থানা ও জেলা- বাঁকুড়া। আমমোক্তারনামা দলিল মূলে দ্বারা থানা ও জেলা বাঁকুড়া, আঁচুড়ী মৌজায় (জে.এল- ৫৬) ৫৪৮ ও ৭১৩ নং খতিয়ানভুক্ত হাল ৪৭৭২/৪৭৭২ নং দাগে মোট ০.০৬ একর, ৯৩৫/৪৭৮৩ নং দাগে মোট ০.০১০০৫ একর ৯৩৫/৫৪০৭ নং দাগে মোট ০.০৪ একর জমিন ক্রয় করিয়াছেন উক্ত জমিনে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকলে উপযুক্ত তথ্য প্রমান লইয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে বাঁকুড়া B.L & L.RO-1 অফিসে অভিযোগ জানাবেন অন্যথায় আমার মক্কেল তাহার নিজ নামে উক্ত দলিল বলে নাম পত্তন করাইবেন।

Sukumar Mallick (Advocate)
District Judge's Court, Bankura, E. No. 340/2001 of W.B

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমরা ১) জয়ন্ত সরকার, ২) সুব্রত সরকার উভয়ের পিতা-মৃত ভোলা সরকার সাং ও পোষ্ট-বীরনগর, থানা- তাহেরপুর, জেলা- নদীয়া, রাজ্য-পঃ বঃ স্থায়ী বাসিন্দা। বিগত ইং-১৯-০৭-২০১৯ ও ১৮-১০-২০১৯ তারিখে রানাঘাট-১ অফিসের রেজিষ্ট্রীকৃত IV 162, 163, 260 নম্বর আমমোক্তারনামা দলিল বলে তপন দাস, নারায়ন দাস, শম্ভু দাস, ভবানী মন্ডল দের নিকট হইতে J.L-১৯ নম্বর বীরনগর মৌজায় L.R দাগ নম্বর-3679, 3681 L.R খতিয়ান নম্বর 913, 2988, 1314, 3136 গুলিতে আমমোক্তার নিযুক্ত হয়ে উক্ত দাগগুলিতে আমরা তাহাদের পক্ষে হয়ে সম্পত্তি বিক্রি করছি, সেই সম্পত্তি ক্রেতার নামে রেকর্ড হলে কারো কোন আপত্তি থাকিলে উপযুক্ত নথি সহ রাণাঘাট-১ B.L&L.RO ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর-১ নং ব্লক ও কোতয়ালী থানার অধীন ৯৭ নং সোন্দা মৌজায় কৃষি খাতিয়ান ০৪ এ হাল দাগ ৯০১ তে ০৫ শতক জমি সাং কলুপাড়া ১ম লেন, পোস্ট- ঘূর্ণি, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়ার নিবাসী মৃত অজিত দে, পিতা মৃত রাসিক দে রায়াত মালিক ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি তিন পুত্র, তিন কন্যাকে ওয়ারিশ রেখে যান। উনার স্ত্রীও মৃত। তাহারা হলেন যথাক্রমে ১. অসিত দে ২. অখিল দে ৩. সুজিত দে, উভয়ের পিতা মৃত অজিত দে ৪. বীণা কুন্ডু, স্বামী কালিপদ কুন্ডু, সর্ব সাং- কলুপাড়া ১ম লেন, পোস্ট- ঘূর্ণি, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া ৫. শিবানী চ্যাটার্জী, স্বামী মৃত প্রদীপ চ্যাটার্জী, সাং- ঋষি বঙ্কিম সরণী, পোস্ট- ঘূর্ণি, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া ও ৬. মুক্তি দাস, স্বামী মৃত গৌতম দাস, সাং- গড়য়াপাতা মাঠপাড়া, পোস্ট- মামজোয়ান, থানা- তাহেরপুর, জেলা- নদীয়ার নিবাসী। উনাদের পিতা অজিত দে ১৯৮০ সালে কৃষ্ণনগর সদর জয়েন্ট সাব রেজিষ্টি অফিসে ৭৮৩৭ নং কবলা দলিলে ঐ সম্পত্তি খরিদ করে মালিক হন। মৃত অজিত দের ২ নং থেকে ৬ নং ওয়ারিশগণ তাহাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অসিত দে কে ঐ সম্পত্তির আমমোক্তার নিযুক্ত করেন কৃষ্ণনগর A.D.S.R OFFICE এ ০৩.০৮.২০১৬ তারিখে ১৬১ নং পাওয়ার দলিলে। অসিত দে ঐ ক্ষমতার বলে কৃষ্ণনগর A.D.S.R OFFICE এ ১১.০৯.২০২৪ তারিখে কৃষি খাতিয়ান ০৪ এর হাল দাগ ৯০১ থেকে যথাক্রমে সাং- নিকারীপাড়া লেন, পোস্ট- ঘূর্ণি, জেলা- নদীয়ার নিবাসী টুকু হরিজন, স্বামী সঞ্জয় হরিজনকে ৯২৭৮ নং ও ৯২৭৬ নং কবলা দলিলে ১.৬০ শতক ও ১.৬০ শতক করে মোট ৩.২০ শতক এবং ঐ একই ঠিকানায় নিরূপা হরিজন, স্বামী শ্যাম হরিজনকে ৯২৭৭ নং কবলা দলিলে ১.৬০ শতক বিক্রয় করেন। দলিলের বিবরণ:- আমমোক্তার দলিল ; ১৬১ ,বহি IV, KRISHNANAGAR A.D.S.R OFFICE, তারিখ ০৩.০৮.২০১৬ কবলা দলিল : ৯২৭৮ ও ৯২৭৬ (টুকু হরিজন) ও ৯২৭৭ (নিরূপা হরিজন), বহি-।, KRISHNANAGAR A.D.S.R OFFICE তারিখ ১১.০৯.২০২৪। বর্তমানে কবলা গ্রহীতাগণ উনাদের খরিদ করা ঐ সম্পত্তি নিজ নাম রেকর্ড করিতে ইচ্ছুক। এ বিষয়ে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে তাহারা কৃষ্ণনগর-১ নং B.L & L.R.O OFFICE এ আগামী ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন। অন্যথায় এ বিষয়ে আইন অনুসত্রে ব্যবস্থ্যা নেওয়া হবে।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি, শ্রী অর্দ্ধেন্দু মাইতি, পিতা- শ্রী ঋষিকেশ মাইতি, সাং ও পো:- ৩, জুখিয়া, থানা- ভূপতিনগর, জেলা- মেদিনীপুর, হাল সাং ও পো:- শ্রীমায়াপুর, থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৩১৩, পক্ষে বিগত ইং ১৬/০২/২০২৪ তারিখে I - 1772/2024 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে নিযুক্ত আমমোক্তার ১) সাবির সেখ, পিতা- মৃত মধু সেখ, ২) শ্রী বাবুসোনা ঘোষ, পিতা- শ্রী হারু ঘোষ, উভয়ের সাং- বামুনপুকুর বাগানেপাড়া, পো:- শ্রীমায়াপুর, থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৩১৩, ৩) শ্রী পলাশ ঘোষ, পিতা- শ্রী বনমালী ঘোষ, সাং- শ্রীনাথপুর, পো:- শ্রীমায়াপুর, থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৩১৩, মহাশয়গণ, উক্ত আমমোক্তারের থেকে বিগত ইং ১৩/১১/২০২৪ তারিখে I - 10053/2024 নং দলিল বলে কোবলা গ্রহীতা শ্রী প্রভাত গুঁই, পিতা- শ্রী পরেশ গুঁই, সাং- বাহিরদ্বীপ, পো:- রাজাপুর, থানা- ধুবুলিয়া, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১২৫, মহাশয়, মৌজা - ৯ নং বামনপুকুর, খতিয়ান নং - L.R. ৯০৫০, ৯০৬০, দাগ নং - R.S.& L.R. ৫৬/১৫৯৫, মোট ০২.৮৯ শতক জমি ক্রয় করেন, উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে নবদ্বীপ B.L.&L.R.O. অফিসে আপত্তি জানাবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল সাধন চন্দ্র পাল, পিতা- মৃত যতীন্দ্র চন্দ্র পাল, ৯২ নং কৃষ্ণনগর মৌজায় গত ইংরাজি ১০.০৮.২০২১ তারিখে কৃষ্ণনগর এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-৬৬২৯ নং আমমোক্তার বলে শ্রীমত্যা রাধা মন্ডল পক্ষে সুপ্রভাত সাহার নিকট হইতে ৯২ নং কৃষ্ণনগর মৌজায় এল.আর. ১৭১০৩/১ নং খতিয়ান হইতে এল.আর. ১৫৭৮৫ নং দাগে ০৩.৩০ শতক সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছে এবং উক্ত দাগ ও খতিয়ান হইতে নাম পত্তনের জন্য আবেদন করিবে। উক্ত খতিয়ানে বা আমমোক্তার নামায় কারোর কোন প্রকার আভিযোগ থাকলে অদ্য হইতে ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে এসে যোগাযোগ করিবেন।

Bidesh Pramanik, Advocate
KRISHNANAGAR JUDGE'S COURT

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি, শ্রী অর্দ্ধেন্দু মাইতি, পিতা- শ্রী ঋষিকেশ মাইতি, সাং ও পো:- ৩, জুখিয়া, থানা- ভূপতিনগর, জেলা- মেদিনীপুর, হাল সাং ও পো:- শ্রীমায়াপুর, থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৩১৩, পক্ষে বিগত ইং ১৬/০২/২০২৪ তারিখে I - 1772/2024 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে নিযুক্ত আমমোক্তার ১) সাবির সেখ, পিতা- মৃত মধু সেখ, ২) শ্রী বাবুসোনা ঘোষ, পিতা- শ্রী হারু ঘোষ, উভয়ের সাং- বামুনপুকুর বাগানেপাড়া, পো:- শ্রীমায়াপুর, থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৩১৩, ৩) শ্রী পলাশ ঘোষ, পিতা- শ্রী বনমালী ঘোষ, সাং- শ্রীনাথপুর, পো:- শ্রীমায়াপুর, থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৩১৩, মহাশয়গণ, উক্ত আমমোক্তারের থেকে বিগত ইং ০৮/০১/২০২৫ তারিখে I - 47/2025 নং দলিল বলে কোবলা গ্রহীতা শ্রীমতী সাগরিকা নন্দী, স্বামী- শ্রী স্বাক্ষীগোপাল মন্ডল, সাং- উত্তর আসাদা, পো: ও জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- মেদিনীপুর, পিন- ৭২১৪৪৩, মহাশয়া, মৌজা - ৯ নং বামনপুকুর, খতিয়ান নং - L.R. ৯০৬০, দাগ নং - R.S.& L.R. ৫২/১৫৭৬, মোট ৩.৩০ শতক জমি ক্রয় করেন, উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে নবদ্বীপ B.L.&L.R.O. অফিসে আপত্তি জানাবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি, শ্রী অর্দ্ধেন্দু মাইতি, পিতা- শ্রী ঋষিকেশ মাইতি, সাং ও পো:- ৩, জুখিয়া, থানা- ভূপতিনগর, জেলা- মেদিনীপুর, হাল সাং ও পো:- শ্রীমায়াপুর, থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৩১৩, পক্ষে বিগত ইং ১৬/০২/২০২৪ তারিখে I - 1772/2024 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে নিযুক্ত আমমোক্তার ১) সাবির সেখ, পিতা- মৃত মধু সেখ, ২) শ্রী বাবুসোনা ঘোষ, পিতা- শ্রী হারু ঘোষ, উভয়ের সাং- বামুনপুকুর বাগানেপাড়া, পো:- শ্রীমায়াপুর, থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৩১৩, ৩) শ্রী পলাশ ঘোষ, পিতা- শ্রী বনমালী ঘোষ, সাং- শ্রীনাথপুর, পো:- শ্রীমায়াপুর, থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৩১৩, মহাশয়গণ, উক্ত আমমোক্তারের থেকে বিগত ইং ২৪/১২/২০২৪ তারিখে I - 11737/2024 নং দলিল বলে কোবলা গ্রহীতা শ্রী বাবু মণ্ডল, পিতা- শ্রী পরেশ মণ্ডল, সাং- বাহিরদ্বীপ, পো:- রাজাপুর, থানা- ধুবুলিয়া, জেলা- নদীয়া,মহাশয়, মৌজা - ৯ নং বামনপুকুর, খতিয়ান নং - L.R. ৯০৫০, ৪৩৬৭, দাগ নং - R.S.& L.R. ৫৬/১৫৯৬, ৫২/১৫৭৬, ৫৬/১৫৯৫, মোট ৩.৩০ শতক জমি ক্রয় করেন, উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে নবদ্বীপ B.L.&L.R.O. অফিসে আপত্তি জানাবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর -১ নং ব্লক ও কোতয়ালী থানার অধীন ৯২ নং কৃষ্ণনগর মৌজায় কৃষি খতিয়ান ২৯৮৬৮ এর হাল দাগ ২৯৯৫ তে সাং ফকিরপাড়া লেন,পোস্ট কৃষ্ণনগর,থানা কোতয়ালী, জেলা নদীয়ার নিবাসী মহ লতিফ,পিতা মহ তছলিম ওরফে তসলিম সেখ ৭.১৭ শতকের মালিকানা আছেন। কৃষ্ণনগর A.D.S.R OFFICE এ ১৯৯৩ সালে ৪১৭৫ নং কবলা দলিলে ও ঐ অফিসে ১৯৯৬ সালে ৪২৯১ নং কবলা দলিলে ঐ সম্পত্তি খরিদ করেন। উনি সাং সতীশনগর, পোস্ট ভাতজাংলা, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়ার নিবাসী তরুণ সিংহরায়,পিতা মৃত শ্যামাপ্রসাদ সিংহরায়কে ঐ সম্পত্তির ১৬.০১.২০২৪ তারিখে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। তরুণ সিংহরায় ঐ ক্ষমতার বলে সাং- ফুলবাড়ী, পোস্ট- বানপুর, থানা- কৃষ্ণগঞ্জ, জেলা- নদীয়ার নিবাসী মলয় সিংহরায়, পিতা মৃত মদন মোহন সিংহরায়কে ০২.০২.২০২৪ তারিখে কৃষ্ণনগর D.S.R OFFICE এ ১১৬৮ নং কবলা দলিলে ৭.১৭ শতক জমি বিক্রয় করেন! দলিলের বিবরণ :- আমমোক্তার দলিল : ০৮/২০২৪ বহি IV, A.D.S.R KRISHNANAGAR, তারিখ ১৬.০১.২০২৪, কবলা দলিল : ১১৬৮/২০২৪, বহি নং-।, D.S.R OFFICE, তারিখ ০২.০২.২০২৪। বর্তমানে কবলা দলিল গ্রহীতা ঐ সম্পত্তি নিজ নামে রেকর্ড করিতে ইচ্ছুক! এ বিষয়ে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর- ১ নং B.L & L.R.O OFFICE এ যোগাযোগ করুন। অন্যথায় আইন অনুসারে ব্যবস্থ্যা নেওয়া হবে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৩ শে সেপ্টেম্বর। ৬ ই আশ্বিন। মঙ্গল বার। শারদীয়া দুর্গোৎসব দ্বিতীয়া তিথি। জন্মে কন্যা রাশি, অষ্টোত্তরী বুধের, ও বিংশোত্তরী চন্দ্র র মহাদশা। মৃতে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : অন্যের সহযোগিতা করা মহাপুণ্য। কিন্তু পুরো সময়টাই অন্যের প্রয়োজনে ব্যায় হলে-নিজের কাজ করবেন কি করে? অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের শুভ। বৈবাহীক জীবনে শুভ। গৃহবধূদের পারিবারিক শুভ। মন্ত্রঃ দূর্গা মন্ত্র।

বৃষ রাশি : আপনার সহজ সরলতা সমাজে প্রসংশিত হবে, এক মহালক্ষী যোগে আজ কিছু অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। যারা এন জি ও তে কাজ করেন তাদের জন্য শুভ।বাণিজ্যে শুভ। অর্থ বৃদ্ধির যোগ থাকলেও মঙ্গলের বিচ্ছেদ যোগে হয়তো, হ্রাস হতে পারে। দাম্পত্যে শুভ। মন্ত্রঃ শিব মন্ত্র। ত্রিপত্র বেলপাতা শুভ।

মিথুন রাশি : রোমান্টিক ভাব স্বজন বান্ধব দারা নিশ্চিতভাবে নতুন কিছু প্রাপ্তি। শুভ ব্যাক্তিকে নিয়ে জাগরিত করবেন, তবে কর্মে আলস্য থাকলে, জীবনে তা পিছিয়ে পড়বেন। কর্ম-ই প্রধান। দাম্পত্যে শুভ। প্রতিবেশীর সহযোগিতায় লাভ প্রাপ্তি। বান্ধব যোগে অতীব শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

কর্কট রাশি : সতর্কতা। পরিবারের কোনও স্বজন দ্বারা গুপ্ত শত্রুতা। কাহার বিষয়কে কেন্দ্র করে যোগাযোগ। নারী র সাথে আলোচনা ও সুন্দর ব্যবহারে কিছু প্রাপ্তি।রান্না বিষয়কে কেন্দ্র করে বিবাদ । শ্যালক দ্বারা উপকৃত। বান্ধব দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা কর্মে যোগাযোগে আনন্দ বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ দূর্গা মন্ত্র।

সিংহ রাশি : দাম্পত্য বিবাহীত জীবনে শান্তি লাভ প্রাপ্তি- ব্যাবসায়ীদের বড় অঙ্কের অর্থ প্রাপ্তিতে বাধা শনিদেব। সতর্ক থাকা শুভ। মুখগহ্বরের পীড়া কষ্ট বৃদ্ধি করবে। ডিভোর্স সংক্রান্ত বিষয়ে-স্বজনদের মতামত গুরুত্ব দেওয়া শুভ। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : বাণিজ্যে শুভ। উচ্চবিদ্যার্থীদের ক্ষেত্রে লাভ প্রাপ্তি। । বড় অঙ্কের অর্থ প্রাপ্তিতে মঙ্গলের বাধা চলছে। বান্ধব দ্বারা অসহযোগিতায় মানষিক কষ্ট বৃদ্ধি। শ্যালক দ্বারা চতুরতা-তে কর্মে ক্ষতি। বিশ্বাসভাজন হওয়ার জন্যে আত্মত্যাগ প্রয়োজন। মন্ত্রঃ কালী মন্ত্রঃ।

তুলা রাশি : তরল পদার্থ কেমিক্যাল ব্যাবসায়িদের অর্থ প্রাপ্তি। আজ শুভ দিন। তবে লটারীতে অর্থ নষ্টের ইঙ্গিত। সতর্কতা। পরিবারে বিবাদ-বিতর্ক। নতুন কর্মপ্রার্থীদের ধৈয্য ধরলে শুভ। বান্ধব দ্বারা সন্ধ্যার পর হঠাৎ সমস্যা তৈরী হওয়ার সম্ভাবনা। মন্ত্র মহাকালী মন্ত্রঃ শনিদেব মন্ত্রঃ।

বৃশ্চিক রাশি : ইন্সুরেন্সের কোন কাগজ পত্রাদি, দলিল হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। সতর্কতা। নিজ নামে নয় এমন সম্পত্তি থেকে আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ডিভোর্সের ভাবনা-দুঃশ্চিন্তা দেবে। মঙ্গলের প্রবল বাধা। আইনি বিড়ম্বনা। মন্ত্রঃ দেবী বগলা মা।

ধনু রাশি : গোপনীয়তা বজায় রাখতে হবে। ফ্ল্যাটটা কিনেছেন- বাস্তু তো অস্থিরতা-চঞ্চলতা বৃদ্ধি করছে। বান্ধব দ্বারা গুপ্ত শত্রুতা। ছলনাময়ী নারী দ্বারা অর্থ কষ্টের ইঙ্গিত। বিদ্যার্থীদের অমনোযোগে-বিদ্যা নষ্টর ইঙ্গিত। মন্ত্রঃ মহাকালী, গণেশ মন্ত্রঃ।

মকর রাশি : নৈরাশ্য হতাশা কিছুটা দুশ্চিন্তার জায়গায় থাকবে পরিবার-পরিজন এবং স্বজন বান্ধবদের সঙ্গে সতর্ক থাকুন। একা ভাবছেন কেন? আপনার পরিবারের সকলেই তো আছেন। যে বান্ধব নিজ উদ্যোগে আপনার পাশে-দাঁড়িয়েছেন তাকে তো সম্মান দিতেই হবে। মন্ত্রঃ মহাকালী।

কুম্ভ রাশি : আইনি বিষয়ে জটিলতা থাকবে আইনজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া শুভ। ডিভোর্স বিষয়ে দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। নতুন সম্পর্কে ও জটিলতা বৃদ্ধি। বৈবাহীক জীবনে শান্তি আজ বিঘ্নিত। আপনার অন্যকে সম্মান দেওয়া ব্যবহারটি ঈশ্বর কৃপাতে শুভ হবে। কর্মে নৈরাস্য-হতাশা।

মীন রাশি : আজকের দিনটা বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে চলতে হবে। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে শান্তি। বিদ্যায় শুভত্ব বৃদ্ধি। কর্মে নতুন যোগাযোগ। সন্ধ্যার পর সমস্যা বৃদ্ধি-হলেও সমাধান হবে। মন্ত্রঃ- শিবমন্ত্রঃ

(আজ শ্রী শ্রী শারদীয়া দুর্গোৎসব শুক্লা দ্বিতীয়া বিহিত তিথি)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

দুর্গাপুজোর লম্বা ছুটিতেও সক্রিয় থাকবে নবান্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন: মহালয়ার পর থেকেই শুরু হয়েছে দেবীপক্ষ। ইতিমধ্যেই কলকাতা ও শহরতলির বিভিন্ন পুজো মণ্ডপে ভিড় জমাতে শুরু করেছেন দর্শনার্থীরা। হাতে গোনা ক'টা দিন বাদেই বাঙালির প্রধান উৎসব দুর্গাপুজো। স্বাভাবিকভাবেই ছুটির আবহে ঢেকে যাচ্ছে রাজ্য প্রশাসনও।

নবান্ন সূত্রে খবর, সরকারি কর্মচারীদের জন্য ছুটি শুরু হবে ২৪ সেপ্টেম্বরের পর থেকে এবং তা চলবে ৮ অক্টোবর পর্যন্ত। মাঝের এই দীর্ঘ সময়ে অধিকাংশ সরকারি দপ্তরের কাজকর্ম থমকে যাওয়ার আশঙ্কা থাকলেও, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শীর্ষ প্রশাসনিক আধিকারিকরা আইনশৃঙ্খলা থেকে শুরু করে রাজ্যের সামগ্রিক পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখবেন। তবে উৎসব চলাকালীন উন্নয়নমূলক প্রকল্প যাতে ব্যাহত না হয়, সেজন্য ইতিমধ্যেই সব দপ্তরকে ২৪ সেপ্টেম্বরের মধ্যেই প্রয়োজনীয় অনুমোদন ও অর্থবরাদ্দের কাজ শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী এখন যেমন পুজো উদ্বোধনে ব্যস্ত, তেমনই শেষ মুহূর্তে মুখ্যসচিব মনোজ কুমার পন্থের সঙ্গে বৈঠক করে জরুরি তালিকা যাচাই করবেন। প্রয়োজন হলে অতিরিক্ত পদক্ষেপও নেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে দপ্তরগুলিকে আগেভাগেই প্রকল্পের কাজ এগিয়ে রাখার বার্তা দেওয়া হয়েছে।

হাওড়ার শরৎ সদনে অনুষ্ঠিত হল তারাসুন্দরী বালিকা বিদ্যাভবন (প্রাথমিক বিভাগ) এর বাৎসরিক অনুষ্ঠান 'বাজল ছুটির ঘন্টা'। এই অনুষ্ঠানে ছাত্রীদের গান, নাচ, ক্যারাটে, কৃতি ছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণ, অবশেষে ম্যাজিক শো আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ রায়, প্রসূন ব্যানার্জি, সুজয় চক্রবর্তী, দেবাংশু দাস, ব্রতেন দাস, সুলেখা পাঁজা (কর্মাধ্যক্ষ) সহ আরও অনেক বিশিষ্টজনেরা।

হাওড়ায় পুজোর মুখে গাঁজা উদ্ধার, ধৃত ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: দুর্গাপুজোর মুখে বড় সাফল্য পেল হাওড়া সিটি পুলিশ। সোমবার রাতে কোনা এক্সপ্রেসওয়েতে নাকা চেকিংয়ের সময় পুলিশের জালে ধরা পড়ল এক গাড়ি বোঝাই গাঁজা। সূত্রের খবর, প্রায় ৩৬ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়েছে তিনটি স্যুটকেস থেকে। গাড়িতে থাকা এক মহিলা-সহ তিনজনকে ঘটনাস্থলেই আটক করে পুলিশ। ধৃতদের নাম রূপা প্রামাণিক, শেখ রাইস উদ্দিন ওরফে রকি এবং গাড়িচালক রাজু বিশ্বাস।

চ্যাটার্জিহাট থানার পুলিশ ও হাওড়া সিটি পুলিশের পদস্থ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছন। উপস্থিত ছিলেন ম্যাজিস্ট্রেটও। তাঁর সামনেই গাঁজা ওজন করে বাজেয়াপ্ত করা হয়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, শিয়ালদহ থেকে ওই গাড়ি বোঝাই গাঁজা নিয়ে বাগনানের দিকে যাচ্ছিল অভিযুক্তরা। তবে তাদের পিছনে বড় কোনও চক্র রয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের বিরুদ্ধে মাদক পাচারের একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। তিনজনকেই হাওড়ার থানায় নিয়ে গিয়ে জেরা চলছে। কোন সূত্র ধরে এত বিপুল পরিমাণ গাঁজা শহরে ঢুকছিল, তা জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। পুজোর আগে এই বড় মাদক চক্র ভেঙে দেওয়াকে গুরুত্ব সহকারে দেখছে হাওড়া সিটি পুলিশ।

হাওড়ায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের প্রাক-পুজো মেলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: পুজোর আগে হাওড়ার গ্রামীণ মহিলাদের হাতে তৈরি পণ্যের প্রদর্শনী ও বিক্রির জন্য শুরু হল এক বিশেষ মেলা। হাওড়া জেলা গ্রামোন্নয়ন শাখা ও জেলা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে কালেক্টরেট ভবনের প্রাঙ্গণে ২২ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে চারদিনের এই অনুষ্ঠান।

সোমবার মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন হাওড়ার জেলাশাসক। উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাধিপতি, সহকারী সভাধিপতি, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষরা, অতিরিক্ত জেলা শাসক, প্রকল্প আধিকারিক এবং গ্রামোন্নয়ন শাখার আধিকারিকরা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসনের পাশাপাশি স্থানীয় বিশিষ্টজনেরাও অংশ নেন।

এই মেলায় মোট ১১টি স্টল বসেছে, যেখানে ৪০ জনেরও বেশি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য তাঁদের তৈরি নানা ধরনের পণ্য প্রদর্শন করছেন। হস্তশিল্প থেকে শুরু করে গ্রামীণ গৃহস্থালি সামগ্রী, পোশাক, অলঙ্কার এবং অন্যান্য ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যে সাজানো হয়েছে স্টলগুলি। উৎসবের আগে এই উদ্যোগ মহিলাদের আর্থিক স্বনির্ভরতা বাড়ানোর পাশাপাশি তাঁদের প্রতিভাকে বৃহত্তর পরিসরে তুলে ধরছে। জেলা প্রশাসনের বক্তব্য, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর পণ্য কেনার মাধ্যমে ক্রেতারা যেমন উপকৃত হবেন, তেমনই গ্রামীণ অর্থনীতিও শক্তিশালী হবে। তাই সকলকে মেলায় এসে এই প্রচেষ্টাকে সমর্থন করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

এই ধরনের মেলা মহিলাদের ক্ষমতায়ন এবং স্থানীয় সংস্কৃতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করছে হাওড়া জেলা প্রশাসন।

দেড় কোটির মাইল ফলক মেট্রোর

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুজোর আগেই কলকাতা মেট্রোর ভ্রমণকারী সংখ্যা তীব্র বৃদ্ধি পেয়েছে। ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১.৫ কোটি মানুষের বেশি যাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে, যা মেট্রোকে শহরের সবচেয়ে আরামদায়ক ও সুবিধাজনক পরিবহণ হিসেবে প্রমাণ করে। বিশেষ করে ২১ সেপ্টেম্বর, রবিবার, ৫.২১ লাখের বেশি যাত্রী মেট্রো ব্যবহার করেছেন। এর মধ্যে ব্লু লাইনে ৪.০৪ লাখ, গ্রিন লাইনে ১.১১ লাখ এবং ইয়েলো লাইনে ৪৮০০ জন যাত্রী ভ্রমণ করেছেন।

মেট্রো কর্তৃপক্ষ নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্ন সেবা নিশ্চিত করতে কাজ করছে। যাত্রীরা স্মার্ট কার্ড ও মোবাইল কিউআর টিকিট ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে, যা প্রি-পুজো ভিড় এড়াতে সাহায্য করবে। ১-২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৪৭,২৯৭ স্মার্ট কার্ড বিক্রি হয়েছে। পর্যটকরা ৩ ও ৫ দিনের ট্যুরিস্ট কার্ড ব্যবহার করে সীমাহীন ভ্রমণ সুবিধা নিতে পারবেন। যাত্রীদের সহায়তায় 'আমার কলকাতা মেট্রো' অ্যাপ ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

ট্যাংরায় অস্বাভাবিক মৃত্যু

■ ট্যাংরায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা। বহুতলের নিচ থেকে উদ্ধার তরুণীর দেহ। স্থানীয় সূত্রে খবর, ক্যানাল সাউথ রোডের আবাসনের ২৫ তলায় থাকতেন তরুণী গরিমা লোধ (২৯)। সোমবার সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ বিকট একটা শব্দ হয়। সেই শব্দ পেতেই ছুটে আসেন নিরাপত্তারক্ষীরা। নজরে আসে আবাসনের নিচে পড়ে আছে এক যুবতীর দেহ। রক্তে ভেসে যাচ্ছে আবাসনের চত্বর। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। সেখান থেকে দেহ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। সূত্রে খবর, গরিমা তাঁর পরিবারের সঙ্গেই ওই আবাসনে থাকতেন। বিয়ে না হওয়া নিয়ে বিব্রত ছিলেন গরিমা। অন্য নানা অশান্তিও চলছিল। তার জেরে গত কয়েকদিন ধরেই মানসিক অবসাদের শিকার ছিলেন। রবিবার রাতেও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বসে খাবার খান। তারপর নিজের ঘরে চলে আসেন। এরপরই ভোরবেলা জানলা থেকে ঝাঁপ দেন তিনি। এই সমগ্র ঘটনা সিসিটিভি ফুটেজ দেখে তা নিশ্চিত করা গিয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, রাতে নিজের ঘরে আসার পর গরিমার সঙ্গে আর কথা হয়নি তাঁর বাড়ির লোকজনের। এদিকে তরুণীর ঘর থেকে উদ্ধার হয়েছে আধ খাওয়া মদের বোতল ও কিছু সামগ্রী।

রেইকি করে হামলা

■ চারু মার্কেট থানার জিমে গুলি চালানোর ঘটনায় পুলিশ তদন্তে জানতে পেরেছে, রেইকি করে হামলা চালানো হয়েছিল ওই জিমে। কীভাবে গুলি চালিয়ে কোথা থেকে পালাতে হবে, তা পরিকল্পনা করা ছিল বলে সূত্রের খবর। কারণ, জিমের কাছে একটি নির্জন এলাকা দিয়ে সিসি ক্যামেরার আওতায় নেই সেই জায়গা দিয়ে পালায় দুষ্কৃতীরা, তদন্তে এমনটাই জানতে পেরেছে পুলিশ। পাশাপাশি দুপুরের সময় বেছে নিয়েছিল দুষ্কৃতিরা, কারণ ওই সময় লোক কম থাকে। কিন্তু মেঝেতে কেন গুলি, তা নিয়েই ধোঁয়াশা রয়েছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, জিমের মালিক জয় শৌচাগার থেকে আসার আগে গুলি মাটিতে করে পালায় দুষ্কৃতীরা। পরিকল্পনা করে ভয় দেখানোর জন্যই গুলি বলে প্রাথমিকভাবে মনে করছে পুলিশ। প্রসঙ্গত, মহালয়া অর্থাৎ রবিবার দুপুর সাড়ে ১২টার সময় চারু মার্কেট এলাকায় ওই জিমে দুটি বাইকে করে আসেন চার দুষ্কৃতী। সিঁড়ি দিয়ে উঠে সোজা চলে যান দোতলার জিমের রিসেপশনে। সেখানে থাকা মহিলার কাছে খোঁজ নেন জিমের মালিক জয় সম্পর্কে। জয় তখন পাশের একটি ঘরে ছিলেন। এরপর আচমকাই শোনা যায় গুলির শব্দ। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, পরপর দু'রাউন্ড গুলি চালিয়ে বাইকে চেপে ফিরে যান তাঁরা। এদিকে চারু মার্কেট থানা থেকে মাত্র ২৮০ মিটারের মধ্যেই রয়েছে এই জিম। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে যায় পুলিশবাহিনী।

উদ্ধার যুবকের দেহ

■ কলকাতায় পুজোর আবহের মধ্যে চলল গুলি। এরপর সোমবার গার্ডেনরিচে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় উদ্ধার হল এক যুবকের দেহ। সূত্রে খবর, গার্ডেনরিচে ডিসি পোর্টের অফিসের কাছেই এই ঘটনা ঘটেছে। এদিন সকাল ৯টা ৪০ মিনিটে নাগাদ গুলির শব্দ শোনা যায়। এরপরেই ফুটপাতে রক্তাক্ত অবস্থায় ওই ব্যক্তিকে মাথায় গুলি লাগা অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। বছর তিরিশের ওই ব্যক্তির কাছে একটি কালো ব্যাগও পাওয়া গেছে। উদ্ধার হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্রও। এরপর তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে ওই ব্যক্তিকে মৃত ঘোষণা করা হয়। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশের বিশাল বাহিনী ও ডিসি পোর্ট। কেউ যুবককে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছে, না যুবক আত্মঘাতী হয়েছে, তা নিয়ে রয়েছে প্রশ্ন। উদ্ধার হয়েছে একটি রিভলভার। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, ওই যুবককে খুন করে তাঁর হাতে অস্ত্র ধরিয়ে পালিয়েছে দুষ্কৃতীরা। যাতে এই ঘটনাকে আত্মহত্যা মনে হয়। অথবা ওই যুবক সত্যিই আত্মহত্যা করে থাকতে পারেন। দুই ক্ষেত্রেই প্রশ্ন উঠছে, অস্ত্র এল কোথা থেকে?

সম্ভাব্য ১ অক্টোবরে উচ্চমাধ্যমিকের সেমেস্টারের রেজাল্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ১ অক্টোবরের আশপাশেই প্রকাশিত হবে এবারের উচ্চমাধ্যমিকের প্রথম সেমেস্টারের পরীক্ষার ফল। সোমবার সাংবাদিক বৈঠকে এমনটাই জানালেন উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য। তবে এর পাশাপাশি ইঙ্গিতও দিয়ে রাখলেন কয়েকদিন আগে পিছু হতে পারে এই ফল প্রকাশের তারিখ। তবে ফল আগে প্রকাশ হওয়ার সম্ভবনা যে বড়ই কম তার ইঙ্গিত মিলল এদিনই। তবে এটা জানান, খুব দ্রুত রেজাল্ট প্রকাশিত হবে। ৩৮ থেকে ৩৯ লক্ষ ওএমআর রয়েছে। ইতিমধ্যে ওএমআর দেখার কাজ চলছে। কেন্দ্রীয়ভাবে কলকাতায় দেখা হচ্ছে।

এদিকে সংসদের তরফে এও জানানো হয়েছে, ২৫ সেপ্টেম্বর নিজেরা বৈঠকে বসবেন সংসদের আধিকারিকরা। আরও কীভাবে নিজেদের কাজকর্মকে উন্নত করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা করা হবে। এই প্রসঙ্গে সংসদ সভাপতি এওবলেন, 'কোথাও কোথাও আমাদের ছোট ছোট বিষয় পরিমার্জন করতে হবে। কোথায় কী কী রয়েছে, তারপরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

এদিকে সংসদের তরফে এও জানানো হয়েছে, বায়োলজির যে দুটি প্রশ্ন নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল, তা যদি কেউ উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেন, তাহলে নম্বর দেওয়া হবে। এই প্রথম নতুন পদ্ধতিতে হল উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। সেমিস্টার সিস্টেমে। সংসদের তরফে জানানো হয়েছে, সেমিস্টার সিস্টেমে পরীক্ষার চাপ কম। তাই অনুপস্থিত পরীক্ষার্থীর সংখ্যাও অনেকটা কমেছে। এবছর 'অনলাইন অ্যাটেনডেন্স সিস্টেম' চালু করা হয়েছে।

সবমিলিয়ে পরীক্ষার্থী ৬ লক্ষ ৬০ হাজার ৩৪৩। তাদের মধ্যে ছেলে পরীক্ষার্থী ২ লক্ষ ৯০ হাজার ৪০৭ জন। মেয়ে ৩ লক্ষ ৬৯ হাজার ৯৩৫ জন। ৯৮.৪২ শতাংশ পরীক্ষায় বসেছে। সব মিলিয়ে অনুপস্থিত ছিল ১০ হাজার ৪৩৭ জন পরীক্ষার্থী।

পাশাপাশি সংসদের তরফে জানানো হয়েছে, ১২ দিনের পরীক্ষায় মাত্র ২ জন মোবাইল নিয়ে ধরা পড়েছে পরীক্ষার হলে। ফিজিক্স পরীক্ষার দিন জগৎবল্লভপুর হাই স্কুলের ছাত্রী মোবাইল নিয়ে ধরা পরে তার পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। পলিটিক্যাল সায়েন্সের পরীক্ষায় নদিয়ার এক ছাত্র মোবাইল ফোন নিয়ে ধরা পড়ায়, তার পরীক্ষা বাতিল হয়েছে। এছাড়া সন্তোষপুর হাইস্কুলের এক ছাত্রী দুর্ব্যবহার করার জন্য পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। বিগত দুই বছরের তুলনায় এটা অনেক কম। ২০২৪ সালের তুলনায় এই সংখ্যাটাও অনেকটাই কম। সংসদের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, ওএমআর শিট নিয়ে খুব ভালোভাবে পরীক্ষা দিয়েছে পরীক্ষার্থীরা। কোনও সমস্যা হয়নি।

পাঁচ বছরের শিশুকে অপহরণ করে ফ্ল্যাটে লুকিয়ে রাখার অভিযোগ

গ্রেপ্তার নামী কলেজের অধ্যাপিকা-সহ তিন মহিলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, দমদম: তিনদিনের মধ্যেই সিঁথির শিশু অপহরণ কাণ্ডের কিনারা করল কলকাতা পুলিশ। নিখোঁজ পাঁচ বছরের শিশুকে উদ্ধার করা হয়েছে কসবার একটি ফ্ল্যাট থেকে। এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে গ্রেপ্তার করা হয়েছে শহরের একটি নামী কলেজের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপিকা-সহ তিন মহিলাকে।

প্রসঙ্গত, দিন তিনেক আগে সিঁথি এলাকার এক বাসিন্দা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন যে, খেলার সময় তাঁর পাঁচ বছরের কন্যাকে অজ্ঞাতপরিচয় কেউ তুলে নিয়ে গিয়েছে। এই অভিযোগ পেয়ে শিশুটির খোঁজে তদন্তে নামে পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর মেলে যে, কসবার একটি ফ্ল্যাটে শিশুটিকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। এরপরেই ওই ফ্ল্যাটে অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করা হয় শিশুটিকে। ঘটনাস্থল থেকে গ্রেপ্তার হন ৫২ বছরের অরুণিমা চন্দ, তাঁর আত্মীয়া ৪৪ বছরের অনুপমা চন্দ এবং ২০ বছরের অনুষ্কা চন্দ চৌধুরী।

লালবাজার সূত্রের খবর, অভিযুক্ত অরুণিমা কলকাতার একটি নামী কলেজের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপিকা। পুলিশি জেরায় তাঁর দাবি, তিনি ফুটপাথের শিশুদের আশ্রয় দেন ও নিজের কাছে রেখে বড় করে তোলেন। একই উদ্দেশ্যে তিনি ওই পাঁচ বছরের শিশুটিকেও নিজের ফ্ল্যাটে নিয়ে এসেছিলেন। তাঁর বক্তব্য, কারওকে বন্দি বা নির্যাতন করা হয়নি বরং শিশুটির ভবিষ্যতের কথা ভেবেই তিনি এই কাজ করেছেন।

এদিকে পুলিশের বক্তব্য, অধ্যাপিকার দাবি

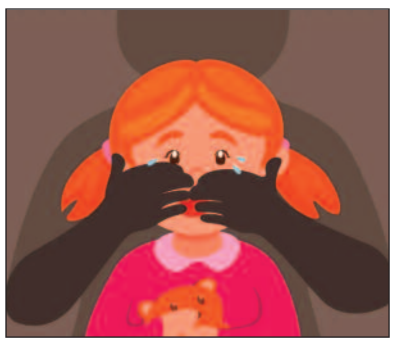

কতটা বিশ্বাসযোগ্য, তা এখনই বলা সম্ভব নয়। শিশুটিকে ফ্ল্যাটে আটকে রাখার বিষয়টি উপেক্ষা করা যায় না। তদন্তকারীরা মনে করছেন, শিশুটিকে নিয়ে আসার কারণ দর্শাতে ওই অধ্যাপিকা যে দাবি করেছেন, তার আড়ালে অন্য কোনও উদ্দেশ্য লুকিয়ে থাকতে পারে। সেই কারণেই অভিযুক্তদের জেরা করে প্রকৃত সত্য উদঘাটনের চেষ্টা চালাচ্ছেন তাঁরা।

এই প্রসঙ্গে কলকাতা পুলিশের ডিসি (উত্তর) দীপক সরকার জানান, 'অভিযুক্তদের বক্তব্য খতিয়ে দেখা হচ্ছে। শিশুটি সুস্থ আছে। এই ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।'

একইসঙ্গে পুলিশ কর্তা এও জানান, এই ঘটনায় ওই অধ্যাপিকা-সহ মোট তিনজনকে প্রাথমিকভাবে জেরা করার পর তদন্তকারী আধিকারিকেরা জানান, ধৃতদের মধ্যে অরুণিমা চন্দের কথাবার্তায় বিস্তর অসঙ্গতি রয়েছে। এর পাশাপাশি তদন্তকারী আধিকারিকেরা এও জানান, গ্রেপ্তারির পরেই মহিলা পুলিশকর্মীরা ওই অধ্যাপিকাকে গোটা বিষয়টি জানাতে বললে, তিনি একেকবার একেক রকমের উত্তর দিয়ে তদন্তকারীদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন। কারণ, ধৃত অরুণিমা একসময় বলছেন যে তিনি ওই শিশুকে শুধুমাত্র উদ্ধারের জন্য তাকে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে এসে কসবার নিজের ফ্ল্যাটে রেখেছিলেন। আবার একসময়ে তিনি দাবি করেন যে, তাঁর সন্তানের প্রয়োজন ছিল, সেজন্যই তিনি শিশুটিকে নিজের কাছে রেখেছিলেন।

কিন্তু এবিষয়ে তদন্তকারীদের দাবি, একজন অধ্যাপিকার যদি সন্তানের চাহিদা থাকে, সেক্ষেত্রে তিনি আইনসম্মত ভাবে সন্তান দত্তক নিতে পারতেন। একজন শিক্ষিত মহিলা হিসেবে এক্ষেত্রে তাঁর এই কাজ করা উচিত হয়নি। পাশাপাশি তদন্তকারীদের দাবি, এই ঘটনায় বাকি যাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যখন তাঁরা জানতে পারলেন শিশুকে অধ্যাপিকা তুলে নিয়ে এসেছেন তখন তাঁরা কেন বিষয়টিকে প্রশ্রয় দিলেন? কেন তাঁরা বিষয়টি পুলিশকে জানালেন না? আর এখানেই বড় প্রশ্নচিহ্ন তৈরি হয়েছে, তাহলে গোটা ঘটনার নেপথ্যে কোনও অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র কাজ করছে? এরই উত্তর পেতে ধৃতদের নিজেদের হেপাজতে নেওয়ার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট অধ্যাপিকার মানসিক কোনও সমস্যা রয়েছে কি না, তা জানার জন্য তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে তদন্তকারীরা যোগাযোগ করবেন বলে জানা গিয়েছে।

বেটিং অ্যাপ নিয়ে সচেতনতার বার্তা মিমির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ইডির তলবের পর সোশ্যাল মিডিয়ায় বেটিং অ্যাপ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ পোস্ট তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ তথা অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তীর। অভিনেত্রী বাংলা ও ইংরেজিতে পোস্ট করে লেখেন, 'আমি আজ আপনাদের কাছে একটি অনুরোধ করছি এবং এই বিষয় নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে আহ্বান জানাচ্ছি।' এর পাশাপাশি তিনি এও লেখেন, 'ভারত সরকার সমস্ত ধরনের রিয়েল মানি গেমিং অ্যাপস ভারতে নিষিদ্ধ করেছে। এর মধ্যে অনুমতিহীনভাবে পরিচালিত অবৈধ বেটিং সাইটগুলিও অন্তর্ভুক্ত। আমি সবাইকে অনুরোধ করব এমন অবৈধ অ্যাপ থেকে দূরে থাকুন যা জুয়া বা বেটিংয়ের মতো কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত। এই ধরনের অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে তথ্যের চুরি, সাইবার হামলা ও অন্যান্য সাইবার প্রতারণার শিকার হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আমি কোনওভাবেই এমন কোনও ব্র্যান্ডের সঙ্গে যুক্ত নই যারা এই ধরনের কার্যকলাপকে প্রচার করে। সোশ্যাল মিডিয়ায় বা অন্য কোনও মাধ্যমে কোনও ধরনের বিজ্ঞাপন বা প্রচারে যদি আমার নাম বা ছবি ব্যবহার করা হয়, তা সম্পূর্ণভাবে অনুমতিহীন।' এর পাশাপাশি তিনি এও লেখেন, 'দয়া করে এই বার্তাটি ছড়িয়ে দিন এবং এই ধরনের অ্যাপ্লিকেশন থেকে নিজে দূরে থাকুন এবং অন্যকেও সচেতন করুন।'

উল্লেখ্য, চলতি সপ্তাহের সোমবার দিল্লির ইডি দপ্তরে হাজিরা দেন মিমি চক্রবর্তী। অবৈধ বেটিং অ্যাপে আর্থিক তছরুপ মামলায় জিজ্ঞেসাবাদের জন্য তলব করা হয় তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ তথা অভিনেত্রীকে। কারণ, যাদবপুরের প্রাক্তন সাংসদ নির্দিষ্ট কিছু অনুমোদন এবং আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে এই বেটিং অ্যাপের সঙ্গে যুক্ত বলে জানতে পেরেছে ইডি। সেই কারণেই

তাঁকে ইডি দপ্তরে সশরীরে হাজির হতে বলা হয়। ডাক পরেছিল অভিনেতা অঙ্কুশের। একই মামলায় তলব করা হয়েছিল বলিউড অভিনেত্রী ঊর্বশী রাউতেলাকেও। ইডি সূত্রে খবর, একটি অবৈধ বেটিং অ্যাপের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি মামলায় মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন (পিএমএলএ)-এর অধীনে মিমির বয়ান রেকর্ড করা হয়।

কাঁধে চেপে...। বনেদি পরিবারের রীতি অনুযায়ী আজও মা দুর্গার প্রতিমা কুমোরটুলি থেকে কাঁধে করে বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয়। চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ে অদিতি সাহার তোলা ছবি।

কলকাতা শহর পুরোটাই গুলশন কলোনিতে পরিণত হয়েছে: অর্জুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: দেবীপক্ষের শুরুতেই সোমবার সকালে যুবকের গুলিবিদ্ধ দেহ উদ্ধার গার্ডেনরিচে। এই গুলি কাণ্ড নিয়ে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংয়ের প্রতিক্রিয়া, মমতার সরকার অপরাধ দমনে পুরোপুরি ব্যর্থ। তাঁর দাবি, কলকাতা শহর পুরোটাই গুলশান কলোনিতে পরিণত হয়েছে। আর বঙ্গের পুলিশ বড্ড অসহায়। পুলিশের হাতে পিস্তল থাকে। অথচ পিস্তলে গুলি থাকে না। প্রাক্তন সাংসদ আরও দাবি করেন, উল্টে অপরাধীদের হাতে পিস্তল আছে এবং তাতে গুলিও আছে। হাতে বোমাও আছে। ওরা মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ করছে। আর লোকেদের মারছে। প্রসঙ্গত, বাংলার পুলিশকে একেবারে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সঙ্গে তুলনা করে থাকেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও বিজেপি নেতা অর্জুন সিং কটাক্ষের সুরে বলেন, সত্যি কথা বলতে স্কটল্যান্ড পুলিশ 'বিগ জিরো'। মমতা ব্যানার্জি পুলিশের মেরুদণ্ড পুরো ভেঙে দিয়েছেন। তাঁর কথায়, এখন তো বাংলায় সিভিক ভলান্টিয়ার প্রশাসন চালাচ্ছে। দুষ্কৃতীরা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। আর মমতা ব্যানার্জি তামাশা দেখছেন। তাঁর সংযোজন, পিতৃপক্ষের মধ্যেই মমতা ব্যানার্জি হিজাব পরে দুর্গাপুজোর উদ্বোধন করছেন। এটাই ওনার কাজ। আগামীদিনে বাংলার মানুষ এর জবাব দেবে।

দুর্গোৎসবে সেরার খোঁজে শুরু 'উৎকর্ষে আরোহণ' শারদ সম্মান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের দুর্গোৎসব মানেই শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, বরং শিল্প, সৃজনশীলতা আর সামাজিক বার্তার এক বিশাল মঞ্চ। সেই মঞ্চকেই স্বীকৃতি দিতে এ বছরও শুরু হল 'উৎকর্ষে আরোহন' শারদ সম্মান। সোমবার কলকাতায় কেক কেটে উদ্বোধন হল সেরা পুজো বাছাইয়ের এই মর্যাদাপূর্ণ যাত্রার।

এবার মোট ৫৫০টি পুজোর মধ্যে থেকে অভিনব থিম, প্রতিমার শৈল্পিকতা, আলোকসজ্জার নতুনত্ব এবং সামাজিক বার্তার প্রাসঙ্গিকতাকে ভিত্তি করে নির্বাচন করা হবে শ্রেষ্ঠ পুজোগুলিকে। বিচারকের আসনে রয়েছেন ভাস্কর বিমল কুণ্ডু, চিত্রশিল্পী সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়, শিল্প বিশ্লেষক মধুছন্দা সেন, পর্বতারোহী দেবাশীষ বিশ্বাসসহ একাধিক বিশিষ্টজন। উদ্যোক্তা অনুপম মজুমদার জানিয়েছেন, ৯টি দলে ভাগ হয়ে ১৫ জন বিচারক প্রতিদিন প্রায় ১৫০টি মণ্ডপ পরিদর্শন করবেন।

বিমল কুণ্ডুর বক্তব্যে প্রতিফলিত হয়েছে উৎসবের সামাজিক তাৎপর্য, শিল্পকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার সবচেয়ে বড় সুযোগ হল দুর্গোৎসব। শুধু বড় বাজেট নয়, ছোট বাজেটের পুজোকেও এখানে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়, যা এই সম্মানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। উৎসবের আগেই বিজয়ীদের নাম ঘোষণা হবে। উদ্যোক্তাদের মতে, 'উৎকর্ষে আরোহন' শুধুই পুরস্কার নয়, এটি বাংলার দুর্গোৎসবের শিল্পভাবনা ও সামাজিক বার্তার মূল্যায়নের এক গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি।

বউবাজার বিস্ফোরণ মামলায় খালিদের মুক্তির আবেদন খারিজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বউবাজার বিস্ফোরণ মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত মহম্মদ খালিদকে মুক্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে সিঙ্গেল বেঞ্চের নির্দেশ খারিজ করল বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চ। এর পাশাপাশি ওই অভিযুক্ত মুক্তির আবেদন করলে তা বিবেচনার নির্দেশ রাজ্যকে দেয় ডিভিশন বেঞ্চ।

প্রসঙ্গত, ১৯৯৩ সালের ১৬ মার্চ গভীর রাতে ২৬৭ বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিটের দোতলা বাড়িটি ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণে গুঁড়িয়ে যায়। বিস্ফোরণের ঘটনায় ৬৯ জনের মৃত্যুও হয়। সেই মামলায় একদা কলকাতার সাট্টা কারবারের 'বেতাজ বাদশা' রশিদ খানের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। বলা হয়, রশিদ খানের কাছে যে পরিমাণ বিস্ফোরক ছিল, তা গোটা কলকাতা উড়িয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। মহম্মদ খালিদ সেই

রশিদেরই ছায়াসঙ্গী। ওই মামলায় তাঁকেও যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয় আদালত। কয়েক বছর আগে খালিদ জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার দাবিতে রাজ্য সরকারের 'সেনটেন্স রিভিউ বোর্ডে' আবেদন করে। তবে সেই আবেদন খারিজ হয়ে যায়। এরপরই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় খালিদ। এরপর গতবছর রাজ্যের আবেদন মেনে মুক্তির নির্দেশে সাময়িক স্থগিতাদেশ দেয় প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। পরে সেই মামলা যায় বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চে। এবার সেই মামলা খারিজ করল বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চ।

রূপং দেহি, জয়ং দেহি...। ভিক্টোরিয়ায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে দীক্ষামঞ্জরীর উপস্থাপনা। নৃত্য পরিবেশন করছেন ডোনা গাঙ্গুলি।

ভিডিও দেখিয়ে একাধিকবার ধর্ষণ, পলাতক অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভিডিও দেখিয়ে একাধিকবার ধর্ষণ। তার জেরে গর্ভবতী হয়ে পড়লেন যুবতী। এরপর পুলিশে অভিযোগ দায়ের হতেই পলাতক যুক ও তার সঙ্গীরা। ঘটনাস্থল আনন্দপুর। সূত্রে খবর, সোশ্যাল মিডিয়াতে যুবতীর সঙ্গে পরিচয় হয় যুবকের। সেখান থেকে বন্ধুত্ব। তারপরই যুবতীকে বিয়ের প্রস্তাব যুবকের। অভিযোগ, যুবতী বিয়ে করতে অস্বীকার করার পরই তাঁকে ঠান্ডা পানীয়ে মাদক জাতীয় কিছু খাইয়ে অজ্ঞান করে ধর্ষণ করা হয়। আর এই ধর্ষণের ভিডিও করে রাখা হয়। পরে সেই ভিডিও দেখিয়ে একাধিকবার ধর্ষণ করা হয় যুবতীকে। এরপর যুবতী আনন্দপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগ দায়েরের পর থেকেই অভিযুক্ত যুবক ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা পলাতক।

আনন্দপুরের বাসিন্দা ওই যুবতী জানান, অভিযুক্ত যুবকের বাড়ি মেটিয়াবুরুজে। তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্ব হওয়ার পর যুবকের বাড়ির লোকজন যুবতীর বাড়ি এসেছিলেন। বিয়ের প্রস্তাব দেন। কিন্তু, যুবতী পরিবারের পাশে দাঁড়াতে চেয়ে এখনই বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি বিয়ে করতে রাজি না হওয়ার পর যুবক আনন্দপুরের একটি জায়গায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান। সেখানেই ঠান্ডা পানীয়র সঙ্গে মাদক জাতীয় কিছু খাইয়ে তাঁকে অজ্ঞান করে দেন। যুবতীর অভিযোগ, অজ্ঞান অবস্থায় তাঁকে ধর্ষণ করা হয় এবং ভিডিও করা হয়।

সেই ভিডিও দেখিয়ে ব্ল্যাকমেল করা হয় তাঁকে। একাধিকবার ধর্ষণ করা হয়। গর্ভবতী হয়ে পড়েন ওই যুবতী।

বিষয়টি যুবকের বাড়িতে জানান যুবতী। অভিযোগ, যুবতীকে মেটিয়াবুরুজে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখে অভিযুক্ত যুবকের পরিবার। জোর করে গর্ভপাতও করানো হয়। পাশাপাশি চলে শারীকির অত্যাচারও। গায়ে দেওয়া হয় সিগারেটের ছ্যাঁকাও। যুবতীর আরও অভিযোগ, তাদের কেউ কিছু করতে পারবে না বলে ওই যুবকের পরিবার তাঁকে হুমকিও দেয়।

আর গর্ভপাতের পর ওই যুবতীকে ছেড়ে দেয় অভিযুক্ত যুবকের পরিবার। এরপর গত ১৫ সেপ্টেম্বর আনন্দপুর থানায় যুবতীর পরিবার অভিযোগ দায়ের করে। অভিযুক্তের খোঁজে মেটিয়াবুরুজে যায় পুলিশ। কিন্তু, পুলিশ দেখতে পায় অভিযুক্ত যুবক ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা পলাতক।

সম্পাদকীয়

বেআইনি টোটোর দৌরাত্ম্য ঠেকাতে কড়া পদক্ষেপ দরকার ছিল

একের পর এক দুর্ঘটনা।প্রাণহানি থেকে শুরু করে বেপরোয়া টোটোচালক, বেলাগাম ভাড়া, যত্রতত্র রুট, যাত্রী হয়রানি, ট্রাফিক আইনের তোয়াক্কা না করে জাতীয় ও রাজ্য সড়কে টোটোর দৌরাত্ম্য। সব মিলিয়ে গত কয়েক বছরে অতিষ্ঠ আম জনতা। অবশেষে এতদিনে হুঁশ ফিরল প্রশাসনের। শারদোৎসবের মুখে টোটো চলাচলের জন্য কঠোর নীতি কার্যকর করল রাজ্য। পরিবহণ দফতরের তরফে প্রকাশিত ১১ পাতার বিজ্ঞপ্তিতে রাজ্যের টোটো নীতি ঘোষণা করা হয়েছে। সব দেখেশুনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে রাজ্যবাসী। এখানে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, এ বার থেকে নির্দিষ্ট রুট ছাড়া চলতে পারবে না এই তিন চাকার যান। সরকারি তথ্যই বলছে এতদিন ধরে শহর, মফসঃসল ও গ্রামাঞ্চলে যে সব টোটো চলছে তার প্রায় সবই বেআইনি। এই বেআইনি কারবারে এবার রাশ টানতে উদ্যোগী হল প্রশাসন। নির্দিষ্ট রুটের পাশাপাশি টোটো চালানোর জন্য জেলা স্তরে রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। প্রতিটি গাড়িকে দেওয়া হবে নির্দিষ্ট নম্বর প্লেট, তাতে থাকবে কিউআর কোড। স্ক্যান করলেই বোঝা যাবে এটি কোন রুটের। এক ব্যক্তির নামে একাধিক টোটোর রেজিস্ট্রেশন করা যাবে না। থাকলে তা বাতিল হবে। জাতীয় ও রাজ্য সড়কে আর কোনও টোটো চলতে দেওয়া হবে না। এতদিন পর্যন্ত টোটো থেকে কোনও রাজস্ব আসত না সরকারের। নয়া নির্দেশে প্রতি বছর এই যানের জন্য বার্ষিক কর দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ফলে রাজস্ব বাবদ আয়ও বাড়বে সরকারের। তবে আগামীদিনে টোটোকে পুরোপুরি তুলে দিয়ে এর বদলে ধীরে ধীরে ই-রিকশা নামানোর জন্য সময় দেওয়া হবে টোটোমালিকদের। তবে পরিবহণ দফতর তাড়াহুড়ো করে এখনই তা কার্যকর করতে নারাজ। সম্প্রতি এক বৈঠকে পরিবহণ দফতর, জেলা প্রশাসন, পুরসভা, টোটো ইউনিয়ন ও পুলিশকে নিয়ে আলোচনা করে আপাতত এভাবে গোটা বিষয়টিকে নিয়ন্ত্রণে আনার প্রস্তাব চূড়ান্ত করা হয়েছে। এখন দেখার এর ফলে টোটোর দৌরাত্ম বাস্তবে কতটা কমে। নাকি পুরোটাই লোকদেখানো।

শব্দবাণ-৩৯৬

১	■	২				
	■		■	■	■	■
	■	৩		৪		৫
	■		■		■	
৬					■	
■	■	■	■		■	
৭					■	

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. কুমোর ৩. প্রখর তাপ ৬. তটস্থ ৭. নানারকম ব্যয়।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. পুনর্জীবনপ্রাপ্তি ২. চোখের তারা ৪. ইস্তাহার,ঘোষণাপত্র ৫. আনন্দে উৎসাহিত।

সমাধান: শব্দবাণ-৩৯৫

পাশাপাশি: ১. তরাজ ২. ছুতোর ৫. সমর ৮. নিকুচি ৯. অয়ন।

উপর-নীচ: ১. তল্লাশি ৩.রয়না ৪. ঐমত ৬. বন্ধুনি ৭. চলন।

জন্মদিন

আজকের দিন

কুমার শানু

১৯৪৩ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী তনুজার জন্মদিন।
১৯৫৭ বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী কুমার শানুর জন্মদিন।
১৯৭০ বিশিষ্ট চিত্র পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন।

বাংলার তন্ত্রে দুর্নীতির রন্ধ্রে আদালতই ভরসা

সুবীর পাল

সবই যে তাঁরই অনুপ্রেরণা। আজকের বাংলার ভাগ্যাকাশে বাজলো তোমার আলোর বেণুর নানা মেনু। দাও, নাও, খাওয়ের সিম্পল থিয়োরিতে। এক্কেবারে মাথা থেকে পা পর্যন্ত হাতে হাতে ধরি ধরি নেটওয়ার্কে।

হোয়াট বেঙ্গল থিঙ্কস টুডে ইন্ডিয়া থিঙ্কস টুমোরো।

ভারতের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও প্রখ্যাত সমাজ সংস্কারক প্রয়াত গোপালকৃষ্ণ গোখলে একদা এই বিখ্যাত উক্তিটি করেছিলেন।

এই ইংরেজি বাক্যের বাংলা ভাষার তর্জমাটা কিন্তু খুবই সুখদায়ক অন্তত পশ্চিমবঙ্গবাসী কাছে। অর্থাৎ বাংলা আজ যা ভাবতে পারে তা সারা ভারত চিন্তা করতে শুরু করবে আগামীকাল। এর আক্ষরিক অর্থ হলো, এই বঙ্গের যে মেধা চিন্তন মার্গ সৃষ্টি করে সর্বোচ্চ স্তরে সম্প্রতিতে, যা পরবর্তী সময়ে সমগ্র দেশের কাছে অনুকরণীয় হয়ে ওঠে।

থুড়ি থুড়ি। আব্বুলিশ। একটু ভুল হয়ে গেল। এতো সেই কোন অতীতের আপ্তবাক্য। আর সেই অতীত গৌরবগাঁথা যে যুগের বিবর্তনের কি অদ্ভুত রকমের পরিবর্তনের সাক্ষী হয়ে উঠেছে সম্প্রতি। ফলে এখন তো ওসব ব্যাক ডেটেড স্যোশাল থিম। মারো গোলি ওইসব পুরোনো বেঙ্গল থিঙ্কসের। ছোড় দো আঁচল জমানা কেয়া কহেগা। আরে বাবা এখনকার বং পলিটিক্যাল জেনারেশনের একটাই আলট্রা জি-থিঙ্ক। তা হলো প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাষায় 'ট্রিপল-টি' জোয়ারে গা ভাসানো। গোদা বাংলায় ঠেকের ভাষায় যা হলো দুর্নীতির ফিল্টারে তৃণমূলী তোলাবাজির লেটেস্ট বঙ্গময় আলট্রা ফিচার। ৭৫২৫ সিস্টেম। সুতরাং বলাই ভালো আজকের এই বাংলার আসলি ট্যাগলাইন হলো, হোয়াট বেঙ্গল'স কাটমানি টুডে ইন্ডিয়া'স কাটমানি টুমরো।

ধুর বাবা কি যে হচ্ছে। আবার ভুল করে ফেললাম তো। আসলে ইন্ডিয়াতে যে এবার থেকে আদৌ বাংলার কাটমানি কালচার বরদাস্ত করা কদাপি হবে না। কেজরিওয়ালের জেলযাত্রা তো তারই লেটেস্ট প্রমাণ। সেরকম ইঙ্গিত পূর্ণ ঘোষণা কিন্তু অনেক আগে ভাগেই করে দিয়েছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী। তাঁর সাফ কথা, না খাউঙ্গা না খানে দুঙ্গা।

কিন্তু এই বাংলা যে দুর্নীতির প্রশ্নে আলাদা রাষ্ট্রীয় তন্ত্রে চলতে অন্তঃকরণে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে সময় যত গড়িয়েছে। এটা যে একেবারে পৃথক অগণতান্ত্রিক রিপাবলিক দুর্নীতিবঙ্গ হিসেবে ক্রমেই খ্যাতির শীর্ষে উঠে এসেছে বিশ্বের জনমানসে কাছে। এই অদ্ভুত রাষ্ট্রে (পড়ুন রাজ্যে) চলে নতুনতর হযবরল সংবিধান। যা দক্ষিণ কলকাতার কোনও মন্দিরের কাছ থেকে প্রতিধ্বনিত হয় সর্বাগ্রে। ওই তাৎক্ষণিক ঘোষণাই হয়ে ওঠে সেই ধরিত্রীর একক ও একমাত্র আইন। এই অদ্ভুতুরে সংবিধান অনুযায়ী কোনও সরকারি নীতি প্রণয়ন মন্ত্রীসভায় গৃহীত হয় না। ঘোষিত হয় মাঠে ময়দানের দলীয় সভায়। প্রশাসন? সেটা আবার কি? এই রাষ্ট্রে আদালতের গুঁতো আর তারিখ পে তারিখ হলো প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের প্রকৃত ভঙ্গুর মেরুদন্ড। এমন হবু চন্দ্র রাজা গবু চন্দ্র মন্ত্রীর প্রান্তদেশে বহুমন্ত্রীর আবার বাসস্থানও কেমন জানি কেমন জানি নতুনতর ঠেকে। উনারা তো আবার কারাকক্ষেই বসবাসে অতীব স্বচ্ছন্দ বোধ করেন।

তবে এই রানির দেশে তারও আগে দুই অধিপতির শাসন ব্যবস্থা বলবৎ ছিল। দুই অধিশ্বরের একজন তো শুধু কেন্দ্রের দোষ আর কেন্দ্রের দোষ ললিপপ দেখিয়েই এই বঙ্গে এক জ্যোতির্ময় অন্ধকার ছড়িয়ে গেছেন অকাতরে। তারই আমলে প্রথম শুরু হয় এক অবাক করা রোজনামচা। আমাদের পার্টির হোলটাইমার হও আর তোমার বউ রাতারাতি হয়ে যাবে সরকারি শিক্ষিকা। অর্থাৎ দলের প্রতি তোমার আনুগত্যের মূল্য হলো সরকারি কোষাগার থেকে বৌয়ের হাতে শিক্ষিকার বেতন প্রাপ্তি। এটাই হলো ঘুরিয়ে ব-কলমের আসল চিরকুট কেচ্ছা। এই কেচ্ছার মাস এফেক্ট সেই শুরু। তারপর লন্ডন যাত্রার ফাঁকে ফাঁকে তো বেঙ্গল ল্যাম্প কেলেঙ্কারি, ট্রাম্প কেলেঙ্কারি, সল্ট কেলেঙ্কারি তো রয়েছেই। তবে সেগুলোর তদন্ত বেশি ডালপালা প্রচারিত করতে পারেনি। বিচার বিভাগীয় তদন্তের আগেই প্রায় বিরোধীহীন প্রশাসন সেগুলোকে ভূমিষ্টের আগেই মায়ের ভোগে পাঠিয়ে দিয়েছিল নিপুণ দক্ষতায়। আর বুদ্ধং শরণম গচ্ছামি তো আরও ক্লাসিক। একদিকে তখন আমলাশোলে দারিদ্র্য ক্লিষ্ট মানুষ পিঁপড়ে ডিম খেয়ে বাংলার লাল ঝান্ডা কারে পুকার করেছিল। তো অন্যদিকে জগৎ শেঠের মতো বন্দর মাফিয়ার হাত ধরে আলিমুদ্দিনেও পকেট গরম হয়ে চলেছিল মিলে সুর মিলে তুমহারা ছন্দের সমৃদ্ধিতে। শুধু কি তাই? তদানীন্তন সময়ে গোপাল বংশের সৌজন্যে একেবারে ইন্ডাস্ট্রিতে পরিণত হয়েছিল খনি অঞ্চলে চোরাই কয়লা পাচার শিল্প। সেকি সিন্ডিকেট। পুলিশ, প্রশাসন, এমএলএ, এমপি, মন্ত্রী, মিডিয়া, কয়লা মাফিয়া সব যেন বখড়ায় মিলে মিশে একাকার। সবে মিলি করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ। সবই যেন চেন ফিটিং। তারপর তারপর? কেন কেন রেশন দুর্নীতির সেই শুরু। ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে চিটফান্ড সংস্থা। প্রশাসন যেন সব দেখেও দেখে না। দেখবে কি করে? দেখতে গেলে নন্দীগ্রামে গুলি চালাবে কে? লাশের পাহাড় গায়েব করবে কে?

জ্যোর্তিময় অন্ধকারে বুদ্ধং শরণমে সেই তো ব্যাপক হারে বাজারী দুর্নীতির প্রথম বীজ রোপণ। আর এখন? সেতো এখন মহীরুহের রূপ নিয়েছে। সে যে এখন বিশ্ব বিস্ময় দুর্নীতির নয়া অ্যাপ্রোচে। এ এক এমন ঘরাণার দুর্নীতির নয়া রসায়ণ যেখানে তার বিরলতম বিক্রিয়ায় আদালতও নির্জীব অসহায় হয়ে পড়ে। আদালতের নিজস্ব আইনের হাজার দুয়ারী ফাঁকে ফাঁকে বিচারালয় যে এখানে স্থবির হয়ে পড়ে ডিগ্রি জারির অপেক্ষারত হলফনামায়। বিচারপতির ছবি সহ লিফলেটও এখানকার তিলোত্তমা নগরে পদদলিত হয় তৃণসেনার চটির তলায়।

এমন রূপসী বঙ্গে তো এক জোর কা ঝটকা এসেছিল বছর চোদ্দ আগে। ন্যাকা পরিবর্তনের মত্ত নেশায়। ধাপ্পা বদলার মুখে ছাই দিয়ে বদলের বুঁদে। অসত্য সততার প্রতীকে ব্লাফবাজি ক্যারিশমায়। দুধেল গাই তোষণে পশ্চিমের বঙ্গভূমি কখন যে ধীরে ধীরে জয় বাংলার ডাকে মদে মাতাল হয়ে গেল কে জানে। এখন তো এই বাংলার নিজস্ব অস্মিতার ব্র্যান্ড হলো তোলাবাজি। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক শুনেছেন। অধুনা বাংলার আত্ম অস্মিতার ফিনান্সিয়াল পেটেন্ট হলো এসএসসির শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি, প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে দুর্নীতি, গরু পাচার দুর্নীতি, কয়লা পাচার দুর্নীতি, বালি পাচার দুর্নীতি, রেশন দুর্নীতি, মন্ত্রীসভার নিউম্যারিক দুর্নীতি, চিটফান্ড দুর্নীতি, পিঠে খাবার দুর্নীতি, আবাস দুর্নীতি, একশো দিনের দুর্নীতি, পঞ্চায়েত দুর্নীতি, বনবিভাগের দুর্নীতি, অনুপ্রবেশ দুর্নীতি ইত্যাদি ইত্যাদি। আরও আরও আছে। এতো দশকর্মার ফর্দের মতো। দুর্নীতির তালিকা যেন শেষ হবার নয়। এখনকার বাংলার বারোমাস্যা মানেই হলো তথদধ। ত'য়ে তোলাবাজি মাথা থেকে পা পর্যন্ত। থ'য়ে থমকে যাওয়া প্রশাসনিক কাজ। দ'য়ে দুর্নীতির শিখরে বাংলার ট্রেডমার্ক। ধ'য়ে ধামাচাপা দাও পুলিশ প্রশাসন।

এসবই হলো আলোচ্য বিষয়ের গৌরচন্দ্রিকার প্রকৃত আদর্শগত মধুচন্দ্রিমা।

এবার সরাসরি আলোচনায় আসা যাক। এক্কেবারে নিখাদ বঙ্গবাসীর মনের কিছু প্রশ্নের কচকচানি নিয়ে। এমন কিছু প্রশ্নের যা দীর্ঘকাল ধরে অমীমাংসিত হয়ে রয়েছে এই বাংলার আবালবৃদ্ধবনিতার মনের মণিকোঠায়। কি সেই প্রশ্নরাশি জানতে চান? তবে শুনুন শুনো দিয়া মন। পশ্চিমবঙ্গে বহু দুর্নীতির তদন্ত হচ্ছে আদালতের নির্দেশে ও তত্বাবধানে। তবু সেগুলোর অগ্রগতি হচ্ছে না কেন? অগ্রগতির পথে যদি কোনও বাধা থাকে সেগুলো দূর করার চেষ্টা করছে না কেন আদালত? বিচার ঝুলিয়ে রাখা কি ভারতীয় বিচার ব্যবস্থার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে? সাধারণ মানুষ আদালতের প্রতিও কি আস্থা রাখতে পারবে না? রাজ্যের শাসক প্রশাসন কি করছে? কেন শাসক গোষ্ঠী বিভিন্ন সরাকারি পর্যায়ের দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে?

এই প্রসঙ্গে রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলোও বিভিন্ন মত ব্যক্ত করে চলেছে। সিপিএম বলে চলেছে, কেন্দ্রের বিজেপির সঙ্গে রাজ্যের তৃণমূলের গোপন সেটিং রয়েছে। ফলে এনআইএ, সিবিআই, ইডির মতো কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার পায়ে বেড়ি পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলস্বরূপ আদালতে বিচারপ্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে। রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপির বক্তব্য, বিভিন্ন চলমান দুর্নীতির বিচারে রাজ্য প্রশাসন ও পুলিশ চুড়ান্ত অসহযোগিতা করছে। তাই আদালতে তারিখ পে তারিখ চলছে তো চলছেই। শাসক তৃণমূলের মন্তব্য, বিজেপি ও সিপিএম হলো এক মুদ্রার দুই পিঠ। যে কোনও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিতে গেলেই হলো। পরপর মামলা রুজু করে দিচ্ছে বিরোধীরা। এরা আসলে প্রশাসনকে অচল করে দেবার ঘৃন্য উৎসবে মেতে রয়েছে।

আর এই বাংলার গণদেবতার বং ভয়েজ হলো, যেখানে রাজ্য সরকারের বদান্যতায় নিত্যনতুন রকমারি দুর্নীতি দীর্ঘমেয়াদি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নাগাড়ে পেয়ে চলেছে সেখানে তো রক্ষকই ভক্ষক হয়ে উঠেছে। এই বাংলা আজ দুর্নীতির বারুদের স্তুপের উপর বসে রয়েছে। সরকার যদি এর সৃষ্টিকর্তা হয় তবে এখানকার সৃষ্ট বেনিয়ম আজ ফ্রাঙ্কেনস্টাইনে পরিণত হয়েছে। আর সৃষ্টির রসায়ণাগার তো রয়েছেই তোলাবাজির মজবুত নেটওয়ার্কের হিরে পোতাশ্রয় মডেলের লালিত অভ্যন্তরে। সিপিএমের সেটিং তত্ত্ব ভুল এমনটাও কিন্তু উড়িয়ে দিচ্ছেন না এখনকার তিতিবিরক্ত বঙ্গবাসী। তাঁদের বক্তব্য সবাই জানে এই দুর্নীতির মূল মাথা কোনটা। তদন্ত করেই চলেছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলো। বছরের পর বছর যাবৎ। কিন্তু মূল অপরাধকারীদের চুলটা পর্যন্ত কিছুতেই এক অজানা কারণে তারা ছুঁতে আগ্রহ প্রকাশ করছে না এখনও পর্যন্ত। অনেকটা ইচ্ছাকৃত ভাবেই। আদালত বেচারা কি করবে? এক্ষেত্রে তার কিইবা আর করার আছে? আর প্রশাসন সেই সুযোগে আরও খুল্লাম খুল্লা। আরও বেপরোয়া। আর রাজ্যের শাসক ডোন্ট পরোয়া। কারণ দেশের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতর দেখেও দেখে না। শোনেও শোনে না। এ যেন সেই মহাভারতের যুগে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র বসে বসে সেটিং করছেন তোলাবাজিতে পট্টি পরা গান্ধারীর মন্ত্রণায়।

দুনিয়ার দুর্নীতি এক হও মন্ত্রে। পরিশেষে নটে গাছটি মুরলো ঠিকই। কিন্তু তোলাবাজি যে সেই যুগ যুগ জিও। এই বাংলার রন্ধ্রে রন্ধ্রে। নয়া রিপাবলিক অফ ওয়েস্ট বংয়ের ট্রিপল টি'র বীজমন্ত্রে। সততার (?) প্রতীকের রাজতন্ত্রের অবাধ অনুশাসিত অনুশাসনে। সেখানে তাইতো রণে বণে জঙ্গলে নর্দমায় নবান্ন উৎসবে উচ্চারিত একটাই প্রত্যাশিত স্লোগান সাম্প্রতিকতম এমবি-জেনারেশনের, আদালতের রায় মানি না মানব না!

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

নবদ্বীপে নিহত বিজেপি কর্মীর বিচার পাইয়ে দিতে উচ্চ আদালতে যাওয়ার হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: নিহত বিজেপি কর্মী সঞ্জয় ভৌমিকের বাড়িতে দেখা করতে এসে বিধায়ক পুণ্ডরী কাক্ষ সাহা ও চেয়ারম্যান বিমান সাহার বাড়ির পাশে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর হুঙ্কার। প্রথমে প্রাচীন মায়াপুরে নিহত বিজেপি কর্মীর প্রতিচ্ছবিতে করলেন মাল্যদান, তারপর অসুস্থ বৃদ্ধ বাবা সুকুমার ভৌমিকের সঙ্গে দীর্ঘ সময় কথা বলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সঠিক বিচার পাবেন বলে আশ্বস্ত করেন পরিবারকে। এমনকি নবদ্বীপে বিজেপি কর্মীর মৃত্যু নিয়ে উচ্চ আদালতে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দেন শুভেন্দু অধিকারী। শুধু তাই নয় এদিনের সভা মঞ্চ থেকেই কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার ও নবদ্বীপ থানার আইসিকে নিয়ে একাধিক মন্তব্য করতে দেখা যায় শুভেন্দুকে। উল্লেখ্য, দিন কয়েক আগে নদিয়ার নবদ্বীপে বিজেপি কর্মী সঞ্জয় ভৌমিককে নৃশংসভাবে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ ওঠে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গোটা নবদ্বীপ। যদিও বিজেপির তোলা অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করে তৃণমূল। কিন্তু বিজেপি কর্মী খুনের ঘটনায় জোর কদমে শুরু হয় রাজনৈতিক তরজা। সোমবার নিহত বিজেপি কর্মীর বাড়িতে এসে রাজ্যের শাসকদল এবং জেলা পুলিশের বিরুদ্ধে এক রাশ ক্ষোভ উগরে দেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। যদিও কর্মী খুনের ঘটনায় তৃণমূলের গড় নবদ্বীপ বড়াল ঘাটে প্রতিবাদী সভার আয়োজন করা হয়। নবদ্বীপে বিজেপি কর্মী খুনের ঘটনায় প্রতিবাদ সভা থেকে পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিলেন শুভেন্দু অধিকারী। প্রকাশ্যে মঞ্চে দাঁড়িয়ে তুলোধোনা করলেন রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনকে, পাশাপাশি জেলা পুলিশের ভূমিকা নিয়েও তুললেন প্রশ্ন। নিহত বিজেপি কর্মীর পরিবারের সমস্ত দায়িত্বভার কাঁধে তুলে নিয়ে তাঁদের আশ্বস্ত করেন। পরবর্তীতে প্রতিবাদী মিছিলের মধ্যে দিয়ে যোগদান করেন প্রতিবাদী সভায়। মঞ্চে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে নিয়েও করেন একাধিক মন্তব্য। শুভেন্দু অধিকারীর হুঁশিয়ারি, 'ইচ্ছাকৃতভাবে খুনিদের গ্রেপ্তার করছে না পুলিশ। পরিবারকে বিচার পাইয়ে দিতে যদি উচ্চ আদালতে দ্বারস্থ হতে হয়, তাই হব।' এছাড়াও প্রকাশ্যে মঞ্চে দাঁড়িয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়েও সুর চড়ালেন শুভেন্দু। ২০২৬ সালে ক্ষমতায় এসে ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে বদলা নেবেন বলেও হুঙ্কার ছাড়েন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। এদিন শুভেন্দু অধিকারী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ জগন্নাথ সরকার, রানাঘাট সাংগঠনিক বিজেপির জেলা সভাপতি অপর্ণা নন্দী-সহ বিজেপি নেতৃত্ব। '২০২৬ নির্বাচনের পর নবদ্বীপে ক্ষমতা দখল করে গঙ্গা থেকে জল নিয়ে নবদ্বীপ থানা ধোয়াবেন' বলেও জানান শুভেন্দু অধিকারী।

বালুরঘাটে ক্রেতা সুরক্ষা ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তরের সমন্বিত ক্রেতা সুরক্ষা ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন রাজ্যের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র। পাশাপাশি বালুরঘাট জেলা প্রশাসনিক ভবন সংলগ্ন বালুছায়া ভবনে এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা, জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্তামনি বিহা, বালুরঘাট পৌরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র, জেলা পরিষদের সদস্য সুভাষ ভাওয়াল-সহ ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিকেরা।

জানা গিয়েছে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের কার্য পরিচালনা করবার জন্য নেই কোনও সরকারি ভবন। একটি ভাড়া বাড়িতেই স্বল্প জায়গায় বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে দিয়ে চলছে দপ্তরের কাজকর্ম। অবশেষে রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্রের উদ্যোগে তৈরি হতে চলেছে দপ্তরের নতুন ভবন। এই ভবন নির্মাণের জন্য প্রায় ৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সোমবার একটি অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে নারকেল ফাটিয়ে ও ফিতে কেটে জেলা সদর বালুরঘাটে ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের নতুন ভবন নির্মাণ কার্যের শুভ সূচনা করলেন মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র। এ বিষয়ে মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র বলেন, 'ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের তিনখানা মূল অফিস রয়েছে। সাধারণ মানুষ যাতে প্রতারনার হাত থেকে রক্ষা পেতে পারেন, তার জন্য ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তর বিভিন্ন ধরনের সচেতনতামূলক প্রচার করে থাকে। পাশাপাশি আমাদের লিগ্যাল মেট্রোলজি বলে একটি দপ্তর রয়েছে। ক্রেতাদের পরিমাপ কম দেওয়া হলে সেই বিষয়টি দেখা হয় এই দপ্তরের তরফে। বালুরঘাটে ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তর ভাড়া নিয়ে চলছে। সেই কারণে এখানে দপ্তরের নতুন ভবন তৈরি হতে চলেছে। নতুন এই ভবনটিতে আধুনিক সমস্ত ধরনের সুযোগ-সুবিধা থাকবে।'

বিড়ি বাঁধার কাঁচি পেটে ঢুকে মৃত্যু শিশুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মায়ের ব্যবহার করা বিড়ি বাঁধার কাঁচির ওপর পড়ে পেট ফেটে মৃত্যু হলো দেড় বছরের এক কন্যা শিশুর। সোমবার সকালে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে কালিয়াচক থানার সুজাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নাজিরপুর এলাকায়। রক্তাক্ত ওই কন্যা শিশুকে মালদা মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে জানিয়ে দেন। এই ঘটনার পর মৃত শিশুর বাড়িতে তদন্তে পৌঁছায় কালিয়াচক থানার পুলিশ। এদিনের এই ঘটনায় গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত শিশুর নাম রাফা ইয়াসমিন। তার বয়স দেড় বছর। মৃত শিশুর মা সায়েরা বিবি। তিনি বাড়িতেই বিড়ি বাঁধার কাজ করেন। পাশাপাশি ওই শিশুর বাবা রামিজ শেখ পেশায় ভিন রাজ্যের দিনমজুর। ওই দম্পতির পরিবারের একমাত্র সন্তান ছিল রাফা। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে মৃত শিশুর মা সায়েরা বিবি জানিয়েছেন, তাঁর স্বামী বর্তমানে অন্ধ্রপ্রদেশে নির্মাণ শ্রমিকের কাজে রয়েছেন। বাড়িতে বৃদ্ধা শাশুড়ি, এক কন্যা সন্তান ও দুই ননদকে নিয়েই সংসার। প্রত্যেকেই বিড়ি বাঁধার কাজের সঙ্গে যুক্ত। এদিন সকালে যে যার মতো রান্না করা, কাপড় কাচা ও অন্যান্য ঘরোয়া কাজে ব্যস্ত ছিলেন। উঠোনে বস্তার উপর বিড়ি বাঁধার উপকরণ একটি কাঁচি রাখা ছিল। ওই মুহূর্তে রাফা হামাগুড়ি দিয়েই উঠোনে চলে যায়। সেই মুহূর্তে ধারালো কাঁচিটি খাঁড়া অবস্থায় বিড়ি বাধার কুলো সঙ্গে রাখা ছিল। সেখানেই ওই শিশু খেলতে গিয়েই কাঁচির ওপর পড়ে যায়। তখনই তার পেটে ঢুকে যায় এফোড় ওফোড় হয়ে।

পুজোয় পদ্মের চাহিদা মেটাতে নয়া কৌশল

নিজস্ব প্রতিবেদন, মুর্শিদাবাদ: পুজোর পদ্মের জোগান দিতে ফুল ব্যবসায়ীদের রীতিমতো হিমসিম খেতে হয়। পুজোয় পদ্মের চাহিদা মেটাতে তাঁরা নয়া কৌশল এঁটেছেন। বেশ কয়েক বছর থেকে ব্যবসায়ীরা হিমঘরে পদ্মের কুঁড়ি মজুত করছেন। ব্যবসায়ীদের দাবি, এখন থেকে পদ্ম মজুত না করলে পুজোয় চাহিদা মেটানো সম্ভব নয়। হিমঘরের বাইরে পদ্ম তিন চার দিনের বেশি টিকিয়ে রাখা যায় না। হিমঘরে রেখে চাহিদা অনুপাতে বের করা হয়। ব্যবসায়ীদের আরও দাবি, ভালো বর্ষার কারণে এবার পদ্মের ফলন খুব ভালো। এবার সন্ধি পুজোয় পদ্ম সস্তাতেই মিলবে বলে মনে করছেন ফুল ব্যবসায়ীরা। অকাল বোধনে রামচন্দ্র ১০৮ নীল পদ্ম দিয়ে দেবী দুর্গার আরাধনা করেছিলের। নীল পদ্ম এখন অমিল কিন্তু সন্ধি পুজোয় ১০৮ পদ্ম নিবেদন করে পুজোর আচার আজও রয়েছে। আর সন্ধি পুজোর ১০৮ পদ্ম সংগ্রহে করতে উদ্যোক্তাদের নাজেহাল হতে হয়। চাহিদা বাড়লেই এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী চড়া দাম হাঁকতে শুরু করেন। কোন কোন বছর পদ্মের দাম হয় আকাশ ছোঁয়া। গত বছর ১০৮ পদ্মের মালা বিক্রি হয়েছে ৫০০-৬০০ টাকায়। শেষ মুহূর্তে দাম ৮০০ টাকায় উঠেছিল। এবার দুর্গা পুজোয় পদ্ম সস্তায় মিলবে। নবগ্রাম এলাকার পদ্ম চাষি শ্রীমন্ত মালাকার বলেন, 'এবার বর্ষণ ভালো হয়েছে। পদ্ম পুকুর জলে থৈথৈ করছে। প্রচুর পদ্ম ফুটছে। এরপর অতি ভারি বর্ষণে বন্যা না-হলে পদ্ম ফুল খুব কম দামে মিলবে।' পদ্ম চাষিরা এখন ২-৩ টাকা পিস পাইকারি দরে পদ্ম বিক্রি করছেন। এখন বহরমপুরের বাজারে ৫ টাকা পিস পদ্ম বিক্রি হচ্ছে। বহরমপুরের ফুল ব্যবসায়ী সতন ঘোষ বলেন, 'এখন পদ্মের চাহিদা কম। হিমঘরে মজুত শুরু হওয়ায় বাজারে আমদানিও কম হচ্ছে। হিমঘরে পদ্ম রাখতে চাষিরা কুঁড়ি অবস্থায় ফুল তোলে। কুঁড়ি পদ্ম পাতায় মুড়ে সেই বান্ডিল প্লাস্টিকে এয়ার টাইট করে বেঁধে হিমঘরে রাখা হয়। হিমঘর থেকে বের করার পর দু-তিনদিন টাটকা থাকে। হাত দিয়েই সেই কুঁড়ি ফোটাতে হয়।' ফুল ব্যবসায়ী অজয় দাস বলেন, 'আগাম অর্ডার নিয়ে এক হাজার কুঁড়ি মজুত করেছি। আরও কিছু রাখব।' জয়দেব প্রামাণিক বলেন, 'পুজোয় চারদিনই পদ্ম লাগে। তবে সন্ধি পুজোর আগে চাহিদা তুঙ্গে ওঠে। রোজ ফুল উঠছে। দু'শো কুঁড়ির বান্ডিল করে হিমঘরে রাখছি। বের করতে সুবিধা হয়। পচন কম হয়।' ব্যবসায়ীদের দাবি, এবার পুজোয় ১০৮ পদ্মের দাম ৩০০-৪০০ টাকার ঊর্ধে যাবেনা।

E-AUCTION-CUM-SALE NOTICE

Scope Vincom Industries Private Limited (Under Liquidation)
(CIN- U15412WB2007PTC117567)
Regd. Office: Delhi Road, Rajhat Mouja, Hooghly, Polba, West Bengal, India, 712123

E-Auction Notice for Sale of Assets under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

Notice is hereby given for the sale of assets of Scope Vincom Industries Private Limited (Under Liquidation). The sale is part of the Liquidation Estate formed by the Liquidator appointed by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Kolkata Bench, via order dated 20th December, 2016. The assets will be sold on an "AS IS WHERE IS, AS IS WHAT IS, WHATEVER THERE IS AND WITHOUT RECOURSE BASIS".

Auction Details:
- **Date & Time of E-Auction:** 26/09/2025 from 1:00 p.m. to 2:00 p.m. (IST), with unlimited extensions of 5 minutes each.
- **E-auction Platform:** https://baanknet.com/online.
- **Date of Inspection:** Any day with 48 hours' notice, to be arranged for all bidders at once, at least 7 days before the e-auction date.

Details of Assets for Sale:

St. No.	Details of Assets of Corporate Debtor	Location of the Assets	Reserve Price (Amount in Rs.)	EMD Amount (Amount in Rs.)
1.	Sale of the Assets of the Corporate Debtor on "AS IS WHERE IS, AS IS WHAT IS, WHATEVER THERE IS AND WITHOUT RECOURSE BASIS."			
a)	**Asset Class: Land & Building:** - Land-573 Satak (Decimal) located at Rajhat, Polba, Hooghly	Delhi Road, Rajhat Mouja, Hooghly, Polba, West Bengal, India, 712123.	**6,50,00,000/- (Rupees Six Crores Fifty Lakhs only)**	**65,00,000/- (Rupees Sixty-five Lakhs Only)**
b)	**Asset Class: Plant & Machinery:** - Car-One Mercedes Benz For details, refer to Annexure-V of the Auction Documents.	Kolkata	**2,50,000/- (Rupees Two Lakhs & Fifty Thousand only)**	**25,000/- (Rupees Twenty-five Thousand only)**

Terms & Conditions:
- Prospective bidders must deposit the Earnest Money Deposit (EMD) through the Baanknet auction platform.
- Bidders must submit an undertaking confirming they are not ineligible under section 29A of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016. If a bidder is found to be ineligible, the EMD will be forfeited.
- Detailed terms, conditions, and other relevant documents are available on the website **https://baanknet.com/.** After registration, bidders can log in to the E-Auction Platform at **https://ibbi.baanknet.com/eauctionibbi/home.**

Contact Information:
- **For E-auction queries:** Contact E-mail: ofcmailkol@gmail.com
- **Liquidator:** Mr. Shyamal Kumar Bhattacharjee. **Email:** ofcmailkol@gmail.com

Sd/- Shyamal Kumar Bhattacharjee, IBBI Regn. No: IBBI/IPA-003/IP-N00092/2017-18/10892
Liquidator of Scope Vincom Industries Private Limited (Under Liquidation)
Communication Address: Blue View Apartment Flat-1A-001, 37/1, B T Road, Kamarhati, Kolkata - 700058

Date: 23/09/2025
Place: Kolkata

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস, ৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর-২এ, দুর্গাপুর জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ইমেল : zo.bardhaman@bankofindia.com

দায়বদ্ধ স্বর্ণারত্ন/অলংকার/মুদ্রা সাধারণ নিলামে বিক্রির নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, নিম্নোক্ত স্বর্ণ ঋণগ্রহীতাগণ, তাদের আইনি উত্তরাধিকারীগণ, ব্যক্তিগণ স্বর্ণালংকার ব্যবসায়ে যুক্ত/গহনা/মুদ্রা এবং সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে ব্যাঙ্ক কর্তৃক একাধিকবার নোটিশ/এবং লিখিত তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায় দেননি।

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ তাদের স্বর্ণ ঋণ অ্যাকাউন্টে (সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত যাবতীয় সুদ, শুল্ক চার্জ এবং ব্যয় সহ) **১৭.১০.২০২৫ তারিখের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া আদায় দিতে ব্যর্থ হলে ব্যাঙ্কের শাখা প্রেমিসেসে দায়বদ্ধ স্বর্ণালংকার/রত্ন/মুদ্রা সমুদয় সাধারণ নিলামে ১৮.১০.২০২৫ তারিখে সকাল ১০টা থেকে** বিক্রয়ের ব্যবস্থা করবে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উক্ত ঋণগ্রহীতাগণের অসুবিধা বা ক্ষতির বিষয়ে ব্যাঙ্ক কোনও দায় বহন করবে না এবং কোনও অভিযোগ বা প্রতিনিধিত্ব ঋণগ্রহীতাদের তরফে গ্রাহ্য হবে না। **যে সকল আগ্রহী ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট নিলামে অংশ নিতে উৎসুক তাদের ৫০০০ টাকা (পাঁচ হাজার টাকা) ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের নিকট উক্ত তারিখ/সময়ের পূর্বে** দাখিল করতে হবে বায়না জমা হিসেবে। যে সকল ব্যক্তি চূড়ান্ত ডাকে অংশ নেবেন তাদের পরবর্তী কাজের দিন ব্যাঙ্কের নিকট সম্পূর্ণ মূল্য দাখিল করতে হবে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে ব্যাঙ্কের নিকট দাখিল করা বায়না জমা বাজেয়াপ্ত হবে। ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট ডাকমূল্য অপর্যাপ্ত বা নিম্ন বিবেচনায় নিলাম বাতিল করার রাখে ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই। উক্ত নিলামের সূচি, তারিখ, সময় বা স্থান পরিবর্তনের বা বাতিলের অধিকার রাখে ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই।

অ্যাকাউন্ট নং এবং শাখা	ঋণগ্রহীতার নাম	ঠিকানা	সোনার মোট ওজন
৪৩৯৯৭৭৬১০০০০৬০১ এবং মল্লারপুর শাখা	দেবাশিস গুপ্ত	গ্রাম এবং পো : মল্লারপুর, থানা : মল্লারপুর, জেলা : বীরভূম।	৫২.৭৭ গ্রাম
৪২৯৬৭৭৬১০০০০৬১৫ এবং সাঁইথিয়া শাখা	তুষার কান্তি মন্ডল	গ্রাম : বারা, পো দোহিরা, থানা : সাঁইথিয়া, জেলা : বীরভূম, পিন : ৭৩১২৩৪	১৪৩.৪৬ গ্রাম

তারিখ : ২২.০৯.২০২৫
স্থান : দুর্গাপুর

অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI
এসবিআই জলঙ্গি শাখা (১২৩৫২)
গ্রাম - জোরতলা, পো - সাহেবরামপুর
জেলা - মুর্শিদাবাদ (পব) পিন - ৭৪৩২০৫
ই-মেল - sbi.12352@sbi.co.in

পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু -
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১৭.০৫.২০২৫** তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রীমতি পাখি বিবি, স্বামী আওয়াল শেখ, গ্রাম - চোয়াপাড়া, পো. এবং থানা - জলঙ্গি, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২৩০৫, এ/সি নং - ৪১৪৩২০০৮৮৩৩ (সিসি)** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১২,৯২,৫৩৯.০০ টাকা** (বারো লাখ বিরানব্বই হাজার পাঁচশ উনচল্লিশ টাকা) **১৬.০৫.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধের আহ্বান করা হচ্ছে।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** নিকট বকেয়া **১২,৯২,৫৩৯.০০ টাকা** (বারো লাখ বিরানব্বই হাজার পাঁচশ উনচল্লিশ টাকা) **১৬.০৫.২০২৫ অনুযায়ী** এবং **১৭.০৫.২০২৫** থেকে পরবর্তী সুদ, ব্যয় ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী : শ্রীমতি পাখি বিবি।
জেলা : মুর্শিদাবাদ, থানা : মুর্শিদাবাদ, মৌজা : সাহেবরামপুর, জেএল নং ৩৩, এডিএসআর-ডোমকল, খতিয়ান নং এলআর -২১৯৪৬, প্লট নং -আরএস এবং এলআর -২৭৩২, শ্রেণি-ভিটা,এরিয়া -০.০৩ একর।
চৌহদ্দি : উত্তরে : আওয়াল শেখ এর খালি জমি; **দক্ষিণে :** সড়ক; **পূর্বে:** সামসুদ্দিনের ভবন; **পশ্চিমে :** টিটু মন্ডলের ভবন।
(দলিল নং ১-১২১৯১, ১-৪২৬৯, -২০২২ সালের)

তারিখ - ১৮.০৯.২০২৫
স্থান - জলঙ্গি

অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

SBI
এসবিআই এএমসিসি বসিরহাট (৬২৯৮৪)
ইটিন্দা রোড, বসিরহাট, পো এবং থানা - বসিরহাট
জেলা - ২৪ পরগনা (উত্তর), পব, পিন ৭৪৩৪১১
ই-মেল - sbi.62984@sbi.co.in

পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু -
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **৩০.০৬.২০২৫** তারিখে ঋণগ্রহীতা **মারুতি এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বা - অরুণ মল্লিক, পিতা গিরিধারি মল্লিক, গ্রাম - বিওকাটি, ওয়ার্ড নং ২, পো - কে এন জালালপুর, টাকি, রেড ইউনিট ক্লাবের নিকট, থানা - হাসনাবাদ, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৪২৯, পশ্চিমবঙ্গ,** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২০,৬৩,৯০৬.৫২ টাকা ঋণের পুঞ্জীভূত সুদ - ১৭,৬৭০.০০ টাকা মোট বকেয়া ২০,৮১,৫৭৬.৫২ টাকা (কুড়ি লাখ একাশি হাজার পাঁচশ ছিয়াত্তর টাকা এবং বাহান্ন পয়সা) এবং ২৭.০৬.২০২৫ থেকে সুদ সহ** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধের আহ্বান করা হচ্ছে।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** নিকট বকেয়া **২০,৮১,৫৭৬.৫২ টাকা (কুড়ি লাখ একাশি হাজার পাঁচশ ছিয়াত্তর টাকা এবং বাহান্ন পয়সা) এবং ২৭.০৬.২০২৫ থেকে সুদ, ব্যয় ইত্যাদি সহ।**
ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

স্বত্বাধিকারী : অরুণ মল্লিক, পিতা গিরিধারী মল্লিক, গ্রাম : বিওকাটি, ওয়ার্ড নং ২, পো : কে এন জালালপুর, টাকি, রেড ইউনিট ক্লাবের নিকট, থানা : হাসনাবাদ, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৪২৯, পশ্চিমবঙ্গ।
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সম্পত্তি পরিমাপ আনুমানিক **১০.২৫ ডেসিমেল সমপরিমাপ ৬.২১ কাঠা,** এবং তদস্থিত একতলা বসবাসের ভবন বিওকাটি, জেএল নং ৪৮, তৌজি নং ২১, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৯৮০, এলআর খতিয়ান নং ৯৪২, বর্তমান খতিয়ান নং ৯৭৯, হোল্ডিং নং ৫৩৫, টাকি পুরসভা অধীন, দলিল নং ১-৫৩৭২/১৯-২০১৯ সালের, পো : কে এন জালালপুর, টাকি, রেড ইউনিট ক্লাবের নিকট, থানা : হাসনাবাদ, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৪২৯, পশ্চিমবঙ্গ।

তারিখ - ১৮.০৯.২০২৫
স্থান - বিওকাটি, টাকি

অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

Indian Bank
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৩য় এবং ৪র্থ তল,
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ -৭০০০০১

দাবি নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

১. **মুনমুন ঘোষ,পিতা এবং প্রয়াত বিমল ঘোষের আইনি উত্তরাধিকারী (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা) -প্রয়াত,** ঠিকানা : ফ্ল্যাট নং বি, ৩য়তল, উত্তর পূর্ব দিকে, প্রেমিসেস নং এইচবি-১৬/১, জনপথ, পূর্ব বাগুইপাড়া (জ্যাঙ্গরা), পো : অশ্বিনীনগর, থানা : বাগুইআটি, ওয়ার্ড নং ২২, (পুরানো ওয়ার্ড নং ১৬), কলকাতা - ৭০০১৫৯।
আরও ঠিকানা : প্রেমিসেস নং এইচবি-১০/৩, জনপথ, পূর্ব বাগুইপাড়া (জ্যাঙ্গরা), পো : অশ্বিনী নগর, থানা : বাগুইআটি, ওয়ার্ড নং ২২, (পুরানো ওয়ার্ড নং ১৬), কলকাতা - ৭০০১৫৯।

২. **সবুজ ঘোষ,পিতা এবং প্রয়াত বিমল ঘোষের আইনি উত্তরাধিকারী (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা) -প্রয়াত,** ঠিকানা : ফ্ল্যাট নং বি, ৩য়তল, উত্তর পূর্ব দিকে, প্রেমিসেস নং এইচবি-১৬/১, জনপথ, পূর্ব বাগুইপাড়া (জ্যাঙ্গরা), পো : অশ্বিনীনগর, থানা : বাগুইআটি, ওয়ার্ড নং ২২, (পুরানো ওয়ার্ড নং ১৬), কলকাতা - ৭০০১৫৯।
আরও ঠিকানা : প্রেমিসেস নং এইচবি-১০/৩, জনপথ, পূর্ব বাগুইপাড়া (জ্যাঙ্গরা), পো : অশ্বিনী নগর, থানা : বাগুইআটি, ওয়ার্ড নং ২২, (পুরানো ওয়ার্ড নং ১৬), কলকাতা - ৭০০১৫৯।

বিষয় : আপনার ঋণ অ্যাকাউন্ট নং : ৭০৭৬১৭১৫৬৯, সিআইএফ : ৩০৪১৫৪২৪৮২৪
আমাদের ইন্ডিয়ান ব্যাংক টালিগঞ্জ শাখা

আপনাদের মধ্যে প্রথম এবং দ্বিতীয়জন হলেন মৃত ঋণগ্রহীতা / বন্ধকদাতা শ্রী বিমল ঘোষের আইনগত উত্তরাধিকারী, যিনি ইন্ডিয়ান ব্যাংকের টালিগঞ্জ শাখা থেকে এইচবিএল গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর (মৃত ঋণগ্রহীতা) গৃহীত ঋণের জামানত হিসেবে নীচের তালিকা অনুসারে তাঁর সম্পদ প্রদান করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর, শ্রীমতী মুনমুন ঘোষ (কন্যা) এবং শ্রী সবুজ ঘোষ (পুত্র) ঋণগ্রহীতা বন্ধকদাতার পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন।
ব্যাংকিং ব্যবসার সময় ঋণগ্রহীতার (প্রয়াত) অনুরোধে, নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি অনুমোদিত হয়েছিল এবং আপনি তা গ্রহণ করেছিলেন। অনুমোদিত ঋণ সুবিধাগুলির বিবরণ নিম্নরূপ।

সুবিধার প্রকৃতি	মঞ্জুরিকৃত পরিমাণ
HL-PUBLIC-NON SALARY-REPO	২২.১৯ লাখ টাকা

ঋণ গ্রহণের সময় মৃত ঋণগ্রহীতা উক্ত প্রতিটি সুবিধার জন্য নিম্নলিখিত নথিগুলি সম্পাদন করেছিলেন :

সুবিধার প্রকৃতি	নথিতথ্যাদির ধরণ
HL-PUBLIC-NON SALARY-REPO	১. অনুমোদনের টিকিট ২. অনুমোদনের স্বীকৃতি ৩. দাবির শর্তাবলী ৪. মালিকানা দলিল জমা দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে বন্ধকদাতার চিঠি ৫. গ্যারান্টি চুক্তি ইত্যাদি।

উক্ত ঋণের পরিশোধ নিম্নোক্ত সময়সূচী অনুসারে জনপথ, বাগুইপাড়া (জ্যাংড়া) তে অবস্থিত সম্পত্তির সম পরিমাণ বন্ধক দ্বারা সুরক্ষিত :
ঋণগ্রহীতাকে সুদের সাথে অর্থ পরিশোধের জন্য বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও, আপনারা এবং আপনারা যারা যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে দায়বদ্ধ, তারা সকলেই বকেয়া অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন এবং খেলাপ করেছেন। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক জারি করা সম্পদ শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কিত নির্দেশিকা/নির্দেশিকা অনুসারে ঋণ অ্যাকাউন্টটিকে ১০.০৪.২০২২ সাল থেকে নন পারফর্মিং অ্যাসেট হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।
***১১.০৯.২০২৫ তারিখে আপনার প্রদেয় বকেয়া বকেয়া নিম্নরূপ :

অ্যাকাউন্ট	বুক ব্যালান্স (টাকা)	এমওআই (টাকা)	এমএলই/ এমওএক্স	১২.০৯.২০২৫ অনুযায়ী মোট (রাউন্ডেড অফ)
৭০৭৬১৭১৫৬৯	২১,৯৭,৭৪৬.০০	৯,৭২,৫৯০.৮৭	৬৯,০০৯.৬৮	৩২,৩৯,৩৪৬.০০

২০০২ সালের আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্টের অধীনে মেয়াদী ঋণগ্রহীতা বলতে বোঝায় যে কোনও ব্যক্তি যাকে ব্যাংক কর্তৃক আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে অথবা যিনি ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক সহায়তার জন্য কোনও গ্যারান্টি দিয়েছেন বা কোনও বন্ধক রেখেছেন।
অতএব, আপনাদের সকলকে এবং মৃত ঋণগ্রহীতার আইনগত উত্তরাধিকারী হিসেবে আপনাদের সকলকে **১১.০৯.২০২৫ তারিখের** বকেয়া পরিমাণ **৩২,৩৯,৩৪৬.০০ টাকা (বত্রিশ লাখ উনচল্লিশ হাজার তিনশ ছেচল্লিশ টাকা)** সুদের খরচ এবং অন্যান্য চার্জ সহ ব্যাংকের নিয়ম অনুসারে এই তারিখ থেকে অর্থ প্রদানের তারিখ পর্যন্ত পরিশোধ করার জন্য বলা হচ্ছে, ধারা ১৩(২) এর অধীনে জারি করা এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে, যদি তা না করা হয়, তাহলে ব্যাংক উক্ত আইনের অধীনে আপনার সাথে আর কোনও যোগাযোগ ছাড়াই নিরাপত্তা স্বার্থ প্রয়োগের অধিকার প্রয়োগ করতে বাধ্য থাকবে। এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে যদি আপনি আপনার দায় সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে ব্যাংক আইনের ধারা ১৩ (৪) এর অধীনে তফসিলে প্রদত্ত সুরক্ষিত সম্পদের বিপরীতে তার প্রয়োগকারী অধিকার প্রয়োগ করবে।
এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে এবং আপনি দাবি মেনে নিতে ব্যর্থ হলে, ব্যাংক আইনের অধীনে তার অধিকার প্রয়োগের জন্য দখল গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে আইনের ধারা ১৩(১৩) এর বিধান অনুসারে, ব্যাংকের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়া এই নোটিশের তারিখের পরে বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোনও উপায়ে সুরক্ষিত সম্পদের (এখানে বর্ণিত তফসিলে প্রদত্ত) কোনও হস্তান্তর করা হবে না।
উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই যে এই নোটিশটি ব্যাংকের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনও প্রতিকারের ক্ষতি না করেই আপনাকে জ্ঞাত করা হয়েছে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই নোটিশটি ডিআরটি/ডিআরএটি আদালতের ডিআরটি/আরও-এর সমীপে বর্তমানে বিচারাধীন কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়ার এবং প্রাপ্ত/প্রাপ্ত হওয়ার আদেশ/ডিক্রি কার্যকর করার জন্য ব্যাংকের অধিকারকে ক্ষতিগ্রস্থ না করেই জারি করা হয়েছে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে আপনার পক্ষ থেকে জারি করা এবং প্রতিষ্ঠিত বকেয়া বিল, ব্যাংক গ্যারান্টি এবং ঋণপত্রের পাশাপাশি অন্যান্য সম্ভাব্য দায়বদ্ধতার অধীনে উদ্ভূত দায় পরিশোধের জন্য ব্যাংক আপনাকে আহ্বান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
"আমরা সারফেসি আইনের ধারা ১৩(৮) এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়মাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যার অধীনে সিকিউরিটিজের উপর আপনার উদ্ধার অধিকার সম্পর্কিত।"
নিম্নস্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করার জন্য এবং উপরোক্ত ধারা ১৩ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য ব্যাংকের একজন যথাযথভাবে অনুমোদিত কর্মকর্তা।

বন্ধকদত্ত সম্পত্তি :

সম্পত্তির তপশিল

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট (লিফট সহ) অবস্থিত তিনতলায়, ফ্ল্যাট নং বি, উত্তর পূর্ব দিকে, জি-৪ তলা ভবনে নাম "টিউলিপ অ্যাপার্টমেন্ট", পরিমাপ আনুমানিক ৭০৩ বর্গফুট এসবিএ, অবস্থিত প্রেমিসেস নং এইচবি-১৬/১, জনপথ, বাগুইপাড়া (জ্যাঙ্গরা) পো : অশ্বিনীনগর, থানা : বাগুইআটি, কলকাতা : ৭০০১৫৯, স্থানীয় বিধাননগর পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১৬ (পুরানো) বর্তমানে ওয়ার্ড নং ২২ (নতুন), হোল্ডিং নং ৪৬/৮/২১৪১, ব্লক -বি১, অংশ উক্ত প্রথম তপশিলের সম্পত্তি অনুযায়ী, ২ বেড রুম, ১ কিচেন, ১ ডাইনিং তথা ড্রইং রুম, ২ টয়লেট এবং ১ ব্যালকনি, এবং নির্মিত ভবনের জমির যথাযথ ভাগ অংশ চাতাল ইত্যাদি।
** সংশ্লিষ্ট ১৩(২) অধীনে পূর্বে ইস্যুকৃত বাতিল/প্রত্যাহৃত।

তারিখ : ১২.০৯.২০২৫, স্থান : কলকাতা — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

বঁক ऑफ इंडिया Bank of India BOI Relationship beyond banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
বারাসাত জোন
৩য় তল, ডিডি-২, সল্টলেক, সেক্টর ১, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০০৬৪

ভেহিকেলের ই-নিলাম বিক্রয়

ই-অকশন অনুষ্ঠিত হবে ০৯.১০.২০২৫ তারিখে

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে যে, ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে একাধিকবার ব্যাঙ্কের নিকট নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ বকেয়া পরিশোধের জন্য নোটিশ পাঠানোর পরও ব্যাঙ্কের বকেয়া দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। ফলে ব্যাঙ্ক নিম্নোক্ত ভেহিকেলগুলি বাজেয়াপ্ত করেছে। **ভেহিকেল অনলাইনে ই-নিলাম/ডাকের মাধ্যমে ওয়েবসাইট মাধ্যমে https://baanknet.com/eauction-psb ৯.১০.২০২৫ তারিখে সকাল ১১ টা থেকে ৫ টার মধ্যে বিক্রি করা হবে। ভেহিকেল "যেখানে যেমন আছে", "যা আছে", "যে অবস্থায় আছে"** ভিত্তিতে ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার বকেয়া পরিমাণ ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের সারণিতে উল্লিখিত মতে কাছ থেকে আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে। ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ, বকেয়া পরিমাণ, অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা নিম্নে প্রদত্ত হল।
ঋণগ্রহীতাগণকে আবারও একবার উক্ত তারিখের পূর্বে ব্যাঙ্কের মোট বকেয়া সুদ , শুল্ক, ব্যয় সহ পরিশোধ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে এবং আপনাদের ভেহিকেল হেফাজতে নিতে, ব্যর্থ হলে তা বিক্রি করা হবে এবং আপনাদের অ্যাকাউন্টে তা সমন্বিত হবে।

ক্রম নং	শাখা (যোগাযোগ নং)/ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা/বকেয়া পরিমাণ (২০.০৬.২০২৫) অনুযায়ী	ভেহিকেলের বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য / বায়না জমা (ইএমডি) / ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ	পার্কিং বিস্তারিত
১	**চাকদহ শাখা (+৯১৭৬০২৭৫১৯৬১)/ ঋণগ্রহীতা : শ্রী অম্বিকা সরকার** **ঠিকানা :** বল্লভপুর, অরবান্দি,শান্তিপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১১২১ **মোট বকেয়া ১০,৭২,৮১৩ টাকা, ২০.০৬.২০২৫ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ এবং ব্যয়।	মেক: মহিন্দ্রা অ্যান্ড মহিন্দ্রা লি., মডেল নাম: MAHINDRA XUV300 W8 O PM BS6 MT ইঞ্জিন নং: NPPZD83025 চেসিস নং: MA1NM2NP1P2D76624 রেজি. নং: WB 52 BM 4149	৮,৩৯,০০০ টাকা ৮৩,৯০০ টাকা ১০,০০০ টাকা	বেঙ্গল পার্কিং, আলগড়িয়া,ময়না, দত্তপুকুর,উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১২৫।

যানবাহন পরিদর্শনের তারিখ ও সময় : ০৪-১০-২০২৫ সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৩.০০ টা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট স্টক ইয়ার্ডে।
ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ০৯-১০-২০২৫ বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত

নিয়ম এবং শর্তাবলী

১) নিলাম বিক্রয় / বিডিং শুধুমাত্র **"অনলাইন বিডিং প্রক্রিয়া" এর মাধ্যমে "যেখানে যেমন আছে" এবং "যেখানে যা আছে" এবং "যে অবস্থায় আছে"** ভিত্তিতে ওয়েবসাইট/ই-নিলাম পোর্টাল **https://baanknet.com/eauction-psb/** এর মাধ্যমে করা হবে।
২) নিলামের তারিখের অনেক আগে BAANKNET দ্বারা অনুসরণ করা পদ্ধতি অনুসারে প্রয়োজনীয় KYC নথি এবং নিবন্ধন ফি প্রদান করে BAANKNET-এ নিজেদের নিবন্ধিত করতে হবে।
৩) **ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ০৯-১০-২০২৫ সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত, প্রতিটি সম্পত্তির জন্য ১০ মিনিটের স্বয়ংক্রিয় এক্সটেনশন সহ। ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ০৯-১০-২০২৫ বিকাল ৫টা পর্যন্ত।** নিলাম সংরক্ষিত মূল্য এবং প্রথম বর্ধিত মূল্যের উপর শুরু হবে। সম্পত্তি সংরক্ষিত মূল্য এবং প্রথম বর্ধিত মূল্যের নীচে বিক্রি করা হবে না।
৪) ইচ্ছুক দরদাতাকে তার ইএমডির পরিমাণ তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS ট্রান্সফারের মাধ্যমে BAANKNET-এ রক্ষিত তার দরদাতার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে **https://baanknet.com/eauction-psb**/-এর মাধ্যমে হস্তান্তর করতে হবে।
৫) ইচ্ছুক দরদাতাকে নিলামের তারিখের কমপক্ষে একদিন আগে ইএমডি স্থানান্তরিত করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে এবং নিশ্চিত করতে হবে যে BAANKNET-এ রক্ষিত তার ওয়ালেটে ইএমডির পরিমাণ প্রতিফলিত হচ্ছে।
৬) অনুমোদিত কর্মকর্তা/ব্যাংকের সর্বোত্তম জ্ঞান এবং তথ্য অনুসারে, সম্পত্তি/গুলি সম্পর্কে কোনও দায়বদ্ধতা নেই। তবে, ইচ্ছুক দরদাতাদের তাদের দর জমা দেওয়ার আগে, নিলামে তোলা সম্পত্তি/গুলি সম্পর্কে দায়বদ্ধতা, মালিকানা/দাবি/বকেয়া সম্পর্কে তাদের নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করা উচিত। ই-নিলাম বিজ্ঞাপনটি কোনও প্রতিশ্রুতি বা ব্যাংকের কোনও প্রতিনিধিত্ব গঠন করে না এবং এটিকে বিবেচনা করা হবে না। সম্পত্তিটি ব্যাংকের জানা বা অজানা, বিদ্যমান এবং ভবিষ্যতের সমস্ত দায়বদ্ধতা সহ বিক্রি করা হচ্ছে। অনুমোদিত কর্মকর্তা/সুরক্ষিত পাওনাদার কোনও তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/পাওনার জন্য কোনওভাবেই দায়ী থাকবেন না। আগ্রহী দরদাতাদের দায়িত্ব হবে দরপত্র জমা দেওয়ার আগে সম্পত্তি পরিদর্শন করা এবং তাদের সন্তুষ্ট করা।
৭) উপরে উল্লেখিত তফসিলে উল্লেখিত বিশদ বিবরণ অনুমোদিত কর্মকর্তা / ব্যাংকের সর্বোচ্চ তথ্যের জন্য উল্লেখ করা হয়েছে। অনুমোদিত কর্মকর্তা এবং / অথবা ব্যাংক এই পাবলিক নোটিশে কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা বাদ পড়ার জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে না।
৮) **সম্পত্তি পরিদর্শনের জন্য আগ্রহী দরদাতারা সংশ্লিষ্ট শাখা প্রধান, মো - +৯১৯৩০৮৩৩৭৫০৫ অথবা পুনরুদ্ধার বিভাগের মো - + ৯১৯৮৭৪৪৮৬৬৫৩, বারাসত জোনাল অফিস, ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, সল্টলেকের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।**
৯) সফল দরদাতার বায়না জমা (ইএমডি) আংশিক বিক্রয় বিবেচনার জন্য রাখা হবে। ইএমডি এবং পরবর্তী দরপত্রের অর্থ জমার উপর কোনও সুদ প্রযোজ্য হবে না। সফল দরদাতাকে বিক্রয়ের ১ দিনের মধ্যে ইতিমধ্যেই পরিশোধিতইএমডি এবং চূড়ান্ত দরপত্রের অবশিষ্ট পরিমাণ বিক্রয়ের ১৫ দিন আগে বা তার আগে সমন্বয় করে চূড়ান্ত দরপত্র মূল্যের ২৫ শতাংশ জমা দিতে হবে। সফল দরদাতা কর্তৃক জমা দেওয়া অর্থে ব্যর্থতার ফলে ইতিমধ্যে জমা দেওয়া সম্পূর্ণ অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং গাড়িটি পুনরায় নিলামে তোলা হবে এবং সম্পত্তি/পরিমাণের উপর খেলাপি দরদাতার কোনও দাবি/অধিকার থাকবে না।
১০) ই-নিলামের জন্য ব্যাংক/অনুমোদিত কর্মকর্তা/পরিষেবা প্রদানকারীর সাইটে প্রবেশে কোনও বাধা বা বিলম্বের জন্য দরদাতাদের প্রতি কোনও দায় থাকবে না, কারণ যাই হোক না কেন।
১১) ই-নিলামে অংশগ্রহণের আগে দরদাতাদের পরিষেবা প্রদানকারী কর্তৃক গৃহীত ই-নিলামের শর্তাবলী এবং পদ্ধতিগুলির স্বীকৃতি জমা দিতে হবে। দরদাতা কর্তৃক জমা দেওয়া দরপত্র বাতিল/প্রত্যাহার করা যাবে না এবং দরদাতা চূড়ান্ত দরপত্র মূল্যে সম্পত্তি কিনতে বাধ্য থাকবেন। দরপত্রদাতার পক্ষ থেকে এখানে উল্লিখিত ই-নিলামের কোনও শর্তাবলী মেনে চলতে ব্যর্থ হলে খেলাপি দরদাতার দ্বারা প্রদত্ত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে।
১২) বিক্রয়ের সাধারণ শর্তাবলী সম্বলিত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি নিম্নলিখিত ওয়েবসাইট/ওয়েবপেজ পোর্টালে উপলব্ধ/প্রকাশিত (১) **https://baanknet.com/eauction-psb/** (২) **www.bankofindia.co.in.**
১৩) ই-নিলাম প্রক্রিয়ার আগে বা চলাকালীন কোনও অসুবিধা বা সহায়তার প্রয়োজন হলে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর অনুমোদিত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ করতে পারেন **(https://baanknet.com/eauction-psb/)**, যার বিবরণ ই-নিলাম পোর্টালে পাওয়া যাবে।
১৪) সমস্ত বিধিবদ্ধ পাওনা / অ-বিধিবদ্ধ পাওনা / প্রযোজ্য স্ট্যাম্প শুল্ক / অতিরিক্ত স্ট্যাম্প শুল্ক / স্থানান্তর চার্জ / সমস্ত ফি / মূল্যায়ন চার্জ / নিবন্ধন চার্জ, স্ট্যাম্প শুল্ক, কর, প্রযোজ্য টিডিএস ইত্যাদি সহ অন্যান্য পাওনা সফল দরদাতাকে বহন করতে হবে।
১৫) খেলাপি দরদাতার জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত হলে, সম্পত্তির উপর বা পরবর্তীতে বিক্রি করা অর্থের কোনও অংশের উপর তার দাবি থাকবে না।
১৬) অনুমোদিত কর্মকর্তা/ব্যাংক গ্রহণযোগ্য না হলে যেকোনো দরপত্র গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অথবা যেকোনো সময় নিলামের শর্তাবলী স্থগিত/বাতিল/স্থগিত/বন্ধ করার অথবা পরিবর্তন করার অধিকার সংরক্ষণ করে, যদি কোনও কারণ না দেখিয়ে এবং এই বিষয়ে তার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে। সফল দরদাতার ঘোষণার বিষয়ে অনুমোদিত কর্মকর্তা/ব্যাংকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত এবং সকল দরদাতার জন্য বাধ্যতামূলক হবে।
১৭) ইন্টারনেট বিভ্রাট, বিদ্যুৎ বিভ্রাট বা কারিগরি কারণ বা ই-নিলামকে প্রভাবিত করে এমন কোনও কারণ/আকস্মিকতার জন্য ব্যাংক দায়ী থাকবে না।
১৮) সম্পূর্ণ বিক্রয় মূল্য গ্রহণ এবং সুরক্ষিত পাওনাদার কর্তৃক বিক্রয় নিশ্চিতকরণের পরে বিক্রয় শংসাপত্র জারি করা হবে। বিক্রয় শংসাপত্র সফল দরদাতার নামে জারি করা হবে। দরপত্র জমা দেওয়া/নিলামে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারও বিক্রয় শংসাপত্রে নাম পরিবর্তনের অনুরোধ গ্রহণ করা হবে না।
১৯) ব্যর্থ দরদাতার ইএমডি তাদের নিজ নিজ ওয়ালেটে ফেরত দেওয়া হবে যা BAANKNET-এ রক্ষিত থাকবে। দরদাতাকে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ফেরত দেওয়ার জন্য BAANKNET-এর কাছে একটি অনুরোধ করতে হবে। দরদাতারা কোনও সুদ, খরচ, খরচ এবং অন্য কোনও চার্জ (যদি থাকে) দাবি করতে পারবেন না।
২০) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ অর্থ প্রদানের পরে স্টক ইয়ার্ড থেকে সমস্ত যানবাহন (গুলি) ডেলিভারি নেওয়ার জন্য সফল দরদাতারা সম্পূর্ণরূপে দায়ী।

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৩.০৯.২০২৫

স্বা/-অনুমোদিত অফিসার
ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

ডানকুনি টাউনে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে

তৃণমূলের নবনিযুক্ত যুব সভাপতির বিরুদ্ধে সরব দলেরই কাউন্সিলররা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডানকুনি: হুগলির ডানকুনিতে শাসকদলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে। সম্প্রতি ডানকুনির শাসকদলের যুব সভাপতির বিরুদ্ধে তৃণমূল কাউন্সিলর সরব হওয়া নিয়ে রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে। ডানকুনি টাউন তৃণমূল কংগ্রেসের নবনিযুক্ত যুব সভাপতি জিয়ারুল আকানের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক ডানকুনি পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সূর্য দে। জিয়ারুল আকানকে যুব সভাপতি হিসেবে মানছেন না জানিয়ে সূর্য দে আরও বলেন, 'জিয়ারুল আকান একটা ক্রিমিনাল। নিয়ম করে প্রতিদিন বারে যাওয়াই তার কাজ। রাজনীতি না করেই পদ পেয়েছে আইপ্যাকের রিপোর্টে।' কীভাবে আইপ্যাক জিয়ারুলকে পদ দেওয়ার যোগ্য হিসেবে বিবেচনা করল, তার প্রমাণ দেখাতে হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন সূর্য দে।

উল্লেখ্য, রবিবার সন্ধেয় একাধিক জেলার সাংগঠনিক পদাধিকারীদের নামের তালিকা প্রকাশ করে তৃণমূল। সেখানে ডানকুনি টাউন তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সভাপতি হিসাবে জিয়ারুল আকানের নাম প্রকাশ করা হয়। এরপরই সাংবাদিক বৈঠক করেন ডানকুনি পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সূর্য দে। তাঁর বক্তব্য, 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওর বিষয়ে কিছুই জানেন না। নিচুতলার কিছু ব্যক্তি ভুল বার্তা দিয়েছে দলকে। এবং জিয়ারুল আকানকে ডানকুনি টাউনের যুব সভাপতি করা হয়েছে। একটা ক্রিমিনালকে কীভাবে যুব সভাপতি করা হয়েছে তা খতিয়ে দেখতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আইপ্যাককেও দেখাতে হবে কবে দল করেছে জিয়ারুল।' তাঁর আরও দাবি, 'আমাদের লক্ষ্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে জেতানো। কিন্তু নিচুতলার কিছু লোক গন্ডগোল করে ছেড়ে দিচ্ছে।' তাঁর বক্তব্য, সিপিএমের আমলে অনেক কেস দেওয়া হয়েছে তাঁকে ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের। কিন্তু, তিনি লড়াই করে গিয়েছেন। আর জিয়ারুল কোনওদিনও রাজনীতিই করেননি বলে তৃণমূল এই কাউন্সিলরের দাবি। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, 'জিয়ারুল আকানকে সভাপতি মানব না। দল তাড়িয়ে দিলেও কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু জিয়ারুল আকানকে যুব সভাপতির পদ থেকে সরাতে হবে। জিয়ারুল আকানের বাজে চরিত্র। একাধিক নারীতে আসক্ত। জিয়ারুল আকানকে ডানকুনি শহর তৃণমূল কংগ্রেস মানবে না। কারখানায় স্ক্র্যাপের মাল তোলা থেকে বারে যাওয়া তার নিত্য কাজ।'

সূর্য দে আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, 'আমি মার্ডার হয়ে যেতে পারি, তাও বলব। যে পার্টিটাই কোনওদিন করেনি, সে সভাপতি কী করে হয়? যাকে খুশি সভাপতি করা হোক, কিন্তু জিয়ারুল আকানকে নয়। আমাকে শোকজ বা সাসপেন্ড করলে মাথা পেতে মেনে নেব। কিন্তু তার আগে জিয়ারুল আকানের বিরুদ্ধে মামলাগুলো দেখা হোক। জিয়ারুল আকান আমাকে মার্ডার করতে পারে। আমি মার্ডার হলে জিয়ারুল আকান দায়ী থাকবে।'

সূর্য দের বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন ডানকুনি পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর হাসান মণ্ডল। জিয়ারুল কখনও রাজনীতি করেননি বলে তিনিও দাবি করেন। হাসান মণ্ডল বলেন, 'গত তিনটে নির্বাচনে জিয়ারুল আকনকে দলের সঙ্গে থাকতে দেখিনি। তবে তৃণমূলকে পরাস্ত করার জন্য কাজ করেছে। বিরোধীদের স্ট্রং করার জন্য লাখ লাখ টাকা খরচ করেছে। যুব সভাপতি হিসাবে মেনে নেওয়া যায় না। সূর্য যা বলেছে সব সত্যি। মদের বারের সামনে থেকে জিয়ারুলকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। সন্ধে হলেই বারে যাওয়া রুটিং ছিল। সিসিটিভি দেখলেই প্রমাণ পাওয়া যাবে। দলকে ভুল বার্তা দেওয়া হয়েছে। দলকে চিন্তাভাবনা করার অনুরোধ করব।' তাঁর বিরুদ্ধে দলেরই দুই কাউন্সিলর সরব হওয়ার পর জিয়ারুল আকান বলেন, 'একটা পরিবারে থাকতে গেলে অশান্তি হয়। সূর্য আর আমার দাদা ভাইয়ের সম্পর্ক। দাদা ভাইয়ের সম্পর্ক ঠিক হয়ে যাবে। এটা নিয়ে যা করার দল করবে। আমাকে দল যে দায়িত্ব দিয়েছে পালন করব।' অন্যদিকে এই নিয়ে শাসকদলকে কটাক্ষ করেছে বিরোধীরা। বামেদের ডানকুনি এরিয়া কমিটি সম্পাদক মনোজ গায়েন বলেন, 'তৃণমূল আপদমস্তক চোর, দুর্নীতিগ্রস্ত দল। এতদিন বাংলার মানুষ যা বলে আসছিলেন, সেটা তৃণমূল কাউন্সিলর স্বীকার করে নিলেন।'

একজন রাজনৈতিক ব্যক্তির সবথেকে বড় পরিচয় মানুষের ভরসা: কল্যাণ

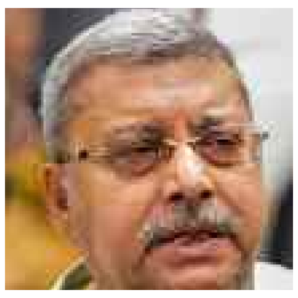

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: সম্প্রতি ডানকুনি টাউন তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সভাপতি হিসাবে জিয়ারুল আকানের নাম প্রকাশ হওয়ার পর তাঁর সম্পর্কে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন ডানকুনি পুরসভার কাউন্সিলর সূর্য দে ও কাউন্সিলর হাসান মণ্ডল। তারপরই সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বার্তা, 'কিছু পেলাম না বলে যদি কেউ দলের বিরোধিতা করে, তবে সে দলের শত্রু। তার সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই।' ডানকুনি বিতর্কে একথাই বললেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এভাবেই কার্যত তিনি ড্যামেজ কন্ট্রোলের চেষ্টা করছেন বলে মনে করছেন বিরোধীরা। পাশাপাশি যারা বিতর্ক তৈরি করছে, সেই নেতাদের প্রচ্ছন্ন হুঁশিয়ারিও দিলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

রবিবার সন্ধ্যায় চণ্ডীতলার একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেন কল্যাণ। অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে তিনি বলেন, 'একটা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সবথেকে বড় পরিচয় হল যে তাঁর উপর মানুষ ভরসা করবে। কে কী পদ পেল, সেটা বড় কথা নয়। কিন্তু কিছু পেলাম না বলে যদি কেউ দলের বিরোধিতা করে, সে দলের শত্রু। তার সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই। তর্ক বিতর্ক ভিতরে হবে, যা হওয়ার যা করার চেষ্টা করা হবে, এর বাইরে কিছু নয়। সবাই সবকিছু পায় না। যে যেটুকু পায়, সেটা যে মেনে নিতে পারে, সে আনন্দে থাকে।'

কল্যাণের মন্তব্যের পরই সুর নরম কাউন্সিলর সূর্য দে-র। তিনি বলেন, 'কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় যা বলেছেন ঠিক বলেছেন। আমিও দলের বিরুদ্ধে কিছু বলিনি। উনি আমার জন্য এই কথা বলেননি।' অন্যদিকে, হাসান মণ্ডল এই বিষয়ে আর মুখ মুলতে চাননি। উল্লেখ্য গত শনিবার সন্ধ্যায় একাধিক জেলার সাংগঠনিক পদাধিকারীদের নামের তালিকা প্রকাশ করে তৃণমূল। জিয়ারুল আকানকে ডানকুনি টাউনের যুব সভাপতি করা হয়েছে। সেই নাম প্রকাশের পরই সাংবাদিক বৈঠক করে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন কাউন্সিলর হাসান মণ্ডল ও কাউন্সিলর সূর্য দে। তাঁরা বলেন, 'জিয়ারুল আকান একটা ক্রিমিনাল। নিয়ম করে প্রতিদিন বারে যাওয়াই তাঁর কাজ। রাজনীতি না করেই পদ পেয়েছে আইপ্যাকের রিপোর্টে।'

নিজের মেয়েকে আছড়ে খুনে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বাবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: নিজের চার মাসের কন্যাকে খুনের মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হল বাবার। পাশাপাশি ২০ হাজার টাকা জড়িমানা ও অনাদায়ে ছয় মাস জেল। সোমবার আরামবাগ মহকুমা আদালতের বিচারক অসীমা পাল এই রায় ঘোষণা করেন। অভিযোগ, পুরশুড়া থানার ফুলপুকুর গ্রামের দিনমজুর সমীর মালিক পরপর দুই কন্যাসন্তান হওয়ায় ছোট মেয়েকে সহ্য করতে পারতেন না। কান্নাকাটি করলেই শিশুটিকে খুনের হুমকি দিতেন। ২০২২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি রাতে স্ত্রী প্রিয়া মালিক বাইরে গেলে, সেই সুযোগে সমীর চার মাসের কন্যাকে পা ধরে আছড়ে খুন করে। কান্না শুনে ছুটে আসতেই স্ত্রীকেও খুনের চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। পরদিন প্রিয়াদেবী পুরশুড়া থানায় লিখিত অভিযোগ জানান। পুলিশ দ্রুত সমীরকে গ্রেপ্তার করে এবং মামলা শুরু হয়। প্রায় আড়াই বছর ধরে আদালতে শুনানি চলার পর অবশেষে বিচারক অসীমা পাল দোষী সাব্যস্ত করে সমীর মালিককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন। উল্লেখ্য, এই ঘটনায় স্পষ্ট হয়ে গেল কন্যাসন্তান জন্মকে এখনও অনেক পরিবারে বোঝা হিসেবে দেখা হয়। কিন্তু এই ধরনের মানসিকতা শুধু নারীর প্রতি বৈষম্যের পরিচয়ই নয়, সমাজকেও কলঙ্কিত করে। আদালতের এই রায় শুধু একটি পরিবারের নয়, সমগ্র সমাজের জন্য এক সতর্কবার্তা। এমনটাই মনে করেন সমাজের বুদ্ধিজীবী মানুষ। এই বিষয়ে আরামবাগ মহকুমা আদালতের সরকারি আইনজীবী অনুপ কুমার দে বলেন, 'চিকিৎসকের সাক্ষীতে পাওয়া গেছে আচ্ছাড়ে ছোট মেয়েটিকে মারা হয়েছে। সমস্ত সাক্ষী শুনে ৩০২ ধারায় খুন করা হয়েছে বলে প্রমান হয়েছে। সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, ২০ হাজার টাকা জড়িমানা ও অনাদায়ে ছয় মাসের জেল দিয়েছেন বিচারক।'

পূর্ব বর্ধমান মহিলা থানার উদ্যোগে স্বয়ংসিদ্ধা কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের মহিলা থানার উদ্যোগে বর্ধমান সহোযোদ্ধার ব্যবস্থাপনায় সোমবার বেলকাশ পঞ্চানন পাবলিক ইনস্টিটিউশন হাই স্কুলে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল স্বয়ংসিদ্ধা কর্মসূচি। এই কর্মসূচিতে মহিলা পুলিশ অফিসার ইতু ঘোষ স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের শেখান বর্তমান সময়ে কিভাবে পড়াশোনার পাশাপাশি নিজেকে তৈরি করবে, এবং সমাজে প্রতিষ্ঠা করবে নিজেকে। একইসঙ্গে অন্যায়ের বিরুদ্ধে কিভাবে রুখে দাঁড়াবে, নিজেদেরকে সুরক্ষিত রাখবে সবকিছু বিষয় নিয়ে পড়ুয়াদের সচেতনতার বার্তা দেন তিনি।

এরমধ্যে যেমন মানব পাচার, পক্সো, কম বয়সে বিয়ে-সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচি করা হয়। পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে তাঁদেরও প্রশ্ন শোনা হয়। পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের মহিলা থানা ধারাবাহিকভাবে এই কর্মসূচি করে আসছে বিভিন্ন স্কুল-সহ বিভিন্ন জায়গায়। যাতে ছাত্রছাত্রীরা সচেতন হতে পারে এবং নিজেদেরকে পড়াশোনা-সহ বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী করে তুলতে পারে। আইনকে কিভাবে ব্যবহার করবে, সেই বিষয়েও শিক্ষা দেওয়া হয় এদিন জেলা পুলিশের মহিলা থানার পক্ষ থেকে। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান মহিলা থানার পুলিশ অফিসার ইতু ঘোষ, বর্ধমান সহযোদ্ধার পক্ষ থেকে সুচিত্রা মাল, বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক সঞ্জীব মুখার্জি-সহ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী-সহ অন্যান্য সম্মানীয় ব্যক্তিরা।

বকেয়া বেতন মেটানোর দাবি

কর্মবিরতির ডাক মালদা মেডিক্যালের অস্থায়ী কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: দুই মাসের বকেয়া বেতন ও পুজোর বোনাসের দাবিতে ফের কর্মবিরতির ডাক দিয়ে আন্দোলনে সামিল হলেন মালদা মেডিক্যাল কলেজের শতাধিক অস্থায়ী কর্মীরা। সোমবার সকাল থেকে কাজ বন্ধ রেখে মালদা মেডিক্যাল কলেজের ভবনের সামনে বিক্ষোভে বসেন ওই অস্থায়ী কর্মীরা। মালদা মেডিক্যাল কলেজের অস্থায়ী কর্মী বিট্টু ভকত জানিয়েছেন, বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে ১৭৭ জন অস্থায়ী কর্মী রয়েছেন। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে হাউসকিপিং ওয়ার্ড বয়, ওয়ার্ড গার্ল ও সিকিউরিটি পদে নিযুক্ত রয়েছেন তাঁরা। বিগত দুই মাস ধরে নিয়মিত তাঁদের বেতন দেওয়া হচ্ছে না। যদিও বা কখনো বেতন দেওয়া হয়েছিল তাতে এক মাসের বেতন রেখে বকেয়া বেতন পরিশোধ করা হয়। দীর্ঘদিন ধরেই এই সমস্যা রয়েছে। পুজোর মাসে এখন পর্যন্ত বেতন না মেলায় সমস্যায় পড়তে হচ্ছে এই কর্মীদের। প্রথমে এই সংস্থার পক্ষ থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর বেতন দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। তারপরও বেতন পাননি কর্মীরা। একের পর এক তারিখ দিয়েছে কিন্তু বেতন হয় নি। তাই সোমবার কাজ বন্ধ রেখে বিক্ষোভ দেখান ওই অস্থায়ী কর্মীরা। অস্থায়ী কর্মীদের কর্ম বিরতির ফলে হাসপাতালের পরিষেবায় সমস্যা হয়। মালদা মেডিক্যাল কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল ডা. প্রসেনজিৎ বর জানিয়েছেন, 'বিষয়টি শুনেছি। অস্থায়ী কর্মীদের কর্মবিরতি তুলে নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। যাতে করে চিকিৎসা পরিষেবা স্বাভাবিক থাকে সেই বিষয়টিও দেখা হচ্ছে। এক্ষেত্রে মেডিক্যাল কলেজের কোনও ভূমিকা নেই। তবুও ওই বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে আলোচনা করে সমস্যা মেটানোর চেষ্টা চালানো হচ্ছে।'

আদিবাসী রমণী সরস্বতী হাঁসদার হাতে পূজিতা হন দেবী দশভুজা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: আদিবাসী রমণী সরস্বতী হাঁসদার হাতে পূজিতা হন দেবী দুর্গা। হীড়বাঁধের প্রত্যন্ত গ্রাম দোমোহানির এই পুজোয় এখানে নেই থিমের চাকচিক্য, নেই আলোর জৌলুস। সাঁওতালি ভাষাতেই মন্ত্রোচারণে দীর্ঘ প্রায় ২৩ বছর ধরে নিয়ম ও নিষ্ঠাভরে দেবী দুর্গার আবাহন করে আসছেন জঙ্গলমহলের আদিবাসী রমণী সরস্বতী হাঁসদা। সারা বছর নিত্য পুজো হলেও সপ্তমী থেকে দশমী নিয়ম মেনেই এখানে

পুজো করেন সরস্বতী দেবী। তবে প্রথানুযায়ী সারাবছর প্রতিমা রেখে পুজো হলেও শারদীয়া দুর্গোৎসব শেষে বিজয়া দশমীর দিন পুরনো প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে নতুন প্রতিমা আবার সারা বছর রেখে দেওয়া হয়। কিন্তু দু'দশক আগে যখন এই পুজো শুরু হয়, সেই শুরুর দিনগুলো খুব সুখের ছিলনা সরস্বতী হাঁসদা ও তাঁর পরিবারের লোকেদের কাছে। আদিবাড়ি রাজাডালি থেকে এক প্রকার বিতাড়িত হয়েই দোমোহানি গ্রামে ননদের বাড়িতে আশ্রয় নেন সরস্বতী। এখানে এসেও সমস্যার শেষ নেই। আদিবাসী সমাজে মূর্তি পুজোর প্রচলন নেই। ফলে দেবী দুর্গার মূর্তি তৈরি করে পুজোর বিরোধিতা করেছিলেন আদিবাসী সমাজের অনেকেই। বিষয়টি থানা-পুলিশ পর্যন্ত গড়ায়। সমস্ত ঝড় ঝাপটা সহ্য করে নিজেদের লক্ষ্যে অবিচল ছিলেন চার সন্তানের জননী সরস্বতী হাঁসদা। শুরুর দিন গুলিতে স্বপ্নাদেশে পুজোর শুরু করতে গিয়ে বাধা পেলেও এখন গ্রামের সবাই অপেক্ষা করে থাকেন বছরের এই চারটি দিনের জন্য। তাই এখন আর হাঁসদা বাড়ির পুজো নয়, এই পুজো এখন সার্বজনীন।

জমি দিয়ে মেলেনি ক্ষতিপূরণ, বিক্ষোভে আদিবাসী সমাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুরিয়া: জামুরিয়া বিধানসভার অন্তর্গত হিজলগড়া নিমাইডাঙা ও বাবুডাঙার আদিবাসী সম্প্রদায়ের সদস্যরা কারখানা কর্তৃপক্ষকে জমি দিয়েও জমির মূল্য পায়নি বলে অভিযোগ। তাই এদিন এলাকার একটি বেসরকারি কারখানার সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন তাঁরা।

আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রধান রামেশ্বর মোশরাম বলেন, '২০২৪ সালে তুলসি নামে এক আদিবাসী মহিলা তাঁর জমি কোম্পানির কাছে বিক্রি করেছিলেন। কিন্তু এখনও তাঁর টাকা পরিশোধ করা হয়নি। কোম্পানির কাছে বারবার অনুরোধ করা হয়েছে, কিন্তু তাঁরা কেবল আশ্বাসই দিয়েছেন। এখনও কোনও ইতিবাচক সাড়া পাননি। তাঁরা এখনও তাদের জমির বকেয়া টাকা পাননি। তাই এই প্রতিবাদ।' এর ফলে আদিবাসী সম্প্রদায় কোম্পানির গেটের সামনে বিক্ষোভ করতে বাধ্য হয়েছে। যদি তাঁদের দাবি পূরণ না হয়, তাহলে ভবিষ্যতে বিভিন্ন আদিবাসী সংগঠনকে নিয়ে আরও বৃহত্তর বিক্ষোভ শুরু করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। তুলসি দেবীর ছেলে কৃষ্ণ হেমব্রম বলেন, '৪ অক্টোবর, ২০২৪ সালে তাঁর মা এই কোম্পানির কাছে জমি বিক্রি করেছিলেন এবং তাঁকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল জমির বিনিময়ে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে কিন্তু এখনও কোনও ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায়নি। সে কারণেই আজকের এই বিক্ষোভ।'

মৌতড়ে মেগা রক্তদান ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: দুর্গাপুজোর আবহে রক্ত সংকট মেটাতে পুরুলিয়া জেলা পরিষদের সদস্য অভিজিৎ মুখার্জীর উদ্যোগে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের মৌতড় মানভূম আইটিআই কলেজ প্রাঙ্গণে প্রতিবোধায়ন চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মৌতড় আশ্রম এবং অলিভ মেডিক্লিনিক মৌতড়ের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হল মেগা রক্তদান শিবির ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির। এদিন ফিতে কেটে ও প্রদীপ প্রজ্বালনের মধ্য দিয়ে এই শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন পুরুলিয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি নিবেদিতা মাহাতো। সভাধিপতি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পুরুলিয়া জেলা পরিষদের কোমেন্টর সহদেব মাহাতো, প্রাক্তন বিধায়ক উমাপদ বাউড়ি ও মিনু বাউড়ি। রঘুনাথপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিম্পা চক্রবর্তী, পাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দীপক কুম্ভকার। বিশিষ্ট সমাজসেবী সঞ্জয় মাহাথা-সহ বহু বিশিষ্টজনেরা।

মেটিরিয়াল টেস্টিং ল্যাব, রাজ্যের মধ্যে প্রথম উদ্যোগ পঞ্চায়েতের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: জেলার অন্যত্র থাকলেও পঞ্চায়েতে এমন উদ্যোগ রাজ্যে প্রথম। ফলে 'মেটিরিয়াল টেস্টিং ল্যাব' তৈরি করে নজির গড়লো বারাসাত ১ নম্বর ব্লকের ছোট জাগুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত। সেই ল্যাব্যের উদ্বোধন করলেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ। এবার এই ল্যাব থেকে উপকৃত হবে আশেপাশের বহু পঞ্চায়েত। ফলে রাস্তা বা কোনকিছু তৈরি এবং সংস্কারের ক্ষেত্রে সঠিক মাল দেওয়া হচ্ছে কিনা তা সহজেই ধরা যাবে এই ল্যাবের পরীক্ষায়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্নীতি বন্ধের জন্য যে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছেন তারই উদাহরণ এই 'মেটিরিয়াল টেস্টিং ল্যাব'। রাস্তা তৈরিতে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ তুলে বরাত পাওয়া ঠিকাদারের বিরুদ্ধে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভ, অবরোধের ঘটনা অনেকক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে। গ্রামের মানুষের এই অভিযোগ দূর করতেই এবার বিশেষ উদ্যোগ নিল বারাসত ১ নম্বর ব্লকের তৃণমূল পরিচালিত ছোটজাগুলিয়া পঞ্চায়েত। ঠিকাদাররা রাস্তা তৈরিতে সঠিকভাবে সামগ্রী ব্যবহার করছেন কি না, তা যাচাই করতেই 'মেটিরিয়াল টেস্টিং ল্যাব' চালু করল পঞ্চায়েত। রাস্তা তৈরির সামগ্রীর অংশ পঞ্চায়েতের এই পরীক্ষাগারে পরীক্ষার পরেই এর গুনগত মান সম্পর্কে জানতে পারবেন পঞ্চায়েতের প্রধান থেকে আধিকারিকেরা। ফলে, বরাত পাওয়া সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারবে পঞ্চায়েত। রাজ্যের মধ্যে এই প্রথম এই ধরনের পরীক্ষার চালু হল ছোটজাগুলিয়া পঞ্চায়েতের বারাসাত ১ নম্বর ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক রাজীব দত্ত চৌধুরীর উদ্যোগে। মেটিরিয়াল টেস্টিং ল্যাবের পাশাপাশি পঞ্চায়েতের নতুন ভবন এবং বাড়ি বাড়ি পানীয় জল সরবরাহের চারটি গাড়ির উদ্বোধন করেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ। এই তিনটি প্রকল্পের জন্য রাজ্য সরকারের খরচ হয়েছে ৯০ লক্ষ টাকা। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বারাসতের বিধায়ক চিরঞ্জিত চক্রবর্তী, পঞ্চায়েতের প্রধান অমল দাস, বিডিও রাজীব দত্ত চৌধুরী, বারাসত ১ ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হালিমা বিবি-সহ অন্যান্যরা।

পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু, রাস্তা অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুরিয়া: সড়ক দুর্ঘটনায় এক মধ্যবয়সী ব্যক্তির মৃত্যু, পরিবারের জন্য পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণের দাবিতে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ। ঘটনাটি ঘটেছে জামুরিয়া থানা এলাকার জাদুডাগায়। আখলপুর ইন্দ্র কলোনি এলাকার বাসিন্দা ৪২ বছর বয়সি লালজি তুরিড়ের দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়। উল্লেখ্য, তিনি প্রতিদিনের মতো কাজ শেষ করে সাইকেলে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় একটি গাড়ির ধাক্কায় তিনি মারা যান। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। ক্ষুব্ধ মানুষ জাদুডাগার কাছে জামুরিয়া থেকে রানিগঞ্জ যাওয়ার প্রধান সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। সঙ্গে তাঁর পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণের দাবিতে তোলা হয়। ফলে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়। এ বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা দিলীপ বাউরি জানান, 'আখলপুর ইন্দ্র কলোনির বাসিন্দা ওই ব্যক্তি একজন দিনমজুর ছিলেন। তিনি আজ সকালে যথারীতি কাজে গিয়েছিলেন। বাড়ি ফেরার পথে ঘটে যায় দুর্ঘটনা। এই রুটে দ্রুত গতিতে যানবাহন চলে। আমি পুলিশকে বলব কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে।'

সোমবার হাওড়ার আমতায় উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের অন্তর্গত আমতা থানা এলাকার পুজো কমিটির উদ্যোক্তাদের হাতে দুর্গাপূজার সরকারি অনুদান দেওয়া হল। উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের বিধায়ক ডা. নির্মল মাজি, আমতা ১ বিডিও আদৃতা সমাদ্দার, আমতা ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জয়শ্রী বাগ প্রমুখ।

পথদুর্ঘটনায় মহিলার মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: সোমবার সকালে চন্দ্রকোনা রোডে পথ দুর্ঘটনায় দুর্গা বারিক (৬৩) নামে এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে। গড়বেতা থেকে চন্দ্রকোনা রোডের দিকে আসা একটি লরির তলায় পড়ে যান ওই মহিলা। জানা গিয়েছে, তিনি জাতীয় সড়কের উপর দাঁড়িয়ে থাকা সবজি কিনছিলেন। বহু দিন ধরেই স্থানীয় মানুষদের অভিযোগ, জাতীয় সড়কের উপর ব্যবসা করার ফলে যাতায়াতের প্রচন্ড অসুবিধা হচ্ছে। কিন্তু তাতেও হেলদোল নেই প্রশাসনের। রাস্তা দখল করে ব্যবসা করার কারণেই এদিনে পথদুর্ঘটনা ঘটে বলে স্থানীয় বাসিন্দারা মনে করছেন। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে মৃতদেহটি দেহ উদ্ধার করে। দুর্ঘটনার কারণে জাতীয় সড়কে যান চলাচল কিছুক্ষণের জন্য বিঘ্নিত হয়।

প্রাচীন যুগের ইতিহাস বহন করে আজও কামান দেগে হয় বলি প্রথা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: সেই সময় সামন্ত যুগের রাজাদের অস্ত্রশস্ত্র তৈরির অন্যতম কেন্দ্র ছিল কাঁকসার জঙ্গলমহলের লোহাগুড়ি এলাকা। এখনও নাকি সেখানে তোপ দাগা হয়। তবে সেটা কেবল দুর্গাপুজোর সময়। লহাগুড়ির সরকার পরিবারের দুর্গাপুজো প্রায় ৩২৫ বছরের প্রাচীন। আজও সেই পুজো ইতিহাস বহন করে চলেছে। প্রাচীন রীতি মেনে অষ্টমীর সন্ধিক্ষণে তোপ দেগেই শুরু হয় সন্ধিপুজো।

স্থানীয় ও সরকার পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, কাঁকসা ব্লকের জঙ্গলমহলে সেন বংশ-সহ সামন্ত রাজা ইচ্ছাই ঘোষের একাধিক নিদর্শন রয়েছে। পুরতাত্বিকরা পেয়েছেন সেই নিদর্শন। গড় জঙ্গলের ওই ইতিহাসের সঙ্গে একাধিক দুর্গাপুজোর নানান কাহিনী জড়িয়ে আছে। গড় জঙ্গল লাগোয়া এই গ্রাম লোহাগুড়ি। একসময় ওই গ্রামের নাম ছিল 'লোহার গড়'। সেখানে লোহার কারিগরদের আস্তানা ছিল। ওই কারিগররা লৌহ আকরিক গলিয়ে তৈরি করতেন তরোয়াল, বল্লব ও বর্শা থেকে শুরু করে কামানও। সামন্ত যুগের যে কোনও রাজ্য রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সব অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করা হতো এখানে। এই সমস্ত লোহার তৈরি অস্ত্র যেত সামন্ত রাজা

ইছাই ঘোষের দরবারে। তাঁর শাসনকালে গড়া হতো অসংখ্য যুদ্ধাস্ত্র। তাই লোহাগুড়ি তখন ছিল সেই অস্ত্র সরবরাহের অন্যতম কেন্দ্র। ইতিহাসের সেই সাক্ষী নিয়ে গ্রামের নামের মধ্যেই রয়ে গেছে আকরিক লোহার ছাপ। কালের স্রোতে থেমে গিয়েছে যুদ্ধের হুঙ্কার, নিভে গিয়েছে অস্ত্র গলানোর সেই ভাঁটি। আজও লোহাগুড়ির সরকার বাড়ির দুর্গাপুজো সেই অতীতকে বাঁচিয়ে রেখেছে। পরিবারের প্রাচীন সেই 'খাড়া' ও 'কামান' এখনও দাঁড়িয়ে আছে নিঃশব্দ সাক্ষী হয়ে। প্রতিবছর অষ্টমীর সন্ধিক্ষণে ঐতিহ্য মেনে সেই কামান দাগা হয়। মুহুর্তের জন্য গর্জে ওঠা সেই আওয়াজ যেন ফিরিয়ে আনে সামন্ত যুগের প্রতিধ্বনি। কামানের শব্দে যেন শোনা যায় ইছাই ঘোষের রাজত্বের গৌরবগাথা, যুদ্ধের উত্তাপ আর লোহার আঘাতের ধ্বনি।

তবে কিভাবে এই তোপ দাগা হয় জানেন? এটা শুধু দুর্গাপুজোর আচার নয়, বরং ইতিহাস, আবেগ আর ঐতিহ্যের এক অনন্য মেলবন্ধন। সরকার পরিবারের অষ্টমতম বংশধর বরিষ্ঠ জগবন্ধু সরকার জানান, 'এই পুজো শুধু উৎসব নয়, বরং লোহাগুড়ির ঐতিহ্য, ইতিহাস আর গর্বের সংরক্ষণ। কামানের গর্জন যেন আমাদের পূর্ব পুরুষদের কথা মনে করিয়ে দেয়। রীতি অনুযায়ী এখনও দুর্গাপুজোর আগে গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে গিয়ে নিমন্ত্রণ জানানো হয় পরিবারের পক্ষ থেকে। জাতি, ধর্ম, নির্বিশেষে সমগ্র গ্রামবাসী এই পুজোয় আনন্দে মেতে ওঠেন। প্রতিবছর প্রাচীন রীতিনীতি মেনে নতুন প্রজন্মও এই পুজোর ইতিহাস বহন করে চলেছে।'

বস্ত্র বিতরণ বর্ধমানে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: সোমবার বর্ধমান শহরের সুভাষপল্লি এলাকায় তিন নম্বর ওয়ার্ড যুব তৃণমূল সভাপতি শেখ আজহারউদ্দিন ওরফে বাপ্টির উদ্যোগে প্রায় দেড় হাজার এলাকাবাসীর মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক খোকন দাস, বর্ধমান শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তন্ময় সিংহ রায়, কাউন্সিলর ইন্তেখাব আলম, তৃণমূল নেতা ইফতিকার আহমেদ প্রমুখ।

বিশ্বের প্রথম ১ টন বৈদ্যুতিক মিনি ট্রাক আনল অয়লার মোটরস

নিজস্ব প্রতিবেদন: নয়াদিল্লি পরিবহণের পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল ভারত। অয়লার মোটরস সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করল বিশ্বের প্রথম এক টন সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক মিনি ট্রাক 'অয়লার টার্বো ইভি ১০০০'। বৈদ্যুতিক যান প্রতি বছর প্রায় ১ লাখ ১৫ হাজার টাকা সাশ্রয় করতে সক্ষম এবং ১৪০ থেকে ১৭০ কিলোমিটার পরিসর দিতে পারে। এতে রয়েছে সর্বোচ্চ ঢাল ওঠার ক্ষমতা ও টর্ক এবং সিসিএস২ প্রযুক্তিসম্পন্ন অতি দ্রুত চার্জ দেওয়ার সুবিধা। একসঙ্গে ৯টি নতুন উদ্ভাবন নিয়ে এসেছে। অয়লার মোটরস-এর প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও সৌরভ কুমার বলেন, এটি শুধু বৈদ্যুতিক গাড়ির গ্রহণযোগ্যতা বাড়াবে না, বরং দেশের পরিবহণের রূপান্তরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

জিএসটির নতুন হারে মুদিখানা খরচ কমবে ১৩ শতাংশ

আনুমানিক হিসাব কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর: সোমবার থেকে চালু হয়েছে 'পণ্য ও পরিষেবা কর' ('গুড্‌স অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স' বা জিএসটি)-এর নতুন কাঠামো। কমেছে স্তর কাঠামো। পাশাপাশি, বহু নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের উপর জিএসটির হার কমিয়ে দিয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকার। সরকারি সূত্র উদ্ধৃত করে সংবাদ সংস্থা পিটিআই প্রকাশিত খবর জিএসটি ২.০ চালু হওয়ার ফলে মুদিখানার খরচ ১৩ শতাংশ কমে যাবে।

এর পাশাপাশি মণিহারি সামগ্রী-সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় অনেক পণ্যের খরচ প্রায় একই পরিমাণ কমবে। পোশাক, জুতো, ওষুধের ক্ষেত্রে সাশ্রয় হবে ৭-১২ শতাংশ। ছোট গাড়ি কেনার ক্ষেত্রে বাঁচবে প্রায় ৭০,০০০ টাকা! সোমবার থেকে জিএসটির নতুন হার শুরু হওয়ায় মুদিখানা, কৃষি সরঞ্জাম, টিভি এবং অটোমোবাইল-সহ ৩৭৫টি পণ্য সস্তা হয়েছে বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার।

সোমবার থেকে কার্যকর হওয়া নতুন হারের ফলে জিএসটি কার্যত দ্বি-স্তর কাঠামোতে পরিণত হয়েছে। বেশিরভাগ পণ্য ও পরিষেবা কর ৫ শতাংশ এবং ১৮ শতাংশ কর আরোপ করা হবে। মদ এবং বিলাস সামগ্রীর মতো 'পাপের পণ্যে'র (কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের ভাষ্য অনুযায়ী) উপর ৪০ শতাংশ কর আরোপ করা হবে। অন্যদিকে, সিগারেট, গুটখার মতো তামাকজাত সংশ্লিষ্ট পণ্য ২৮ শতাংশ কর এবং অতিরিক্ত সেস বিভাগে থাকবে। যদিও বিড়িতে জিএসটির হার ২৮ শতাংশ কমিয়ে ১৮ শতাংশ করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমান, ১৮০০ সিসি পর্যন্ত ট্রাক্টর কেনার ক্ষেত্রে ৪০০০০ টাকা সাশ্রয় হবে। কারণ, ট্রাক্টরের উপর জিএসটি হার আগের ১২-১৮ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হয়েছে। মোটরবাইক ও স্কুটার (৩৫০ সিসি পর্যন্ত) কেনার ক্ষেত্রে ৮০০০ টাকা সাশ্রয় হবে। টিভি (৩২ ইঞ্চির উপরে) কিনতে গেলে খরচ কমবে প্রায় ৩৫০০ টাকা। বাতানুকুল যন্ত্র কিনতে ২৮০০ টাকা সাশ্রয় হবে।

বিদেশিদের টানতে একগুচ্ছ সুযোগ-সুবিধা দেবে চিন-ব্রিটেন

ওয়াশিংটন, ২২ সেপ্টেম্বর: 'এইচ-১বি ভিসা' নিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাম্প্রতিক ঘোষণার পরে চিন্তায় আমেরিকায় কর্মরত বিদেশি কর্মীরা। এই আবহে নতুন ভিসানীতি কার্যকর করে বিভিন্ন দেশের মেধাসম্পন্ন কর্মীদের নিজেদের দেশে আনতে চাইছে চিন। চালু করতে চলেছে 'কে ভিসা'। রবিবার বেজিংয়ের তরফে একটি বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, আগামী ১ অক্টোবর থেকেই এই ভিসা কার্যকর হতে চলেছে। গত অগস্টেই অবশ্য এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে ফেলেছিল শি জিনপিংয়ের প্রশাসন। সে কারণে চিনের বিদেশিদের প্রবেশাধিকার সংক্রান্ত নিয়মে বদল আনা হয়। চিনের কে ভিসার জন্য আবেদন জানানোর নিয়মকানুন অনেকটা আমেরিকার এইচ-১বি ভিসার মতোই।

প্রেমিকাকে খুন করে যমুনাতে ভাসাল প্রেমিক

দেহভর্তি স্যুটকেসের নিজস্বী তুলে পোস্ট

কানপুর, ২২ সেপ্টেম্বর: প্রেমিকের হাতে খুন হন প্রেমিকা। তার পর দেহ স্যুটকেসে ভরে ঘটনাস্থল থেকে প্রায় ৯৫ কিলোমিটার দূরে নিয়ে গিয়ে যমুনা নদীতে ফেলে দেন ওই যুবক ও তাঁর এক বন্ধু। তবে নদীতে ফেলার আগে প্রেমিকার দেহবন্দি ওই স্যুটকেসের সঙ্গে একটি নিজস্বীও তোলেন প্রেমিক। পরে তা আবার সমাজমাধ্যমে পোস্টও করেন। ঘটনাটি ঘটেছে কানপুরের হনুমন্ত বিহারে। ২১ জুলাই খুনের ঘটনা ঘটলেও দুই অভিযুক্তকে রবিবার গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

পুলিশ আরও জানিয়েছে, ওই স্যুটকেসের সঙ্গে একটি ছবি তুলে পোস্টও করেছিলেন সূরজ। তবে প্রথমে সেটি কোনও সন্দেহ জাগায়নি। আকাঙ্ক্ষার মা বিজয়শ্রী বলেন, '২২ জুলাই থেকে মেয়ের মোবাইল ফোন বন্ধ ছিল। বার বার যোগাযোগ করার চেষ্টা করেও পারিনি। তখন বরা পুলিশ ফাঁড়িতে জানাই। কিন্তু পুলিশ উদ্যোগী হয়নি। পুলিশ কমিশনারের অফিসে গিয়েও লাভ হয়নি। ৮ অগস্ট পর্যন্ত আকাঙ্ক্ষার খোঁজ না-পেয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করি।'

১৬ সেপ্টেম্বর বিজয়শ্রীর অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। এফআইআরে নাম থাকা সূরজকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ময়দান

পুজো উপলক্ষে জলপাইগুড়ি রায়পুর চা বাগানে শিশুদের নতুন জামা উপহার

উত্তরবঙ্গে গোল্ড কাপের পাশাপাশি বছরভর সমাজসেবাও করছেন সৌরভ পাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: তাঁর স্বপ্নের ক্লাব সাদার্ন সমিতিতে একের পর এক ফুটবলার তুলে এনেছেন। এরপরও বাংলার ফুটবলার তুলে আনতে ছুটে বেড়িয়েছেন গোটা রাজ্যে, জেলায় জেলায়, গ্রামে গ্রামে। তিনি সৌরভ পাল। একদিকে সাদার্ন সমিতির তিনি কর্ণধার অন্যদিকে আইএফএ-র অন্যতম কর্তা। এখন তাঁর নজর উত্তরবঙ্গে। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টাতেই উত্তরবঙ্গ জুড়ে শুরু হতে চলেছে বৃহৎ টুর্নামেন্ট। জলপাইগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমি ও ইন্ডিয়া স্পোর্টস গ্রুপের যৌথ উদ্যোগে উত্তরবঙ্গ গোল্ড কাপ ফুটবল ৩১ অক্টোবর শুরু হবে। জলপাইগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমির চিফ প্যাট্রন সৌরভ পাল। তিনি জানিয়েছেন, টাউন ক্লাব মাঠে

অনুষ্ঠেয় আসরে আটটি দল খেলবে। ফাইনাল ৫ নভেম্বর। প্রতিযোগিতার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর ভারতের প্রাক্তন ফুটবলার শ্যাম থাপা। শুধু ফুটবল নিয়ে মেতে থাকতে চান না সৌরভ পাল। তিনি সমাজসেবীও। সামনে পুজো উপলক্ষ্যে জলপাইগুড়ি রায়পুর চা বাগানে শিশুদের মধ্যে পুজোর বস্ত্র বিতরণও করলেন তিনি। এই টুর্নামেন্টকে সামনে রেখে আগামী এক মাস ব্যাপী বিভিন্ন সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণ করতে চলেছেন সৌরভ পাল। শীত বস্ত্র প্রদান, কম্বল বিতরণ, ওষুধ বিতরণ, মশারি বিতরণ এবং ফুটবল ও ফুটবল সামগ্রী বিতরণ নানা কর্মসূচি ও পরিকল্পনা তাঁর। ফুটবলের পাশাপাশি অন্যান্য খেলাতেও তিনি অ্যাথলিট, ক্রীড়াবিদদের পাশে থাকতে চান।সম্প্রতি ৭৫ বছরের প্রাচীন একটি সংস্থা জলপাইগুড়ির রায়কত পাড়া ইয়ং অ্যাসোসিয়েশনের ম্যারাথন দৌড়ের অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিলেন তিনি।

মহারাজ মসনদে বসায় খুশি ক্রীড়া সংগঠক ডঃ মঙ্গন বিন মাকসুদ

লন্ডন থেকেই সৌরভকে দ্বিতীয়বার সিএবি সভাপতি হওয়ার শুভেচ্ছা মঙ্গনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ময়দানের চেনা মুখ অন্যতম কর্তা প্রাক্তন ক্রিকেটার ডঃ মঙ্গন বিন মাকসুদ। তিনি নিঃশব্দেই ক্রিকেটের জন্য যেন নিবেদিত প্রাণ। দীর্ঘদিন ধরেইবাংলার ক্রিকেটার তলে আনার জন্য নিজে থেকেই উদ্যোগ নিয়ে থাকেন। এর আগে মহমেডান ক্লাবকে দায়িত্ব নিয়ে অন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। এর আগে পাকিস্তান-বাংলাদেশ সহ একাধিক দলের ম্যানেজার হয়ে সাফল্য এনে দিয়েছেন। এখনও ময়দানের স্বপ্নের সওদাগর। শতাব্দীপ্রাচীন ভিক্টোরিয়া ক্লাবকে তিনিই একক প্রচেষ্টায় প্রায় টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। দেখতে দেখতে ১২২ বছর হয়ে গেল এইক্লাবের বয়স। এরই পাশাপাশি দায়িত্ব নিয়ে চালাচ্ছেন অ্যালবার্ট ক্লাবও। সোমবার ছিল সিএবির বার্ষিক সাধারণ সভা। আর সপ্তাহের প্রথম দিনই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গলের সভাপতি হিসাবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফিরে এলেন প্রাক্তন ভারতীয় অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার। ৫৩ বছর বয়সি প্রাক্তন বিসিসিআইসভাপতি সৌরভ এবার তাঁর দাদা স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের স্থলাভিষিক্ত হলেন।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

E-TENDER
E- Tenders are invited by the Prodhan, Natidanga- I Gram Panchayat (Under Karimpur-II Panchayat Samity), Natidanga, Nadia. **NIET NO. 05-NATI- I-15thCFC-25-26 and 07-NATI- I-5thSFC-25-26,** Last date of submission **31.10.2025 up to 5p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan,
Natidanga- I Gram Panchayat.

Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of the work(s) mentioned the **WBBIR /KGP/E-NIT-8/2025-26, WBBIR /KGP/E-NIT-9/2025-26, WBBIR/KGP/E-NIT-10/2025- 26, WBBIR /KGP/ E-NIT-11/ 25-26, Dated- 20/09/2025, 22/09/2025, 22/09/2025, 22/09/2025** respectably. which is uploaded in the website **http://wbtenders.gov.in.**
Fund Name -APAS
Last date of submission-**10/10/2025 upto 9 A.M** for **WBBIR /KGP/E-NIT-8/2025-26 and 13/10/2025 upto 9.00 AM for WBBIR /KGP/E-NIT-9/2025-26, WBBIR /KGP/E-NIT-9/2025-26, and 15/10/2025 upto 6.00 PM for WBBIR /KGP/E-NIT -11/25-26.** Visit the Said Website to know more details.
Sd/- Prodhan
Kankalitala Gram Panchayat

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.E. ET. No. 48/WS/ Eng/25 Dt. 18-09-25
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

BHADURA HARIDAS GRAM PANCHAYET
Diamond Harbour-II Dev.Block. Vill-Pana, P.O-Panarhat, P.S-Ramnagar, Dist-South 24 PGS. Pin-743504,
E-Mail:-Pradhan.bharidas @gmail.com
Notice of Inviting E-Tender.
E-Tenders are invited by the undersigned for :-
1) BHGP/ETENDER/2025-2026/11 Date-22/09/2025 Tender Id-2025_ZPHD_907766_1 TO 9
2) BHGP/ETENDER/2025-2026/12 Date-22/09/2025 Tender Id-2025_ZPHD_907858_1 TO 9
Have been invited contract the office of the us & Visit **wbtenders.gov.in** for details. Last Date of Application is **11/10/2025, 12.00 noon**
Sd/-Pradhan
Bhadura Haridas.G.P

E-TENDER NOTICE
LABPUR PANCHAYAT SAMITY
Labpur, Birbhum
NIeT No.- 09/EO/2025-26
E-Tenders are invited for 1 nos Civil works. Bid Submission start-**23/09/2025**, Ends- **04/10/2025.** For more details please visit **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.
Sd/-
Executive Officer
Labpur Panchayat Samity

পূর্ব রেলওয়ে
বিশদ টেন্ডার নং ঃ ০৩-ডবলুটি-সিএও-সি-আরএসপি-ইআর-২৫-২৬ (ওপেন টেন্ডার ২ প্যাকেট) ই-টেন্ডারিং, তারিখ ঃ ১৯.০৯.২০২৫। চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার/কন/আরএসপি/ পূর্ব রেলওয়ে, ৫ম তল, ১৪, স্ট্র্যান্ড রোড, এনকেজি, কলকাতা-৭০০০০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **কাজের নাম ঃ** আসানসোল ডিভিসনে জসিডি বাইপাস লাইন এবং নিউ মদনপুরে গুড্‌স শেড-এর পরিপ্রেক্ষিতে পাড় কাটা/ভরাট করা সহ মাটির কাজ, যান্ত্রিকভাবে দৃঢ়করণ, আচ্ছাদিতকরণ, প্রধান এবং ক্ষুদ্র সেতু নির্মাণ, ব্যালাস্ট সরবরাহ সমেত পি.ওয়ে সংযুক্তি, গুড্‌স হোয়্যার্ফ এবং এস অ্যান্ড টি সহ শেড ওয়ার্ক, বৈদ্যুতিক (জি) এবং বৈদ্যুতিক (টি-আরডি) কাজ সমূহ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ১১৫,২৩,১৭,৭৬১.১৫ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৫৯,১১,৬০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** ০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮ (আঠারো) মাস। **বন্ধের তারিখ ঃ** ১৪.১০.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টেয়। টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য বিশদ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে টেন্ডার দরপ্রস্তাব দাখিল করতে হবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এইরূপ হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে। CON-40/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

CORRIGENDUM NOTICE INVITING E-TENDER

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/354/25-26 Dated 12.09.25	Upgradation of Surface Drain from H/O Dhananjay Shaw to H/O Bikash Biswas (Proposed Sl. No.- 3) at Booth No.- 140 of Ward No.- 35 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar.	Rs. 1,84,491.00
WBMAD/ULB/ RSM/355/25-26 Dated 12.09.25	Upgradation of Surface Drain from H/O Sukla Naha to H/O Bimal Paik (Proposed Sl. No.- 4) at Booth No.- 140 of Ward No.- 35 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar.	Rs. 1,46,597.00

Bid Submission end date is being extended from **22.09.2025 at 11-00 hrs to 29.09.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE
No. 22/25-26/APAS/T Dated 22.09.2025.
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Different Development Works. Last date of submission of tender: **14.10.2025 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.
S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE
No. 21/25-26/APAS/T Dated 19.09.2025.
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Different Development Works. Last date of submission of tender: **14.10.2025 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.
S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE
No. 20/25-26/APAS/T Dated 19.09.2025.
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Different Development Works. Last date of submission of tender: **14.10.2025 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.
S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

Kalikapur-II Gram Panchayat
Vill.-Sahebpur, P.O.-Champahati, P.S.-Sonarpur, South 24 PGS, Pin-743330
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from the experienced bidders for execution of different development works vide **NIT No.:- 525/KP-II/E-TENDER/APAS/2025 & 526/KP-II/E-TENDER/APAS/2025, Date : 22.09.2025.** Date of Publish of Tender: **22.09.2025 from 06:30 PM.** Last Date of Submission: **10.10.2025 up to 12:00 Noon.** Date of Opening of Tender: **13.10.2025 at 12:30 PM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Kalikapur-II Gram Panchayat

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/463/25-26 Dated 22.09.2025	Upgradation of Road from H/O Swapan Ghosh to Susanta Ghosh at Ghosh Para in Ward - 25 Under Rajpur Sonarpur Municipality Booth No:- 120(Proposal Serial No - 1) within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,38,964.00
WBMAD/ULB/ RSM/464/25-26 Dated 22.09.2025	Upgradation of Road from H/O Ananta to Chandi Naskar near Kishore Sangha club in Ward - 25 Under Rajpur Sonarpur Municipality Booth No:- 120 (Proposal Serial No - 2) within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,56,341.00
WBMAD/ULB/ RSM/465/25-26 Dated 22.09.2025	Upgradation of concrete Road from H/O Kudush Khandakar near Ghosh Para Peyara Bagan in Ward - 25 Under Rajpur Sonarpur Municipality Booth No:- 120 (Proposal Serial No - 3) within 147, Sonarpur Dakshin A.C..	Rs. 2,08,525.00
WBMAD/ULB/ RSM/466/25-26 Dated 22.09.2025	Upgradation of concrete Road ffrom Sporting Club to Nur islam House in Ward - 25 Under Rajpur Sonarpur Municipality Booth No:- 120 (Proposal Serial No - 4) within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,76,270.00

Bid Submission end date: **30.09.2025 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

The West Bengal State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
ICMARD Building, 6th Floor, 14/2, C.I.T. Scheme-VIII (M), Ultadanga, Kolkata-700 067
NOTICE
Notice Inviting e-Tender regarding Electrical Works for modification of lighting arrangement at Main Staircase; Emergency Staircase and Lift Lobby area at each Floor of the ICMARD Building, located at Block - 14/2, CIT Scheme - VIII (M), Ultadanga, Kolkata – 700 067, has been issued under **Memo No. 2096/Admn./25-26/484 dated September 15, 2025** & uploaded in the e-Tender Portal under **Tender ID 2025_SCARD_904361_1** from Bonafide and resourceful Contractors/ reputed Engineering Firms / Companies / Engineers' Co-operative Societies having Electrical Supervisor's Certificate of Competency with legacy update in parts 1, 2, 11 or National Supervisors Certificate and adequate credentials. The last date for submission/uploading of Bid through online is **October 07, 2025**.
For details, please visit **www.wbtenders.gov.in/www.wbscardb.com/www.icmard.org**
Sd/-
September 17, 2025 **Managing Director**

MANGRUL GRAM PANCHAYAT
CHANDRAKONA-I PANCHAYAT SAMITY
NOTICE INVITING E-TENDER
WB/PMZP/CKN-I/MGP/NIT-02/2025-26 (11 No Scheme)
Tender through are inviting by the undersigned from the bonafied and experienced Contractor's Registered Engineer's Co-opp. Societies having Proper credential of similar types of work.
Bid Submission start Dt. **18/09/2025.** Bid Submission End Dt. **09/10/2025.** Bid Opening Dt. - **14/10/2025** for more details please visit the website **http://wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Mangrul Gram Panchayat

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)
N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-37/25-26 Dated 22.09.2025
Exe. Engr.(Elect), ADDA invites **Percentage Rate Tender** (Online Bid System) for the work: **(1)** Tender ID No. 2025_ADDA_908131_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in**
Sd/- Exe. Engr. (Elect.), ADDA

BELDANGA MUNICIPALITY, Murshidabad
CORRIGENDUM
[Ref. NIeT No.- WB/MAD/ULB/BEL/NIeT-04/2025-26& WB/MAD/ULB/BEL/NIeT-05/2025-26]
Bid submission closing date is extended to **27.09.2025 at 3.00 PM** instead of **23.09.2025 at 3.00 PM** and Bid opening date for Technical Proposals will be **29.09.2025 at 4.00 PM** instead of **25.09.2025 at 4.00 PM.** For details visit- **www.municipalitybeldanga.org, www.wbtenders.gov.in**
Sd/- **Chairperson, Beldanga Municipality**

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/474/25-26 Dated 22.09.2025	Construction of drain beside H/O Swapan Majumder at Jagaddal Govt. Colony near play Ground at Ward No- 25 Under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 119, Proposal SL No- 1, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 2,93,450.00
WBMAD/ULB/ RSM/475/25-26 Dated 22.09.2025	Repairing at Jagaddal Govt. Colony Govt. Primary School Teacher's room at Ward No- 25 Under Rajpur-Sonarpur Municipality Booth No.- 119 (Proposal Serial No - 4) within 147,Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,03,969.00
WBMAD/ULB/ RSM/476/25-26 Dated 22.09.2025	Construction of Culvert beside H/O Sukumar Sarkar & Construction of Road beside H/O Shyamal Bhowmick near Jagaddal Govt. Colony & H/O Ranjit Dutta to H/O Mritynjoy Gayen at Ward No- 25 Under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S,Poling Station- 119, Proposal SL No-3, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 2,91,229.00
WBMAD/ULB/ RSM/477/25-26 Dated 22.09.2025	Repairing of Drain from H/O Nitai Biswas to H/O Haridas, H/O Bachhu Halder to H/O Shyamal Bhowmick & Anima Ghosh Dastidar to Keshab Chakraborty at Ward No- 25 Under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 119, Proposal SL No- 2, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 2,91,180.00
WBMAD/ULB/ RSM/478/25-26 Dated 22.09.2025	Construction and Repairing of drain from Bachu Majumder's House to Laltir Shop in Ward No-25, Under Rajpur-Sonarpur Municipality. (Project Name-A.P.A.S, Poling Station No-117, Proposal Sl No-2, Within 147, Sonarpur Dakshin.	Rs. 2,65,135.00
WBMAD/ULB/ RSM/479/25-26 Dated 22.09.2025	Construction of Concrete Road Opposite Maszid at Khoshal pur beside Soni Mandir at K.M.R.C Rd. in Ward no-25, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-117(Proposal Serial No-5) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,89,355.00

Bid Submission end date: **01.10.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/467/25-26 Dated 22.09.2025	Upgradation of Drain from Tarun Debnath Shop's To Maya Debnath & Suridh Sangha Club Opposite Tulsi Saha House at Upen Mitra Lane In Ward No-17,Under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 124, Proposal SL No- 1, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 4,34,366.00
WBMAD/ULB/ RSM/468/25-26 Dated 22.09.2025	Upgradation of Drain from Narayan Naskar House to Apurba Nath House in Ward No-17, Under Rajpur-Sonarpur Municipality. (Project Name-A.P.A.S, Poling Station No-124, Proposal Sl No-2, Within 147, Sonarpur Dakshin	Rs. 1,56,720.00
WBMAD/ULB/ RSM/469/25-26 Dated 22.09.2025	Upgradation of Concrete road from Anima Saha's House to Maya Nath House & Mintu Nath House To Jaydev Nath House & Gouranga Nath House To Jayanta Debnat House in Ward no-17, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.- 124(Proposal Serial No-3) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,72,777.00
WBMAD/ULB/ RSM/470/25-26 Dated 22.09.2025	Upgradation of culvert slab near Minakhi Bhowmick , Kamal Nath & Suridh Club Opposite side & Krishna Nath House & Asit Nath (Roy) In Ward No- 17, Under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 124, Proposal SL No- 4, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 1,16,115.00
WBMAD/ULB/ RSM/471/25-26 Dated 22.09.2025	Upgradation of I.C.D.S Centre of shed in Ward No- 16 Under Rajpur-Sonarpur Municipality Booth No.- 126 (Proposal Serial No - 1) within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,61,756.00
WBMAD/ULB/ RSM/472/25-26 Dated 22.09.2025	Upgradation of Drain from Nibedita Mukherjee's House toii Hasan Mondal's House at M.N Roy Road Near Pulin Bihari Basu Sarani in Ward No-16, Under Rajpur-Sonarpur Municipality. (Project Name-A.P.A.S, Poling Station No-126, Proposal Sl No-3, Within 147, Sonarpur Dakshin	Rs. 2,92,317.00
WBMAD/ULB/ RSM/473/25-26 Dated 22.09.2025	Upgradation of Drain from Sampurna Electric shop to amal Krishna Bhattacharya's house in Ward No-16, Under Rajpur-Sonarpur Municipality. (Project Name-A.P.A.S, Poling Station No-126, Proposal Sl No-4, Within 147, Sonarpur Dakshin.	Rs. 2,60,736.00

Bid Submission end date: **01.10.2025 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার
'ই' প্রকিউরমেন্ট সিস্টেমের জন্য টেন্ডার
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. পিসিএমএম/জিইএনএল/টিপি/২০২৫/৩৫ তারিখ: ১৯/০৯/২০২৫
প্রিন্সিপাল চিফ ম্যাটেরিয়ালস ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, হেড কোয়ার্টার অফিস (৫ম তলা), নতুন প্রশাসনিক ভবন, ১১, গার্ডেন রিচ রোড, কলকাতা-৭০০০৪৩ ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে আপলোড করা নিম্নরূপ খোলা ই-টেন্ডারের আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। সকল টেন্ডার বন্ধ হবে ১৪.০০ টায়।

ক্র. নং	টেন্ডার নং	জমা দেওয়ার তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	পরিমাণ	ইএমডি (টাকায়)
১	৪৬২৫৩১৬০	১৬/১০/২০২৫	ডিসকানেকটিং এবং আর্থিং ডিভাইস, ৮ পোল ২ ওয়ে, অফ ছাড়া, ১০০০ ভোল্ট এসি তে ১২৫ এ লোডে, ২ এনও + ২ এনসি এবং হেভি ডিউটি হ্যান্ডেল এবং প্যাড লকিং ব্যবস্থা অফ পজিশনে থাকা অবস্থায়, এসি ২৩ ডিউটির জন্য উপযুক্ত স্টেইনলেস স্টিলের ঘেরে লাগানো আইইসি ৬০৯৪৭ ইত্যাদি অনুসারে	৩৩১টি	৩,৭৮,৮৩০.০০
২	২৯২৫১০০২	২৩/১০/২০২৫	ট্যাবলেট পিসি টাইপ ফগ পাইলট অ্যাসিস্ট্যান্স সিস্টেম ডিভাইস	১০৯১টি	১১,৬৮,৯৪০.০০
৩	২৯২৫৩৬৯৮	২৪/১০/২০২৫	ডব্লিউএপি-৭ এর জন্য ড্যাম্পার	৩৯ সেট	২,৮৯,৯৩০.০০
৪	২৯২৫৩১৯১	০৫/১১/২০২৫	ক্যাব সক্রিয়করণ চাবির সুইচ ইত্যাদি	৩৪৩টি	১,১৩,৩৩০.০০
৫	২৯২৫৪৬৫৬	০৬/১১/২০২৫	মেসার্স কেবিআইপিএল-এর জন্য ওভারহলিং কিট তৈরি ম্যাগনেট ভালভ	৫৩০ সেট	১,৩৭,৫৯০.০০
৬	২৯২৫৩২৮২	১৩/১১/২০২৫	ব্রেক এর জন্য পিন এবং বুশের সেট	১১৭ সেট	১,৬৫,৪০০.০০
৭	২৫২৫৩৫৬১	১৮/১১/২০২৫	ট্যাপ চেঞ্জারের পিওএইচ রক্ষণাবেক্ষণের সময়সূচী	২৫ সেট	১,২০,৩২০.০০
৮	২৫২৫৩৫৬৮	১৯/১১/২০২৫	ইএলজিআই টিআরসি ১০০০ এমএন কম্প্রেসারের আইওএইচ কিট	৪৬ সেট	১,০২,৯৩০.০০
৯	২৯২৫৩৮১৪	২০/১১/২০২৫	ইএলজিআই তৈরি মাউন্টের সেট	১৫৮ সেট	১,৪৯,৮৫০.০০
১০	২৯২৫৩৩১৭	২৫/১১/২০২৫	জরুরি এক্সস্ট ভালভের জন্য কিটের সেট	৩১৯ সেট	১,৩৯,৩২০.০০
১১	২৫২৫১২৮৫	২৬/১১/২০২৫	ব্রাশ হোল্ডার অ্যাসেম্বলির সেট	২১৮ সেট	১,১৪,২১০.০০
১২	২৯২৫৩০০৮	০২/১২/২০২৫	ট্র্যাকশন বারের জন্য আবাসন	২০২ নং	১,২০,১৩০.০০
১৩	২৯২৫৩৩১৬	০৮/১২/২০২৫	কিটের সেট ডাইরেক্ট ব্রেক এক্সহস্ট ভালভ	১২৮ সেট	১,৩১,৫৭০.০০
১৪	৭৭২৫৩০৪৭	০৭/১১/২০২৫	রঙের সরবরাহ, ব্ল্যাক গ্রে আরএএল-৭০২১, পিইউ ভিত্তিক।	৩৬৪৪০ লিটার	১,০৭,০৭০.০০
১৫	৩১২৫৫০০৬	১৬/১০/২০২৫	ইএমইউডি টাইপ কোচগুলিতে আইপি ভিত্তিক ভিডিও সার্ভিলেন্স সিস্টেম (ভিএসএস) সরবরাহ, ইনস্টলেশন এবং কমিশনিং	৮০৩ সেট	২০,০০,০০০.০০
১৬	৩৩২৫৩২২০	২৯/১০/২০২৫	এলএইচবি কোচের জন্য আর. এইচ এবং এল.এইচ দরজার ব্যবস্থা	১৪৪ সেট	১,৭২,৯৭০.০০
১৭	৪৫২৫৩১৯৩	০৯/১২/২০২৫	ব্রাশ লেস অল্টারনেটর ৪.৫ কিলোওয়াট ক্ষমতার ভি-বেল্ট চালিত ১১০ ভোল্ট ডিসি টিএল সিস্টেম ইত্যাদির জন্য উপযুক্ত।	৪৪ টি	১,৩০,৮৯০.০০
১৮	৪৩২৫৩০১৮	০৪/১২/২০২৫	গরম বুফে এলএইচবি টাইপ কোচের জন্য ৩০ লিটার বৈদ্যুতিক জলের বয়লার।	১১৪ নম্বর	১,৬৪,১১০.০০
১৯	৪৩২৫৩০১৬	১২/১১/২০২৫	ভোল্টেজ ফেজ নিয়ন্ত্রণ (এমএমআর পরিমাপ ও পর্যবেক্ষণ রিলে) নেট ১ এবং ২,	১৪৮৯ টি	১,৬৫,৫১০.০০
২০	৪৬২৫৩০৯৭	১৭/১১/২০২৫	কম্প্রেসার ইউনিট ১.১.১.২.২.১ এবং ২.২ হিটারের জন্য মোটর প্রটেকশন সার্কিট ব্রেকার (এমপিসিবি) ১৮২ কারেন্ট রেটিং ৭-১০ এএমপি, থার্মাল রিলিজ রেঞ্জ ১০-১৬ এএমপি, ক্লাস ১০, ব্রেকিং ক্যাপাসিটি ১০ কেএ, ৩ পোল ইত্যাদি	৩০৩১টি	১,১৭,১৭০.০০
২১	৭৫২৫১৭৮৮	১১/১১/২০২৫	ভিনাইল কোটেড আপহোলস্টারই ফ্যাব্রিক আকার: ১২৭ সেমি X ৩০ মিটার।	৬৩৩১৭ মিটার	১,৬৯,৭৪০.০০
২২	৩৮২৫৩৮৮১	১৪/১০/২০২৫	৭/৮" (২২.২২ মিমি) ব্যাস জিঙ্ক প্লেটেড/গ্যালভানাইজড লক বল্ট কলার সহ গ্রিপ নং ১৬ গ্রিপ রেঞ্জ ২৫.৪০-৩১.৭৫ মিমি।	৭৮০৭৮ নং	১,৬৭,৬৮০.০০
২৩	৩৮২৫৩৩৩৫	০৫/১১/২০২৫	আপ-গ্রেডেড এইচটিসিবিসি -এর জন্য ওয়্যার প্লেট সহ স্ট্রাইকার কাস্টিং। অঙ্কন নং: আইআরএস-এর ডিআরজি. নং. ডব্লিউএ/ বিডি-৪৪৬০, অল্ট. ৯।	৮৮০ নং	৩,০৫,২৯০.০০
২৪	৩৮২৫১৫৩৬এ	০৭/১১/২০২৫	এমকে-৫০ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ড্রাফট গিয়ারের জন্য পিওএইচ কেআইটি-২, যার মধ্যে ৬টি আইটেম রয়েছে। অঙ্কন নং: অ্যান অনুসারে কিটের বিবরণ	১৩০ সেট	২,৪২,১৭০.০০
২৫	২৫২৫৩৫৬৬	০৭/১০/২০২৫	স্মুথিং রিঅ্যাক্টর টাইপ এসএল-৩০ ইত্যাদি	২৮ টি	৭,০০,৪৫০.০০
২৬	২৯২৫৩২৫১	০৯/১০/২০২৫	প্রাথমিক ভোল্টেজ ট্রান্সফরমার	২২ নম্বর	২,০৫,০৮০.০০
২৭	২৫২৫৩৬৬৫	২০/১০/২০২৫	বেয়ারিং ব্র্যাকেট অ্যাসেম্বলি ইত্যাদির সেট	২৬০ সেট	৭,০৭,৫৪০.০০
২৮	২৯২৫৩৭৮৭	২১/১০/২০২৫	এলআরইউ-এর জন্য ওভারহলিং কিট, কন্ট্রোল অংশ; ২০- পাইপ	৯৭ সেট	২,৪১,৫১০.০০
২৯	২৫২৫১৩০২	২২/১০/২০২৫	কমিউটেটর অ্যাসেম্বলি ইত্যাদি	৩৬ টি	২,৮২,৯২০.০০
৩০	২৯২৫৫০৫৯	০৫/১১/২০২৫	৩ডি অ্যাডজাস্টেবল ৩৬০ ডিগ্রি রোটেশনাল ড্রাইভার সিট	২৫০ টি	৩,২১,৫৫০.০০
৩১	২৯২৫৩২৩০	৩০/১২/২০২৫	বুল গিয়ার (৭২টি টিথ) ইত্যাদি	৪৭ টি	১,৩৩,০৫০.০০
৩২	২৯২৫৩২৯৭	৩১/১২/২০২৫	এমবিভি ভিত্তিক গ্রাফিক্যাল ড্রাইভার ইত্যাদি	৪৪ টি	১,৭৯,১২০.০০

আগ্রহী দরদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/বর্ণনা/স্পেসিফিকেশনের জন্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাদের বিড জমা দিতে পারেন। কোনও অবস্থাতেই এই আইটেমগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রহণ করা হবে না। **দ্রষ্টব্য:** সম্ভাব্য দরদাতারা অন্যান্য সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণের এবং পরবর্তীতে প্রকাশিত যেকোনো সংশোধনীর জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন।
(PR-647)

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

টার্গেট

মঙ্গলবার • ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ • পেজ ৮

ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রথম বছর: সাফল্যের ব্লুপ্রিন্ট

ইলেকট্রনিক্স ও কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, হেরিটেজ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক প্রবীর ব্যানার্জির সঙ্গে কথা বললেন অনিন্দ্য কিশোর।

অধ্যাপক প্রবীর ব্যানার্জি

প্রতি বছর এই সময়টা এলেই মন এক নতুন আশায় ভরে ওঠে। দেখি, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের চৌকাঠ পেরিয়ে প্রায় এক লক্ষ নতুন মুখ প্রবেশ করছে এক নতুন জীবনে, চোখে তাদের একরাশ স্বপ্ন। স্বপ্নসঙ্গী তাদের অভিভাবকরাও। প্রযুক্তির কারিগর হয়ে ওঠার এই যাত্রার শুরুতেই তাদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

তবে, আমার দীর্ঘ শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, এই পথচলার প্রথম বছরটিই তাদের ভবিষ্যতের সাফল্যের ভিত রচনা করে দেয়। একটি অট্টালিকার ভিত্তিপ্রস্তর যদি মজবুত না হয়, তবে সামান্য ঝড়েই তা তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের এই চার বছরের পাঠক্রমও ঠিক তেমনই এক অট্টালিকা, যার ভিত হল প্রথম বর্ষ। এখানে সামান্যতম অবহেলা বা ফাঁকি ভবিষ্যতের পথে এক বিরাট অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে।

ফিজিক্স-ম্যাথস কি বোরিং?

অনেকের মধ্যেই একটা ভুল ধারণা কাজ করে যে, প্রথম বর্ষের পাঠ্যক্রমে থাকা অঙ্ক, পদার্থবিদ্যা-রসায়নের মতো বিষয়গুলি একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিরই পুনরাবৃত্তি। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। এখানকার পাঠক্রম ভবিষ্যতের বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং শাখার কথা মাথায় রেখেই তৈরি করা হয়। যেখানে এই বিষয়গুলির গভীর এবং প্রায়োগিক জ্ঞান অপরিহার্য। এর মূল উদ্দেশ্য নম্বর পাওয়া নয়, বরং ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একটি 'প্রবলেম সলভিং অ্যাটিটিউড' বা সমস্যা সমাধানের মানসিকতা তৈরি করা। ভবিষ্যতে একজন ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে তাঁদের যে জটিল প্রযুক্তিগত সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে, তার জন্য প্রয়োজন সেই সমস্যাকে ছোট ছোট অংশে ভেঙে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা। বেসিক সায়েন্সের গভীর জ্ঞানই এই বিশ্লেষণাত্মক ক্ষমতা অর্জনের প্রথম সোপান।

'ক্যাম্পাস লাইফ' থেকে কী শিখবে?

তবে শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যায় নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। একজন সফল ইঞ্জিনিয়ারের জ্ঞান যেমন গভীর হওয়া প্রয়োজন, তেমনই তার ব্যক্তিত্ব হওয়া উচিত বহুমাত্রিক। এর জন্য প্রথম বর্ষ থেকেই বিভিন্ন সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যকলাপে অংশ নেওয়া জরুরি। বিভিন্ন কলেজে কুইজ, ড্রামা, মিউজিক থেকে শুরু করে নানান টেকনিক্যাল ক্লাব থাকে। এই ক্লাবগুলিতে যোগ দিলে একদিকে যেমন নিজের আগ্রহের ক্ষেত্র খুঁজে পাওয়া যায়, তেমনই তৈরি হয় 'টিম স্পিরিট' বা দলবদ্ধ ভাবে কাজ করার মানসিকতা। ভবিষ্যতের কর্মজীবনে এই দক্ষতা অত্যন্ত মূল্যবান। একজন ভাল ইঞ্জিনিয়ার মানে, যিনি শুধুমাত্র যন্ত্র বা কোডিং বোঝেন তাই নয়, বরং তিনি টেকনিক্যাল এবং নন-টেকনিক্যাল উভয় প্রকার মানুষের সঙ্গেই সমান দক্ষতায় যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেন।

এই প্রসঙ্গে 'সফট স্কিল' বা ব্যবহারিক দক্ষতার কথা বলতেই হয়। শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যা দিয়ে চাকরির বাজারে এগিয়ে থাকা কঠিন। প্রথম বর্ষ থেকেই কমিউনিকেশন স্কিল, সঠিক বডি ল্যাঙ্গুয়েজ এবং গ্রুপ ডিসকাশনে অংশ নেওয়ার ক্ষমতার মতো বিষয়গুলিতে নজর দেওয়া উচিত। বিশেষ করে যারা বাংলা মাধ্যম বা গ্রামীণ পরিবেশ থেকে আসে, তাদের মধ্যে হয়তো প্রাথমিক ভাবে কিছুটা জড়তা কাজ করে। কিন্তু বাধ্যতামূলক কমিউনিকেশন ক্লাসের মাধ্যমে এবং ক্লাবের কার্যকলাপে নিয়মিত অংশ নিয়ে এই জড়তা সহজেই কাটিয়ে ওঠা যায়। মনে রাখতে হবে, এই দক্ষতাগুলিই ভবিষ্যতে তোমাকে বাকিদের থেকে আলাদা করে দেবে।

এআই এবং সোশ্যাল মিডিয়া বন্ধু না শত্রু?

আজকের যুগ প্রযুক্তি এবং তথ্যের। একদিকে সোশ্যাল মিডিয়া যেমন জ্ঞানের ভান্ডার, তেমনই অন্যদিকে এটি মনোযোগ নষ্টের এক বড় কারণ। ছাত্রছাত্রীদের নিজেদেরই একটি লক্ষ্মণরেখা টানতে হবে। পড়াশোনার সময় ফোন বা সোশ্যাল মিডিয়া থেকে দূরে থাকার অভ্যাস তৈরি করা প্রয়োজন। কৃত্রিম মেধা বা এআই-এর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এটিকে নকল করার যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা আত্মহত্যার সামিল কারণ এতে শেখার প্রক্রিয়াটাই বন্ধ হয়ে যায়। বরং কোনও বিষয় ভাল ভাবে বোঝার পর, সেই সম্পর্কে আরও গভীরে জানতে বা কোনও কোডিংয়ের সমস্যায় আটকে গেলে এটিকে সহায়ক হিসাবে ব্যবহার করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

গেট না গবেষণা? কখন নেবে প্রস্তুতি?

কলেজ জীবনের শুরুতেই ভবিষ্যতের পথচিত্রটাও কিছুটা পরিষ্কার করে নেওয়া ভাল। যারা গেট পরীক্ষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা বা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় চাকরির স্বপ্ন দেখে, তাদের প্রথম বর্ষ থেকে চাপ নেওয়ার প্রয়োজন নেই। গেট পরীক্ষার সম্পূর্ণ সিলেবাস তৃতীয় বর্ষ শেষ না হলে আয়ত্ত করা কঠিন। তবে প্রতিটি সেমিস্টারের বিষয়গুলি গভীর ভাবে বুঝে পড়লেই প্রস্তুতির ভিত তৈরি হয়ে যায়। যারা সিরিয়াস, তারা সাধারণত দ্বিতীয় বর্ষ থেকেই এর জন্য অনুশীলন শুরু করে। আর যাদের গবেষণার প্রতি আগ্রহ রয়েছে, তাদের হতে হবে আরও কৌতূহলী। পাঠ্যবইয়ের বাইরে গিয়ে পড়াশোনা করার এবং প্রশ্ন করতে শেখার মানসিকতা তৈরি করতে হবে। প্রথম বর্ষ থেকেই শিক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ছোটখাটো প্রজেক্টে যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা উচিত।

কলেজের স্বাধীনতা, নাকি ফাঁদ?

স্কুলজীবন থেকে কলেজজীবনে প্রবেশের এই সময়টা অত্যন্ত সংবেদনশীল। এক নতুন স্বাধীনতার অনুভূতি আসে, যা অনেক সময় ভুল পথে চালিত করতে পারে। কিন্তু শৃঙ্খলা অত্যন্ত জরুরি। মনে রাখতে হবে, এই চারটি বছর জীবনে আর দ্বিতীয়বার ফিরে আসবে না এবং তোমাদের পড়াশোনা পিছনে রয়েছে তোমাদের অভিভাবকদের অনেক ত্যাগ ও আশা। কোনও সাময়িক মোহের বশে মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হলে, চার বছর পর বন্ধুদের এগিয়ে যেতে দেখে আফসোস করা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকবে না।

সাফল্যের কি কোনও শর্টকাট আছে?

পরিশেষে, আমার ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি 'গুরুমন্ত্র' দিয়েই শেষ করব। সাফল্যের কোনও শর্টকাট হয় না, কিন্তু তার পথটি খুব সহজ। শুধুমাত্র দু'টি নিয়ম মেনে চলতে হয়। এক, সমস্ত থিওরি এবং প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস করা। দুই, কোনও বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় বা প্রশ্ন থাকলে, দ্বিধা না করে নিজের শিক্ষক বা মেন্টরের কাছে যাওয়া। এই দু'টি কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে করতে পারলে সাফল্য আসতে বাধ্য। কারণ, নিয়মিত ক্লাস করলে জ্ঞান যেমন বাড়ে, তেমনই শিক্ষকের সঙ্গে একটি সুন্দর সম্পর্ক তৈরি হয়। তখন শিক্ষকেরাও ছাত্রছাত্রীদের অনেক বেশি যত্ন নেন এবং তাদের সঠিক পথে চালিত করতে সাহায্য করেন।

হাওড়ার কলিকাতা গ্রামের বারোয়ারি দুর্গোৎসব

অসীম কুমার মিত্র

শহর কলিকাতার উপকণ্ঠে রয়েছে আর এক কলিকাতা। হাওড়া জেলার ১নং ব্লকের অধীন নানা ঐতিহাসিক নিদর্শন সমৃদ্ধ গ্রাম কলিকাতা শহর কলিকাতার চাইতেও প্রাচীন।শহর কলিকাতার মতোই গ্রাম কলিকাতা তেও রয়েছে - নিমতলা,ধর্মতলা,বৌবাজার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য স্থান। আজও দেশ-বিদেশের বহু পর্যটক কলিকাতা গ্রামে আসেন এখানকার ঐতিহাসিক স্থান নীলকুঠি,ধর্মরাজের মন্দির দেখতে। কলিকাতা গ্রামের দুর্গাপুজোও বেশ প্রাচীন। গ্রামে একটিমাত্র দুর্গাপুজো হয়। গ্রামের দেয়াশী পরিবার প্রথম এই গ্রামে দুর্গাপুজোর সূচনা করেন। ভদ্রেশ্বর দেয়াশীর পিতা উমেশ দেয়াশী সম্ভবত তাঁদের বাড়ির সদরে প্রথম দুর্গাপুজো শুরু করেন। বেশ কয়েক বছর দেয়াশী পরিবারে পুজো হবার পর কোনো এক সময় এই পরিবারে আর্থিক সংকট দেখা দেয়, পুজো বন্ধ হবার উপক্রম হয়। সে সময় গ্রামেরই কয়েকজন উদ্যোগী মানুষ এগিয়ে আসেন এই পুজোর হাল ধরতে। গ্রামের সকলের সহযোগিতায় তৈরি হয় বারোয়ারী গ্রাম কমিটি। দেয়াশী পরিবার এই গ্রাম কমিটির হাতে পুজোর দায়িত্ব তুলে দেন। গ্রাম কমিটি পুজোর স্থান পরিবর্তন করে নিয়ে আসেন ভক্তি খাঁ-র আশ্রমে, যা আজকের 'হরিসভাতলা' নামে পরিচিত। আর এখানেই টানা ৮৮বছর ধরে পুজো অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। গ্রাম কমিটি এই পুজোর দায়িত্ব নেবার সময় থেকেই কলিকাতা গ্রামের মাঠ বিলির টাকায় এই পুজো সম্পন্ন হচ্ছে। আজও সেই প্রথাই চালু আছে। দেয়াশী পরিবারের প্রবীন সদস্য ৮৪ বছরের গোপাল দেয়াশী আজও এই পুজোয় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। বর্তমান গ্রাম কমিটির দু'জন সক্রিয় সদস্য তারাপদ মান্না ও অর্চিতা মান্না এই পুজোর সিংহভাগ দায়িত্ব পালন করেন। এই পুজোর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল,সন্ধিপুজোর সময় ১০৮ টি পদ্ম ফুলকে একটি একটি করে মন্ত্রপূত করে দেবীকে নিবেদন করা হয়। বিসর্জনের পর মিষ্টি ও চাল কড়াই ভাজা বিতরণ করা হয়। শতাব্দী প্রাচীন এই পুজোয় স্থানীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন, যা সম্প্রীতির এক বাতাবরণ তৈরি করে। বিগত কয়েক বছর এই পুজো রাজ্য সরকারের পুজো অনুদানের টাকা পাচ্ছে। পুজো মণ্ডপে বস্ত্র বিতরণ ছাড়াও মাস্ক স্যানিটাইজার বিলি করা হয়। পুজোর ক'টা দিন সামাজিক সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানও হচ্ছে পূজামণ্ডপে। বর্তমানে থলিয়া গ্রামের মৃৎশিল্পী বিজয় চন্দ্র এখানকার প্রতিমা তৈরি করেন। চিরাচরিত প্রথা মেনে আজও দেবীর বিসর্জন হয় নিকটবর্তী রায়ঘাটে।